ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-195 ■ 15 April, 2026 ■ আগরতলা ১৫ এপ্রিল, ২০২৬ ইং ■ ১ বৈশাখ, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে ট্রাম্পের সঙ্গে ফোনালাপ মোদির

হরমুজ প্রণালী খোলা ও সুরক্ষিত রাখার জোর

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস)।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি মঙ্গলবার মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প-এর সঙ্গে ফোনালাপে পশ্চিম এশিয়ার বর্তমান পরিস্থিতি এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক আরও জোরদার করার বিভিন্ন দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন।

ফোনালাপের পর প্রধানমন্ত্রী মোদি সামাজিক মাধ্যম 'এক্স'-এ এক পোস্টে জানান, আমার বন্ধু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের কাছ থেকে ফোন পেয়েছি। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতার উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আমরা পর্যালোচনা করেছি। সব ক্ষেত্রে আমাদের সমগ্র বৈশ্বিক কৌশলগত অংশীদারিত্ব আরও শক্তিশালী করতে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

তিনি আরও লেখেন, আমরা পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়েও আলোচনা করেছি এবং হরমুজ প্রণালীকে খোলা ও সুরক্ষিত রাখার গুরুত্বের উপর জোর দিয়েছি।

ভারত বরাবরই চলমান সংঘাতের দ্রুত অবসানের জন্য উত্তেজনা প্রশমিত করা, সংলাপ ও কূটনীতির পক্ষে সওয়াল করে আসছে। যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে সাম্প্রতিক যুদ্ধবিরতিকে স্বাগত জানিয়ে নয়াদিল্লি আশা প্রকাশ করেছে, এর মাধ্যমে পশ্চিম এশিয়ায় স্থায়ী শান্তির পথ সুগম হবে।

কেন্দ্রের মতে, এই সংঘাত ইতিমধ্যেই সাধারণ মানুষের ব্যাপক দুর্ভোগের কারণ হয়েছে এবং বিশ্ব জ্বালানি সরবরাহ ও বাণিজ্য ব্যবস্থায় বিঘ্ন ঘটিয়েছে। একই সঙ্গে ভারত জোর দিয়ে বলেছে, হরমুজ প্রণালী দিয়ে অবাধ নৌ-পরিবহন ও বৈশ্বিক বাণিজ্য প্রবাহ বজায় থাকা অত্যন্ত জরুরি।

এদিকে, চলতি মাসের শুরুতে ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত সার্জিও গর জানিয়েছেন, ওয়াশিংটন তার দীর্ঘমেয়াদি বৈশ্বিক কৌশলের কেন্দ্রে ভারতকে রাখছে।

এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, যুক্তরাষ্ট্র নয়াদিল্লির সঙ্গে সম্পর্ক আরও গভীর করতে কাজ করছে এবং এই সম্পর্ককে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

চড়ক গাছ ভেঙে পড়ে আহত একাধিক আশঙ্কাজনক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, শান্তিরবাজার, ১৪ এপ্রিল ।। চৈত্র সংক্রান্তির উৎসবের আনন্দের মাঝেই বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটল শান্তির বাজারের মহামুনি রোড পাড়া এলাকায়। চড়ক গাছ ভেঙে পড়ে আহত হলেন একাধিক ব্যক্তি, যার মধ্যে অন্তত দু'জনের অবস্থা গুরুতর বলে জানা গেছে। আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, চৈত্র সংক্রান্তি উপলক্ষে এলাকায় ঐতিহ্যবাহী চড়ক পূজার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রতিবছরের মতো এবছরও চড়ক গাছ ঘোরানোর সময় বিপুল সংখ্যক দর্শনার্থীর ভিড় জমে। উৎসবের চরম মুহূর্তে আচমকাই ঘটে বিপত্তি। ঘুরতে থাকা চড়ক গাছটি হঠাৎ ভেঙে পড়ে যায়, ফলে মুহূর্তের মধ্যে এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। এই ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

খোয়াইয়ে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস আহত বিজেপিকর্মী সহ তিন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচন শেষ হতে না হতেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে নির্বাচনোত্তর উত্তেজনার অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। খোয়াই জেলার তুলাশিখর এলাকায় হামলার ঘটনায় বিজেপির এক কর্মী সহ তিনজন আহত হয়েছেন বলে অভিযোগ।

জানা গেছে, সোমবার রাতে তুলাশিখর এলাকায় বিজেপির কর্মী তুষার দেববর্মা সহ আরও দু'জনের উপর হামলা চালানো হয়। অভিযোগ, তিপ্রা মথা কর্মীদের দ্বারা এই হামলার ঘটনা ঘটে, যার ফলে তারা গুরুতরভাবে আহত হন। মঙ্গলবার আহতদের চিকিৎসার জন্য আগরতলার প্রধান জিবি রেফারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সেখানে তাঁদের দেখতে যান রাজ্য বিজেপির প্রদেশ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা। তিনি আহতদের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন এবং চিকিৎসকদের সঙ্গে কথা বলেন। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিপিন দেববর্মা বলেন, "তিপ্রা মথা 'থানসা' বলে বিভিন্ন জায়গায় ডাক দিলেও, বাস্তবে এই ধরনের ঘটনার কোনও যৌক্তিকতা নেই।" তিনি এই ঘটনাকে নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস হিসেবে উল্লেখ করে তীব্র নিন্দা জানান। এছাড়াও, অবিলম্বে এ ধরনের হিংসাত্মক ঘটনা বন্ধ করতে সরকার ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান তিনি। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে প্রশাসনের পক্ষ থেকে এখনও পর্যন্ত আনুষ্ঠানিকভাবে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। নিয়মিত টহলদারির সময় শ্রীমন্তপুর সীমান্ত সড়ক থেকে বিপুল পরিমাণ ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করল পুলিশ। ওই ঘটনাটি ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। জানা গেছে, টহলদারির সময় সন্দেহজনক অবস্থায় পরিত্যক্ত অবস্থায় ১০,০০০টি ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার করা হয়। উদ্ধার হওয়া মাদকদ্রব্যগুলি মোট ৫০টি বাক্সে রাখা ছিল, যার মোট ওজন প্রায় ১ কেজি। পরবর্তীতে সমস্ত ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জাগরণ-এর সকল পাঠক, গ্রাহক ও শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা।

আজ বুধবার ১লা বৈশাখ, ১৪৩৩ বাং ১৫ এপ্রিল ২০২৬ ইং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে জাগরণ ও রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর সকল কর্মীদের ছুটি। তাই, বৃহস্পতিবার ১৬ এপ্রিল এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না।

বুথ হামলার ঘটনায় বক্সনগরে বিধায়ক সহ ৩৫জনের বিরুদ্ধে মামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ এপ্রিল।। বুথ কেন্দ্রের মধ্যে হামলার ঘটনাকে কেন্দ্র করে বক্সনগরের বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেনসহ মোট ৩৫ জনের বিরুদ্ধে কলমচৌড়া থানায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। তিপ্রা মথার পক্ষ থেকে আক্রান্ত অভিরাম দেববর্মা এই অভিযোগ দায়ের করেন।

জানা গেছে, ঘটনার পর গুরুতর আহত অবস্থায় অভিরাম দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিলেন। সেই কারণে অভিযোগপত্র থানায় জমা দিতে কিছুটা বিলম্ব হয়েছে বলে তিনি জানান।

অভিযোগ অনুযায়ী, অভিযুক্তদের মধ্যে দয়ালপাড়ার ২ জন, মানিক্যনগরের ১ জন, পুটিয়ার ৮ জন, রহিমপুরের ৩ জন, আশাবাড়ির ৬ জন, মধ্য বক্সনগরের বিধায়কসহ ৭ জন, বক্সনগরের ৪ জন, কলশীমুড়ার ৩ জন এবং বাগবেরের ১ জন রয়েছেন।

বাদীপক্ষের দাবি, সকাল প্রায় সাড়ে নয়টা নাগাদ প্রায় ২০০ জন দুষ্কৃতীকে নিয়ে বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন অবৈধভাবে ভোটকেন্দ্রের সামনে জড়ো হন। এসময় তিপ্রা মথার নেতা-কর্মীরা বিষয়টি নিয়ে পুলিশের কাছে অভিযোগ জানালে বিধায়ক তাদের সঙ্গে তর্কে জড়িয়ে পড়েন।

অভিযোগে আরও বলা হয়েছে, এরপর স্থানীয় বিজেপি নেতাদের সঙ্গে কথা বলে একটি মোটরসাইকেলে করে দুই দুষ্কৃতীকে এলাকায় পাঠানো হয়। মোটরসাইকেলটি চালাচ্ছিল পুটিয়ার হানিফ ওরফে মামন এবং পেছনে বসা কলশীমুড়ার আলমগীর হোসেনের কাছে বোমা ছিল। তারা এলাকায় বোমা নিক্ষেপ করে আতঙ্ক সৃষ্টি করে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে বিধায়কের নির্দেশে ভোটকেন্দ্রের সামনে মধ্য ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পশ্চিমবঙ্গে ভোট লড়াইয়ে ২,৯২৬ প্রার্থী ঃ কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস)।। পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর মোট ২,৯২৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন বলে জানিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)।

ইসিআই সূত্রে জানা গেছে, দ্বিতীয় দফার ভোট (ফেজ-জ্জজ্জ) অনুষ্ঠিত হবে ২৯ এপ্রিল। এই দফার জন্য মনোনয়ন জমার শেষ দিন ছিল ৯ এপ্রিল, ১০ এপ্রিল হয় যাচাই (স্ক্রুটিনি) এবং ১৩ এপ্রিল বিকেল ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহারের সুযোগ ছিল।

প্রথম দফায় (ফেজ-জ্জ) ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ১,৪৭৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। দ্বিতীয় দফায় (ফেজ-জ্জজ্জ) ১৪২টি কেন্দ্রে লড়ছেন ১,৪৪৮ জন প্রার্থী। দুই দফা মিলিয়ে মোট প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৯২৬।

কমিশন জানিয়েছে, প্রতিটি কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসাররা চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবেন, যা নির্বাচন বিধি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক।

এছাড়া মনোনয়ন, যাচাই এবং প্রত্যাহার সংক্রান্ত সমস্ত নথি সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ভোটারদের সুবিধার জন্য ইসিআই 'আপনার প্রার্থীকে জানুন' শিরোনামে ইসিআইনেট অ্যাপ-এ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অপরাধমূলক রেকর্ড, সম্পত্তি, দায়-দায়িত্বসহ বিস্তারিত তথ্য দেখার ব্যবস্থা করেছে। প্রার্থীদের হলফনামাও ডাউনলোড করা যাবে।

ভোটগ্রহণ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

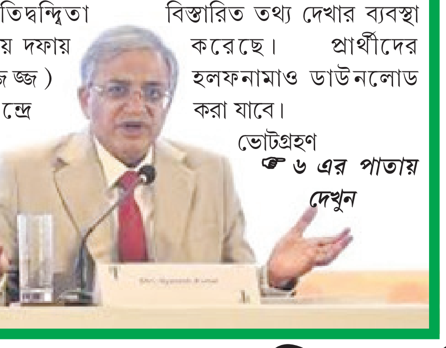

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন সম্রাট চৌধুরী, শপথের প্রস্তুতি

পাটনা, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস)।। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক পালাবদলের মধ্যে সম্রাট চৌধুরী-কে বিজেপি বিধায়ক দলের নেতা হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। এর ফলে তিনিই বিহারের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন।

মঙ্গলবার পাটনার বীর চন্দ্র পটেল পথস্থিত বিজেপির রাজ্য দফতরে অনুষ্ঠিত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। বৈঠকে কেন্দ্রীয় পর্যবেক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান। এছাড়াও বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির একাধিক শীর্ষ নেতা, যার মধ্যে ছিলেন বি. এল. সন্তোষ এবং ভিখু ভাই দালসানিয়া।

বিহারের উপমুখ্যমন্ত্রী বিজয় কুমার সিনহা সম্রাট চৌধুরীর নাম প্রস্তাব করেন এবং প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী রেনু দেবী তা সমর্থন করেন। সর্বসম্মতভাবে তাঁর নাম গৃহীত হয়।

এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে বিহারের রাজনৈতিক অঙ্গনে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে, যেখানে দীর্ঘদিনের নেতৃত্বের অবসান ঘটিয়ে নতুন নেতৃত্বের হাতে দায়িত্ব যাচ্ছে।

এদিনই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার নিজের শেষ মন্ত্রিসভার বৈঠক

শেষে পদত্যাগ করেন। তিনি রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপাল সৈয়দ আতা হাসনাইন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঃ চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ এপ্রিল ।। উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে এক জনজাতি মহিলার রহস্যজনক মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) সকালে হাসপাতালের শৌচালয় থেকে ওই মহিলার ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

দার্জিলিং-এ জনসভায়

বাংলা ভাগ নয় ঃ শাহ

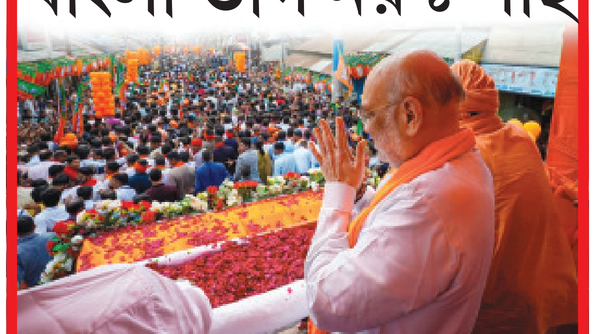

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস)।। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) ক্ষমতায় এলে দার্জিলিং, কার্শিয়াং ও কালিম্পং পাহাড়ি এলাকার রাজনৈতিক সমস্যার স্থায়ী সমাধান করা হবে, তবে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা না করেইএমনই দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ।

মঙ্গলবার উত্তর দিনাজপুরের গঙ্গারামপুরে এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি বলেন, "আমাদের গোরখা ভাইদের দাবির রাজনৈতিক সমাধান হবে, কিন্তু পাহাড়কে পশ্চিমবঙ্গ থেকে আলাদা করা হবে না। একইসঙ্গে উত্তরবঙ্গের সামগ্রিক উন্নয়ন আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার হবে।" তবে কীভাবে আলাদা রাজ্যের ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ নির্বাচন করতে ব্যর্থ কমিশন ঃ বামফ্রন্ট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল ।। টিটিএএডিসি নির্বাচনকে অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ করতে রাজ্য নির্বাচন কমিশন সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। আজ সাংবাদিক সম্মেলনে বামফ্রন্টের আহ্বায়ক মানিক দে কমিশনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, নির্বাচন পূর্ববর্তী সময় থেকেই বিভিন্ন স্থানে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। বিশেষ করে ভোটের আগের দিনও একাধিক এলাকায় তিপরা মথা ও ভারতীয় জনতা পার্টির মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, যা সাধারণ ভোটারদের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করে। এর জেরে অনেক ক্ষেত্রেই ভোটাররা নির্ভয়ে ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি বলে দাবি করেন তিনি।

মানিক দে আরও অভিযোগ করেন, নির্বাচনী আচরণবিধি লঙ্ঘনের একাধিক ঘটনা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সামনে এসেছে। তবুও নির্বাচন কমিশনের তরফে প্রয়োজনীয় কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়নি, ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়।

ইভিএম ব্যবহারের বিষয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, রাজ্যে পর্যাপ্ত ইভিএম মজুত থাকা সত্ত্বেও মধ্যপ্রদেশ থেকে অতিরিক্ত ইভিএম আনার সিদ্ধান্ত কেন নেওয়া হল, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে। এই বিষয়টি ঘিরে স্বচ্ছতার অভাব রয়েছে বলেও অভিযোগ করেন তিনি।

বামফ্রন্টের দাবি, নির্বাচনকে অবাধ ও নিরপেক্ষ করতে প্রতিটি বুথে কেন্দ্রীয় আধা-সামরিক বাহিনী মোতায়েন এবং সংবেদনশীল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মুর্শিদাবাদে নির্বাচনী সভায়

ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রকে আক্রমণ রাহুলের

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস) ।। ভারত-আমেরিকা বাণিজ্য চুক্তি নিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে তীব্র আক্রমণ করলেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। মঙ্গলবার মুর্শিদাবাদে এক নির্বাচনী সভা থেকে তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-র বিরুদ্ধে কড়া সমালোচনা করেন।

রাহুল গান্ধীর দাবি, এই চুক্তির ফলে দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প ধাক্কা খাবে এবং ব্যাপক কর্মসংস্থান হ্রাস পাবে। তিনি অভিযোগ করেন, এই চুক্তির মাধ্যমে কৃষক, ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলা সংরক্ষণে সংশোধনী বিল

লোকসভায় আসন বাড়িয়ে ৮৫০ করার প্রস্তাব কেন্দ্রের

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস)।। কেন্দ্রীয় সরকার মঙ্গলবার সাংসদদের কাছে সংবিধান (১৩১তম সংশোধনী) বিল, ২০২৬-এর খসড়া পাঠ শেয়ার করেছে। প্রস্তাবিত এই সংশোধনের লক্ষ্য লোকসভার আসন সংখ্যা বাড়িয়ে ৮৫০-এ নিয়ে যাওয়া, যেখানে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলউভয়ের প্রতিনিধিত্ব থাকবে।

বিলে বলা হয়েছে, রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে সরাসরি নির্বাচিত সদস্যের সংখ্যা সর্বাধিক ৮১৫-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে। অন্যদিকে কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলির জন্য সর্বোচ্চ ৩৫টি আসনের প্রস্তাব রাখা হয়েছে, যা সংসদ আইন করে নির্ধারণ করবে।

বর্তমানে লোকসভায় রাজ্য থেকে ৫৩০ এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল থেকে ২০ জন সদস্য রয়েছেন। তবে ডিলিমিটেশন কমিশনের নির্ধারণ অনুযায়ী মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪৩।

বিলের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব হল 'জনসংখ্যা' শব্দের নতুন সংজ্ঞা নির্ধারণ। এর মাধ্যমে কোন জনগণনার তথ্যের ভিত্তিতে আসন বৃদ্ধি করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা সংসদের হাতে দেওয়া হচ্ছে। সংবিধানের ৮১ ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা, ১৫ এপ্রিল, ২০২৬ ইং
১ বৈশাখ, বুধবার, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ

এসো হে বৈশাখ

পহেলা বৈশাখ বা বাংলা নববর্ষ বাঙালি সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং আমাদের প্রাণের উৎসব। এটি কেবল নতুন বছরের শুরু নয়, বরং জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাঙালির জাতীয় ঐক্যের প্রতীক।বাংলা সনের প্রবর্তন নিয়া ঐতিহাসিকদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন মত থাকিলেও সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য মতটি হইলো সম্রাট আকবরের সময়কাল।মোগল আমলে হিজরি বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী কর আদায় করা হইতো। কিন্তু চান্দ্র মাস আর সৌর মাসের পার্থক্যের কারণে কৃষকদের ফসল কাটার সময় আর কর দেওয়ার সময় মিলিত না।কৃষকদের সুবিধার্থে সম্রাট আকবর তাহার রাজজ্যোতিষী ফতেহউল্লাহ সিরাজীকে সৌর ও হিজরি সনের সমন্বয়ে নতুন বর্ষপঞ্জি তৈরির নির্দেশ দেন। যাহা ১৫৫৬ খ্রিষ্টাব্দ (৯৬৩ হিজরি) থেকে কার্যকর হয়, যাহা বর্তমানে বঙ্গাব্দ নামে পরিচিত।বাংলা নববর্ষ উদ্যাপনের ধরণ অত্যন্ত রঙিন এবং বৈচিত্র্যময়। ব্যবসায়ীদের জন্য এটি বড় উৎসব। পুরাতন বছরের বকেয়া হিসাব চুকিয়ে নতুন খাতা খোলার এই রীতিটি দীর্ঘদিনের। দোকানদাররা তাহাদের গ্রাহকদের মিষ্টি দিয়া আপ্যায়ন করেন।বাংলা নববর্ষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হইলো এর অসাম্প্রদায়িকতা। এটি এমন এক উৎসব যেখানে হিন্দু, মুসলিম, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান নির্বিশেষে সকল বাঙালি একসঙ্গে মিলিত হয়। এটি আমাদের শেকড়কে স্মরণ করাইয়া দেয় এবং বাঙালি জাতীয়তাবাদকে জাগ্রত রাখে। পহেলা বৈশাখ মানেই নতুন স্বপ্ন, নতুন সংকল্প আর রঙিন এক মিলনমেলা। এটি বাঙালির আত্মপরিচয়ের দর্পণ।

বাঙালির সবচেয়ে বড় উৎসব দুর্গাপুজো হইলেও, নববর্ষের আলাদা গুরুত্ব আছে। বর্তমানে এই বিশেষ দিন উপলক্ষে সাজিয়া ওঠে সমস্ত শপিং মল থেকে শহরের রাস্তাঘাট। সকলে রাগ-অভিমান, দুঃখ -কষ্ট ভুলে গা ভাসান উৎসবের আনন্দে। সব বাঙালিই মুখিয়ে থাকেন পয়লা বৈশাখের দিকে।বাঙালির বারো মাসে তের পার্বণ। তাহার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি উৎসব হইল নববর্ষ। কথায় বলে ''মর্নিং শোজ দ্য ডে''। তাই বছরের এই প্রথম দিনটা বিশেষ ভাবে উদযাপন করেন সকলে। যে অঞ্চলগুলি সৌর বর্ষপঞ্জি অনুসরণ করিয়া, বৈশাখ মাসকে বছরের প্রথম মাস হিসাবে বিবেচনা করে, তাহাদের নতুন বছরটি এই মাসের প্রথম দিনেই উদযাপিত হয়। যদিও দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন নামে ও আলাদা রীতিতে নববর্ষ উদযাপিত করে। সকলে রাগ-অভিমান, দুঃখ -কষ্ট ভুলে গা ভাসান উৎসবের আনন্দে। সব বাঙালিই মুখিয়ে থাকেন পয়লা বৈশাখের দিকে।মিষ্টিমুখ,কোলাকুলি, হালখাতা,আড্ডা,নতুন জামায় সকলে আহ্বান জানান নতুন বছরের। বাংলা সনের উৎপত্তি নিয়া ইতিহাসবিদদের মধ্যে কিছু মতভেদ থাকিলেও সাধারণভাবে ধারণা করা হয়, এর প্রাথমিক ভিত্তি প্রাচীন বাংলার সৌর পঞ্জিকার ওপর প্রতিষ্ঠিত। অনেক ঐতিহাসিকের মতে, সপ্তম শতাব্দীতে রাজা শশাঙ্কের আমলে বাংলা সনের সূচনা হয়। তখন এটি মূলত কৃষিভিত্তিক সময় গণনার জন্য ব্যবহৃত

হইতো।প্রথম দিকে পহেলা বৈশাখ ছিল একটি কৃষিভিত্তিক উৎসব। কৃষকেরা নতুন ফসল ঘরে তুলিবার আনন্দ উদযাপন করিত এবং এই সময়টিতে খাজনা পরিশোধ করা হইতো। চৈত্র মাসের শেষ দিনে সমস্ত বকেয়া পরিশোধের পর পহেলা বৈশাখে জমিদাররা প্রজাদের মিষ্টি দিয়া আপ্যায়ন করিতেন।এই প্রথা থেকেই ''হালখাতা''র সূচনা হয়। হালখাতা হইলো নতুন বছরের প্রথম দিনে নতুন হিসাব বই খোলা। ব্যবসায়ীরা তাহাদের পুরনো হিসাব বন্ধ করিয়া নতুন খাতা খুলিতেন, কেননা অধিকাংশ মানুষের হাতে নগদ অর্থ না থাকায় নির্দিষ্ট দোকান থেকে সারা বছর বাকিতে কেনাকাটা করতো। তারপর ফসল বিক্রি করিয়া সেই বকেয়া মেটাইতো। তখন ব্যবসায়ীরা গ্রাহকদের আমন্ত্রণ জানাইয়া মিষ্টান্ন দিয়া আপ্যায়ন করিতেন। এই আয়োজন ধীরে ধীরে সামাজিক উৎসবে রূপ নেয়।

বর্তমান প্রজন্মকে ড. বি আর আম্বেদকরের চিন্তাধারা, মত ও আদর্শ অনুসরণ করতে হবে: মন্ত্রী সুধাংশু দাস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: যথাযোগ্য মর্যাদায় উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে আজ দেশের সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন বাবাসাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

অনুষ্ঠানের শুরুতে ড. আম্বেদকরের মূর্তিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস, উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ, বিধায়ক মিনারাণী সরকার, পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল, আগরতলা পুর নিগমের কর্পোরেটরগণ, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তরের অধিকর্তা জয়ন্ত দে সহ শিল্পী, সাহিত্যিক, ছাত্রছাত্রী ও গুণীজন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে তপশিলি জাতি কল্যাণ মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, বাবাসাহেব ড. বি আর আম্বেদকর ছিলেন একজন দার্শনিক, রাজনীতিবিদ ও সমাজ সংস্কারক। তিনি ছিলেন দেশের প্রথম আইন মন্ত্রী। তিনি বিশ্বের সর্ববৃহৎ সংবিধান আমাদের উপহার দিয়েছেন। তিনি বলেন, ড. আম্বেদকর এক নতুন ভারত গড়তে চেয়েছিলেন। যেখানে থাকবে না দারিদ্র, অস্পৃশ্যতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার ও নিপীড়ন। সকলের সমান অধিকার থাকবে। তিনি ড. আম্বেদকরের ছাত্র জীবন, উচ্চশিক্ষা ও কর্মজীবন তুলে ধরে বলেন, তাঁর সারা জীবনের যে নিরলস সংগ্রাম তা আমাদের নতুন শিক্ষা দেয়। তিনি সারা জীবন দেশের অস্পৃশ্য, অসহায় ও পিছিয়ে পড়াদের জন্য কাজ করে গেছেন। তাই বর্তমান প্রজন্মকে ড. আম্বেদকরের চিন্তাধারা, মত, পথ ও আদর্শ অনুসরণ করতে হবে। রাজ্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার শিক্ষার উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়েছে। কেননা, শিক্ষা ছাড়া একটি সমাজ, রাজ্য ও দেশ এগিয়ে যেতে পারে না। তিনি বলেন, তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর তপশিলি জাতি মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দিতে বহু মেধা পুরস্কার চালু করেছে। অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথির ভাষণে উচ্চ শিক্ষামন্ত্রী কিশোর বর্মণ বলেন, ড. আম্বেদকর সংবিধানের শুধু স্থপতি নন। তিনি ন্যায় ভিত্তিক সমাজ গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি ভারতীয় সংবিধানে জনসাধারণের মৌলিক অধিকার, কর্তব্য ও সংরক্ষণ ব্যবস্থার সংস্থান রেখে গেছেন। তিনি নারী শিক্ষা ও নারী ক্ষমতায়নের জন্য অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর জীবনের মূল মন্ত্র ছিল শিক্ষিত হও, সংগঠিত হও এবং সংঘর্ষ করো। তিনি শিক্ষাকে সবচেয়ে বড় অস্ত্র হিসেবে গণ্য করতেন। ড. আম্বেদকর বলতেন, বিভাজন নয়, আমাদের সকলকে ঐক্যের পথে চলতে হবে। তিনি বলেন, কেন্দ্রীয় সরকারের সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা প্রয়াস ও সবকা বিশ্বাস এবং জাতীয় শিক্ষা নীতি ড. আম্বেদকরের চিন্তাধারার ফসল। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহা ড. আম্বেদকরের দেখানো পথ ও আদর্শকে অনুসরণ করেই বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করে চলেছেন। ড. আম্বেদকরের দর্শনীয় স্থানগুলোকে পঞ্চতীর্থ হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। তিনি বলেন, ড. আম্বেদকর কর্মের মাধ্যমে ভারত তথা বিশ্বকে নতুন পথ দেখিয়েছেন। তাই পরিস্থিতি নয়, সংকল্পই মানুষকে লক্ষ্যে পৌঁছে দেয়। সভাপতির ভাষণে পশ্চিম ত্রিপুরা জিলা পরিষদের ভারপ্রাপ্ত সভাধিপতি বিশ্বজিৎ শীল বর্তমান প্রজন্মকে বাবাসাহেব ড. আম্বেদকরের জীবনী, আদর্শ ও চিন্তাধারা অধ্যয়ন করার আহ্বান জানিয়েছেন। অনুষ্ঠান শুরু আগে রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবন প্রাঙ্গণ থেকে এক শোভাযাত্রা শহরের প্রধান সড়ক পরিক্রমা শেষে উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ প্রাঙ্গণে এসে সমাপ্ত হয়।

নববর্ষে নতুন আশা 'এক ভারত'-এর চেতনা

বৈশাখী, রঙালি বিহু, মহা বিষুব পানা সংক্রান্তি, পহেলা বৈশাখ, বিষু এবং তামিল পুথান্ডু এই উৎসবগুলো 'এক ভারত, শ্রেষ্ঠ ভারত'-এর চেতনাকেই প্রতিফলিত করে। এই উপলক্ষে ভারতসহ বিশ্বজুড়ে অবস্থানরত সকলের প্রতি নববর্ষের শুভেচ্ছা জানাতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। প্রার্থনা করি, এই শুভ উৎসবগুলো সকলের জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধি বয়ে আনুক।

'চিথিরাই' মাসটি হলো সেই সময়, যখন কৃষিকাজের প্রস্তুতি শুরু হয়। কৃষকরা জমিকে উর্বর করে তোলার লক্ষ্যে কাজ শুরু করেন। যেহেতু আমাদের পূর্বপুরুষরা বিশ্বাস করতেন যে, কঠোর পরিশ্রমই প্রগতির চাবিকাঠিতাই তাঁরা স্বয়ং সেই শ্রমের সূচনাকেই উৎসব হিসেবে উদযাপন করতেন। সমগ্র দেশজুড়েই আমরা অনুরূপ উদযাপনের চিত্র দেখতে পাই, যা ভারতের ঐক্য এবং অভিন্ন সংস্কৃতির উজ্জ্বল নিদর্শন হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। উত্তর ভারতে, বিশেষ করে পাঞ্জাবে, মানুষ বৈশাখীকে একটি ফসল কাটার উৎসব হিসেবে উদযাপন করে। দক্ষিণ ভারতে, কেরালায় 'বিশূ' উৎসব পালিত হয়, যেখানে শুভ বস্তুসমূহ (কানি) দর্শন করা একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথা। আসামে মানুষ 'বিহু' উৎসব উদযাপন করে, অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গে 'পয়লা বৈশাখ' অত্যন্ত উৎসাহ-উদ্দীপনার সাথে পালিত হয়। একইভাবে, মণিপুর, ত্রিপুরা, ওড়িশা, বিহার, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, হরিয়ানা এবং রাজস্থানের মানুষজনও এই সময়কালকে বিভিন্ন প্রথাগত রীতির মাধ্যমে নববর্ষ হিসেবে উদযাপন করে। এই উপলক্ষে উত্তরাখণ্ডের হরিদ্বারে, সারা দেশ থেকে ভক্তরা সমবেত হন গঙ্গা নদীতে পবিত্র স্নান করার উদ্দেশ্যে; যা এই শুভ উপলক্ষটির পবিত্রতা ও মাহাত্ম্যকে তুলে ধরে। সম্প্রতি তেলেগুভাষী মানুষজন 'উগাদি' হিসেবে তাঁদের নববর্ষ উদযাপন করেছেন; অন্যদিকে, মারাঠি ও কোঙ্কনি সম্প্রদায় তাঁদের নববর্ষ পালন করেন 'গুড়ি পাড়ওয়া' হিসেবে।

আমরা এক প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী, যার প্রমাণ মেলে আমাদের পূর্বপুরুষদের বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের মধ্যে। মহাবিশ্ব সম্পর্কে তাঁদের সুগভীর ও নির্ভুল বোঝাপড়ারই প্রতিফলন ঘটেছে এই নববর্ষ উদযাপনগুলোর মধ্য দিয়ে। একইভাবে, তামিল নববর্ষও একটি অসাধারণ উপলক্ষ, যা আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রজ্ঞাকেই উদযাপন করে। এটি এমন একটি উৎসব, যা ঐতিহ্য, পরিবার, আধ্যাত্মিকতা এবং একটি সুশৃঙ্খল জীবনধারাকে একসূত্রে গ্রথিত করে। এটি একটি নতুন সূচনার বার্তা বহন করে এবং অতীতের অভিজ্ঞতার আলোকে নতুন আশা নিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে আমাদের অনুপ্রাণিত করে।

যদিও বর্তমানে আমরা বিশ্বব্যাপী প্রচলিত ক্যালেন্ডার বা বর্ষপঞ্জিকে অনুসরণ করি, তবুও আমাদের নিজস্ব তামিল বর্ষপঞ্জির কথাও মনে রাখা আবশ্যক; যার অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো- এটি কেবল দিন ও মাসেরই নয়, বরং বছরগুলোরও স্বতন্ত্র নামকরণ করে থাকে। এমন ৬০টি বছরের নাম প্রচলিত রয়েছে এবং এই বছরটির নাম ''পরাভব'' — যা সেই চক্রের ৪০তম বছর।

''অ্যাস্ট্রোনমি'' শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো নক্ষত্ররাজির গতিবিধি ও নিয়মাবলি বিষয়ক অধ্যয়ন। তামিল ভাষায় একে ''বানিয়াল''

শ্রী সি. পি. রাধাকৃষ্ণন
ভারতের উপরাষ্ট্রপতি

নামে অভিহিত করা হয়। হাজার হাজার বছর আগেই তামিল পণ্ডিতগণ এই সত্যটি অনুধাবন করেছিলেন যে, পৃথিবী গোলাকার; এবং তাঁরা মহাজাগতিক বস্তুসমূহের গতিবিধি ও সেগুলোর প্রভাব নিয়ে গভীর গবেষণা করেছিলেন। ''পথিক্রুপথু''-এর ন্যায় প্রাচীন তামিল সাহিত্যকর্মে মহাবিশ্বের প্রকৃতি ও গতিবিধির বিশদ বর্ণনা

পাওয়া যায়। এসব কাব্যের শ্লোকগুলোতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যে, কীভাবে এই জগত পাঁচটি মৌলিক উপাদানে গঠিত এবং কীভাবে এটি মহাজাগতিক শক্তিসমূহ দ্বারা পরিচালিত হয়। এছাড়া ''শিরুপানারুপ্পাডাই''-এর মতো অন্যান্য সাহিত্যকর্মেও গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি সংক্রান্ত উল্লেখ রয়েছে।

সঙ্গম সাহিত্যে গ্রহ- নক্ষত্র সংক্রান্ত উল্লেখ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ, 'পুরানানুরু' গ্রন্থে শনি গ্রহকে 'মাইম্মীন' (অন্ধকারময়) হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। মহাজাগতিক প্রভাব বা জ্যোতিষচর্চা বিষয়ক অধ্যয়নের এই ঐতিহ্যটি 'কানিয়ান' নামে পরিচিত পণ্ডিতদের সাথে যুক্ত ছিল। মনে করা হয় যে, কবি কানিয়ান পুঙ্গুন্দ্রনার তাঁর নামটি এই ঐতিহ্য থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি 'তোলকাপ্পিয়াম'-এর মতো প্রাচীন গ্রন্থেও এই ধরনের বিদ্বান ব্যক্তিদের 'আরিভার' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। 'আকানানুরু'-র মতো সাহিত্যকর্ম থেকে জানা যায় যে, বিবাহ-এর মতো শুভ অনুষ্ঠানগুলো উপযুক্ত দিন ও ক্ষণ নির্বাচন করেই সম্পন্ন করা হতো। তামিলনাড়ুতে আজও এই প্রথা অব্যাহত রয়েছে। ''চিথিরাই'' মাসের প্রথম দিনে মন্দিরগুলোতে ''পঞ্চাঙ্গম'' (পঞ্জিকা) পাঠ করা হয় এবং মানুষ তা শোনার জন্য সমবেত হন। পঞ্চাঙ্গম মূলত পাঁচটি উপাদানে গঠিত: বার, তিথি, করণ, নক্ষত্র এবং যোগ। এই উপাদানগুলোর ওপর ভিত্তি করে সেই বছরের বৃষ্টিপাত, কৃষিকাজ এবং অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়।

আমাদের পূর্বপুরুষেরা সময় পরিমাপের জন্য সৌর ও চন্দ্র- উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করতেন। আধুনিক বিজ্ঞান যদিও অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে গ্রহণ বা গ্রহণের মতো মহাজাগতিক ঘটনাগুলোর হিসাব কষে, কিন্তু প্রাচীনকালে কোনো যন্ত্র ছাড়াই এ ধরনের ঘটনাগুলো গভীর অধ্যয়নের মাধ্যমে অত্যন্ত নির্ভুলভাবে ভবিষ্যদ্বাণী করা হতো। আমাদের পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে বংশপরম্পরায় প্রাপ্ত জ্ঞানই হলো আমাদের ঐতিহ্য। আমাদের অবশ্যই এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করতে হবে এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। মন্দিরে বসে ''পঞ্চাঙ্গম'' পাঠ শ্রবণ করা এই ঐতিহ্যকে সম্মান জানানোরই একটি উপায়।

নববর্ষের আরেকটি দিক আমাদের পূর্বপুরুষদের প্রকৃতির অফুরন্ত দান ও প্রাচুর্যের প্রতি শ্রদ্ধাবোধকেই প্রতিফলিত করে। ঘরবাড়িতে ফলমূল ও পুষ্পের মতো শুভ ও মঙ্গলজনক সামগ্রী সুবিন্যস্ত করে রাখা হয় এবং খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠেই সবার আগে সেগুলো দর্শন করা হয়। বসন্ত হলো সেই ঋতু যখন প্রকৃতি নিজেকে নতুন রূপে সাজিয়ে তোলে- গাছপালা পুনরায় সবুজে ভরে ওঠে এবং ফুল ও ফলে প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। প্রকৃতির সাথে নিবিড় সামঞ্জস্য বজায় রেখে জীবনযাপনকারী তামিল জনগোষ্ঠী 'কানি কানাল' নামক এক বিশেষ প্রথার মাধ্যমে প্রকৃতির এই প্রাচুর্যকে প্রত্যক্ষ করার মধ্য দিয়েই তাদের নববর্ষের সূচনা করেন।

একইভাবে, এই দিনে প্রস্তুত করা প্রথাগত খাবারে তিক্ত স্বাদসহ সব ধরনের স্বাদেরই সমাবেশ ঘটে। এটি আমাদের শিক্ষা দেয় যে, জীবন আনন্দ ও বেদনা- উভয় অভিজ্ঞতায়ই পরিপূর্ণ এবং আমাদের অবশ্যই ভারসাম্য বজায় রেখে সেগুলোকে গ্রহণ করতে হবে।

সারা দেশ জুড়ে, এমনকি বিশ্বের যেসব অঞ্চলে ভারতীয় জনগোষ্ঠী বসতি স্থাপন করেছে- সেসব অঞ্চলেও এই উদযাপনগুলোর মধ্যে এক ধরনের অভিন্নতার সুর পরিলক্ষিত হয়। এই উদযাপনগুলো আমাদের সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধি ও বৈচিত্র্যের কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পাশাপাশি জাতির অন্তর্নিহিত ঐক্যের বিষয়টিও তুলে ধরে। এগুলি সেই আশারই প্রতীক যে, আমরা ভবিষ্যতেও পারস্পরিক সম্প্রীতির সাথে একত্রে বসবাস করে যাব।

এসো হে বৈশাখ

অদিতি চট্টোপাধ্যায়

দেখতে দেখতে ইতিহাসের পাতায় নাম লেখাতে চলেছে আরও একটি বছর। দিনক্ষণ তারিখ সময় ক্ষণ সব পেছনে ফেলে দিয়ে অজানা আগামীর হাতছানি দিয়ে হাজারো রঙিন স্বপ্ন চোখে নিয়ে আসতে চলেছে বাঙালির বারো মাসের তেরো পর্বের ৩৬৫ দিন। এক নতুন সকাল এক নতুন ভোর দিনটা শুরু হয় হালখাতা, মন্দিরের হাজারো থিকথিকে ভিড়ে শ্রদ্ধালুদের ভক্তি, গঙ্গা আরতি, পাখিদের কলতান, আর সর্বোপরি এক নতুন সূর্যোদয়ের সম্ভাবনার মধ্যে দিয়ে। যে সূর্য হাতছানি দিয়ে ডেকে বলবে, এসো হে বৈশাখ এসো হে, তাপসনিঃশ্বাসবায়ে মুমূর্ষরে দাও উড়ায়ে, বৎসরের আবর্জনা দূর হয়ে যাক। পুরোনোর মধ্যেই নতুনের বীজ লুকিয়ে থাকে, একইভাবে আলো-আঁধারির মধ্যেই কালচক্র বিরাজ করে। কালের যাত্রার ধ্বনি শুনিতে কি পাও ! কালকে ধারণ করে কালী অর্থাৎ জগৎজননী। জগৎজননী রহস্যময়ী ছলনাময়ী, তাঁর নিত্য খেলায় জগৎ চালিত হয়। হাজারো এলোমেলো হিসাব তালগোল পাকিয়ে গেলেও তিনি ধ্বংস স্থিতি ও লয়ের মূল চালনাকারী। মাধ্যাকর্ষণ শক্তির স্বরূপ তিনি বিশ্ব সংসারে সদা বিরাজ করেন, আবার তিনিই নতুন পুরোনোর পাশা খেলায় মেতে ওঠেন। একটা বছর শেষ হয় একটা বছর চলে আসে। একটা প্রজন্ম আসে একটা প্রজন্ম যায়। মনে হয় এ কোন যান্ত্রিক সময়! আগামীর বীজ বপনের স্বপ্ন দেখে চাষি শ্রমিক মজদুর মেহনতী থেকে শুরু করে সমাজের উচ্চবিত্ত মধ্যবিত্ত কর্পোরেট হাউজের সকলেই। আশা সকলের কমবেশি একটাই লক্ষ্মী দেবীকে নিজেদের ঠাকুর ঘরের ঝাঁপিতে বিরাজমান করে রাখা। শেয়ার বাজারের ওঠাপড়া, সোনার আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি, পেট্রল-ডিজেলের দাম বাড়া, ম্যাচ গড়া পেটার মতোই সমকালীন এক জ্বলন্ত সমস্যা। জাত বড় না ভাত বড়, বৈশাখী তাপে ভোটের রঙ্গমঞ্চে আজ সবথেকে কোটি টাকার প্রশ্ন। শাড়ির ভাঁজে, ধুতি-পাঞ্জাবির ভিড়ে শুক্ত, আলু পোস্ত, মাছের মাথা দিয়ে মুড়ো ঘন্ট, মিষ্টির হাঁড়ি, পঞ্জিকা, হালখাতা, ধর্মের আফিম, গুরুজনদের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম কোথাও মনে করিয়ে দেয় বঙ্গ সংস্কৃতি আজ একটু হলেও যেন বিরাজমান আছে। দেখো মাম্মি, বাড়ছি আমির মতোই যুগ ডিজিটাল হচ্ছে। নতুন বছর শুরুর আগেই মুঠোফোনে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মাধ্যমে বার্তালাপ হয়ে যাচ্ছে। ঝা চকচকে রেস্টুরেন্ট ফেরারি মন নৌকা বিলাস কপোত কপোতীর চাহনি ভোটের উত্তাপ গ্লানি চাওয়া না পাওয়ার হিসেব

চাকরিজীবী ব্যবসায়ী খেটে খাওয়া শ্রমজীবি থেকে শুরু করে কর্পোরেট রাজনীতিবিদদের কপালে চিন্তার ভাঁজ বাড়ায়। সময় বদলায়, এক সময় আর এক সময়ে রূপান্তরিত হয়। বৎসরের আবর্জনা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নতুন আশা আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আগামীর পথ চলা শুরু। আলো হোক ভালো হোক, শুভ হোক নতুন বর্ষ। স্বাগত ১৪৩৩।

উচ্চমানের উদ্ভাবন : বৈশ্বিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ভারতের ভূমিকা আরো বেশি সুদৃঢ় হবে

শ্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা

বিশ্ব ফার্মাসিউটিক্যাল ক্ষেত্রে বর্তমানে বায়োলজিক্স, বায়োসিমিলার এবং বিশেষায়িত ওষুধ মোট আয়ের ৪০ শতাংশেরও বেশি অংশ জুড়ে রয়েছে। 'বিশ্বের ফার্মেসি' হিসেবে পরিচিত ভারত, যা দীর্ঘদিন ধরে জেনেরিক ওষুধ উৎপাদনে নেতৃত্ব দিয়ে এসেছে, এখন উৎপাদনভিত্তিক মডেল থেকে উদ্ভাবনভিত্তিক মডেলে রূপান্তরের জন্য প্রস্তুত। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত সরকার এমন একটি দূরদর্শী নীতিগত কাঠামো গড়ে তুলছে, যাতে উদীয়মান এই ক্ষেত্রগুলিতে দেশের অংশীদারিত্ব বাড়ে এবং একই সঙ্গে জেনেরিক ওষুধে তার শক্ত অবস্থান বজায় থাকে।

২০২৬-২৭ অর্থবর্ষের কেন্দ্রীয় বাজেটে ঘোষিত ১০,০০০ কোটি টাকার মিশন বায়োফার্মা ম্যানুফ্যাকচারিং শক্তি - একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আগামী ৮ থেকে ১০ বছরে ভারতকে বায়োফার্মা উদ্ভাবন ও উচ্চ-মানের থেরাপিউটিক্সের বৈশ্বিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যই এই উদ্যোগের মূল উদ্দেশ্য।

এই কর্মসূচির মাধ্যমে বায়োলজিক্স, বায়োসিমিলার এবং উন্নত থেরাপিউটিক্স ক্ষেত্রে দেশীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এটি ফার্মাসিউটিক্যালস বিভাগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ এবং বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিভিন্ন উদ্যোগ যেমন (পিআরআইপি) গবেষণা ও উদ্ভাবন প্রকল্প, বায়োনেস্ট প্রভৃতির সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে কাজ করবে। এর ফলে জীবনবিজ্ঞান ও বায়োফার্মাসিউটিক্যাল ক্ষেত্রে গবেষণা ও উন্নয়নকে উৎসাহিত করা হবে এবং শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধি পাবে। এই কৌশলের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ হল ফার্মেন্টেশন-ভিত্তিক উৎপাদন ব্যবস্থার উন্নয়ন। অ্যান্টিবায়োটিক, ভ্যাকসিন, এনজাইম ও বায়োলজিক্স উৎপাদনে এর গুরুত্ব অপরিসীম হলেও, এই ক্ষেত্রটি দীর্ঘদিন ধরে আমদানির উপর নির্ভরশীল ছিল। পরিকাঠামো উন্নয়ন, প্রযুক্তি হস্তান্তর এবং লক্ষ্যভিত্তিক প্রণোদনার মাধ্যমে দেশীয় সক্ষমতা বাড়ানোর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এছাড়াও, দেশের ক্লিনিক্যাল গবেষণা ব্যবস্থার সম্প্রসারণ বিশেষ গুরুত্ব পাচ্ছে। ১,০০০টি স্বীকৃত ক্লিনিক্যাল ট্রায়াল সাইট স্থাপন ভারতের অবস্থানকে বৈশ্বিক ওষুধ উন্নয়নের ক্ষেত্রে আরও শক্তিশালী করবে। কম খরচ, দক্ষ গবেষক এবং উন্নত পরিকাঠামোর কারণে ভারত উচ্চমানের ক্লিনিক্যাল ট্রায়ালের জন্য একটি সম্ভাবনাময় গন্তব্য। একই সঙ্গে নিয়ন্ত্রক কাঠামো শক্তিশালী করা এবং দ্রুত অনুমোদন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করা আন্তর্জাতিক মানদণ্ডের সঙ্গে সামঞ্জস্য বজায় রাখতে সহায়তা করবে।

গত কয়েক বছরে উৎপাদন-সংযুক্ত প্রণোদনা (পিএলআই) এবং বাল্ক ড্রাগ পার্ক প্রকল্পের মাধ্যমে অ্যাক্টিভ ফার্মাসিউটিক্যাল ইনগ্রেডিয়েন্টস (এপিআই) এবং কী স্টার্টিং ম্যাটেরিয়ালস (কেএসএম))-এর স্থানীয় উৎপাদনে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে। এর ফলে দেশে ওষুধের দাম কমেছে এবং সাধারণ মানুষের জন্য স্বাস্থ্যসেবা আরও সাশ্রয়ী হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় জনঔষধি প্রকল্প-এর আওতায় ১৯, ০০০-এরও বেশি জনঔষধি কেন্দ্র সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত জেনেরিক ওষুধ সরবরাহ করছে। পাশাপাশি ক্যান্সার ও বিরল রোগের ওষুধে শুল্ক হ্রাসসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ জীবনরক্ষাকারী চিকিৎসা আরও সহজলভ্য করছে। ভবিষ্যতে ভারত শুধু প্রতিষ্ঠিত বাজারেই নয়, উদ্ভাবন-নির্ভর নতুন বাজারেও নিজেদের অবস্থান আরও শক্তিশালী করতে চায়। এই পরিবর্তনের কেন্দ্রে রয়েছে নীতিগত সংস্কার, অনুমোদন প্রক্রিয়ার ডিজিটালাইজেশন এবং ব্যবসা সহজীকরণ। তবে গবেষণা ও উন্নয়নে বিনিয়োগ বৃদ্ধি এখনও একটি বড় চ্যালেঞ্জ, যা মোকাবিলায় সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব আরও জোরদার করতে হবে। ভারতের অভ্যন্তরীণ ফার্মাসিউটিক্যাল বাজার, যার মূল্য ইতিমধ্যে ৪ লক্ষ কোটির বেশি, আগামী দশকে আরও দ্রুত বৃদ্ধি পাবে বলে আশা করা হচ্ছে।

পরিশেষে বলা যায়, ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল খাত এখন একটি নতুন যুগে প্রবেশ করছে, যেখানে উদ্ভাবন, স্থিতিস্থাপকতা এবং বৈশ্বিক প্রতিযোগিতাই হবে মূল চালিকাশক্তি। বায়োফার্মা শক্তি কর্মসূচি, উন্নত ক্লিনিক্যাল পরিকাঠামো এবং লক্ষ্যভিত্তিক উৎপাদন প্রণোদনার মাধ্যমে ভারত ধীরে ধীরে একটি জেনেরিক-নির্ভর দেশ থেকে উচ্চ-মানের বায়োফার্মা উদ্ভাবনের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে। এই রূপান্তরই 'বিকশিত ভারত ২০৪৭'-এর লক্ষ্যে ভারতের বৈশ্বিক স্বাস্থ্যক্ষেত্রে ভূমিকা আরও সুদৃঢ় করবে।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

মঙ্গলবার প্রদেশ কংগ্রেস ভবনে ড. বি আর আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তীতে শ্রদ্ধার্ঘ্য। ছবি নিজস্ব।

দাউদ-যোগে জাল নোট চক্রের কৌশল বদল, সীমান্তে কড়াকড়ির জেরে দেশে বসেই ছাপার প্রবণতা বৃদ্ধি

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): দেশে জাল নোট উদ্ধার বৃদ্ধির ঘটনায় নতুন করে উদ্বেগ বাড়ছে কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলির মধ্যে। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, দাউদ ইব্রাহিম-ঘনিষ্ঠ চক্র এখন সীমান্তপথে পাচারের বদলে ভারতে বসেই জাল নোট ছাপার দিকে ঝুঁকছে।

গোয়েন্দা সূত্রে খবর, পাকিস্তান থেকে পরিচালিত এই চক্র তাদের ভারতীয় সহযোগীদের নির্দেশ দিচ্ছে ছোট ছোট ইউনিটে ভাগ হয়ে স্থানীয়ভাবে জাল নোট ছাপাতে এবং বাজারে ছড়িয়ে দিতে। এতে একদিকে নজর এড়ানো সহজ হচ্ছে, অন্যদিকে সামগ্রিক উৎপাদনও বাড়ানো সম্ভব হচ্ছে।

একজন ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর আধিকারিক জানান, "ধরা পড়ার ঝুঁকি কমাতে চক্রের সদস্যরা ঘন ঘন ঘাঁটি বদল করছে। ফলে নির্দিষ্ট কোনও কেন্দ্র চিহ্নিত করা কঠিন হয়ে পড়ছে।"

সীমান্তে কড়া নজরদারির ফলে বাংলাদেশ রুট দিয়ে জাল নোট ঢোকানো এখন অনেকটাই কঠিন হয়ে উঠেছে। এর জেরে চক্রটি এখন গুজরাট, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান এবং পঞ্জাব-সহ একাধিক রাজ্যে ছাপার কাজ ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে।

পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলায় একসময় এই চক্রের একটি বড় ঘাঁটি ছিল, যেখানে উচ্চমানের জাল নোট তৈরি হত। তবে সেটি ধরা পড়ার পর ন্যাশনাল ইনভেস্টিগেশন এজেন্সি (এনআইএ)-সহ বিভিন্ন সংস্থার অভিযানে সেখানে উৎপাদন অনেকটাই কমে গেছে বলে জানিয়েছেন আধিকারিকরা।

সূত্রের দাবি, মালদহে জাল নোট তৈরির ক্ষমতা এখন আগের তুলনায় অর্ধেকেরও বেশি কমেছে। তবে নতুন করে কাঁচামাল পাচারের চেষ্টা চলছে, যা সফল হলে আবার উৎপাদন বাড়তে পারে।

এদিকে, সীমান্ত দিয়ে ড্রোনের মাধ্যমে জাল নোট ঢোকানোর ঘটনাও বাড়ছে। গত মাসে সীমান্তরক্ষী বাহিনী ও অমৃতসর পুলিশ যৌথভাবে প্রায় ২.৫ লক্ষ টাকার জাল নোট উদ্ধার করে, যা 'ট্রায়াল রান' হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

সংস্থাগুলির মতে, এখন ছোট ছোট চালানে জাল নোট পাঠানো হচ্ছে, যা রাডার বা নজরদারি ব্যবস্থায় ধরা পড়া কঠিন। একই সঙ্গে বিভিন্ন নতুন পদ্ধতিও ব্যবহার করছে চক্রটি।

তদন্তকারীদের আশঙ্কা, এই জাল নোট চক্রের মূল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র অর্থনৈতিক ক্ষতি নয়, সন্ত্রাসমূলক কর্মকাণ্ডে অর্থ জোগান দেওয়াও।

নয়ডার শ্রমিক বিক্ষোভে সমর্থন রাহুল গান্ধী-র, "মজুরি বাড়ানো লোভ নয়, অধিকার"

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): নয়ডার শিল্পাঞ্চলের 'কম বেতনের' শ্রমিকদের চলমান বিক্ষোভে সরব সমর্থন জানালেন লোকসভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী। তিনি শ্রমিকদের দাবি 'লোভ নয়, তাদের ন্যায্য অধিকার' বলে মন্তব্য করেছেন।

নয়ডা ফেজ-২ এলাকায় শ্রমিক অসন্তোষের প্রেক্ষিতে কংগ্রেস নেতা বলেন, শ্রমিকদের বর্তমান বেতন মানদণ্ডের তুলনায় অনেক কম, যা পশ্চিম এশিয়ার চলমান সংঘাতের জেরে আরও চাপে পড়েছে।

সোমবার শতাধিক শিল্প শ্রমিক রাস্তায় নেমে 'অবাস্তব' কাজের পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান এবং ন্যূনতম মজুরি বৃদ্ধির দাবি তোলেন। তাঁদের দাবি, হরিয়ানায় সরকার যে হারে বেতন বৃদ্ধি করেছে, সেই অনুযায়ী নয়ডাতেও মজুরি বাড়াতে হবে। পরে বিক্ষোভ কিছু ক্ষেত্রে হিংসাত্মক হয়ে ওঠে, যার জেরে তীব্র যানজট সৃষ্টি হয় এবং কয়েকটি জায়গায় গাড়িতে আগুন ধরানোর ঘটনাও ঘটে।

ঘটনাকে 'শ্রমিকদের শেষ আর্তনাদ' বলে উল্লেখ করে রাহুল গান্ধী বলেন, "দেশের সেই শ্রমিকের কণ্ঠস্বর, যাকে বারবার উপেক্ষা করা হয়েছে, অবশেষে বিস্ফোরিত হয়েছে।"

তিনি বলেন, মহানগরের জীবনযাত্রার কঠোর বাস্তবতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে শ্রমিকদের বেতন হওয়া উচিত। বর্তমানে প্রায় ১২,০০০ টাকার মতো মাসিক আয়ে তাঁদের সংসার চালানো কঠিন হয়ে পড়ছে।

সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ তিনি লেখেন, "বেতন না বাড়া পর্যন্ত লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি তাঁদের জীবন দুর্বিষহ করে তুলছে, ঋণের বোঝায় ডুবিয়ে দিচ্ছে এটাই কি 'উন্নত ভারত'-এর বাস্তব চিত্র?"

পশ্চিম এশিয়ার যুদ্ধ পরিস্থিতির সঙ্গে শ্রমিকদের দুর্দশার যোগসূত্র টেনে তিনি বলেন, দৈনিক মজুরির শ্রমিকরাই এর সবচেয়ে বেশি প্রভাব ভোগ করছেন, তাই তাঁদের দাবি তোলা ন্যায্য।

সরকারের সমালোচনা করে তিনি বলেন, "যে শ্রমিক কোনও যুদ্ধের অংশ নয়, কোনও নীতি নির্ধারণ করেনি, সে শুধু কাজ করেছে। অথচ নিজের প্রাপ্য চাইলে তার উপর চাপ ও দমন নেমে আসে।"

তিনি আরও জানান, আন্দোলনরত প্রতিটি শ্রমিকের পাশে তিনি থাকবেন। তাঁর কথায়, "শ্রমিকরাই দেশের মেরুদণ্ড, অথচ শাসকরা তাঁদের বোঝা হিসেবে দেখছে।"

নয়ডার শ্রমিকদের ২০,০০০ টাকা ন্যূনতম মজুরির দাবিকে সমর্থন জানিয়ে তিনি বলেন, "এটা লোভ নয়, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার।"

কেন্দ্রের সাম্প্রতিক চারটি শ্রম কোড নিয়েও প্রশ্ন তোলেন কংগ্রেস নেতা। তাঁর দাবি, পর্যাপ্ত আলোচনা ছাড়াই ২০২৫ সালের নভেম্বর থেকে এই কোড কার্যকর করা হয়েছে, যার ফলে শ্রমিকদের কাজের সময় ১২ ঘণ্টা পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে।

মালদায় ভরসা কংগ্রেসের, তবে বহুমুখী লড়াইয়ে বিভক্ত হতে পারে বিজেপি-বিরোধী ভোট

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গের ২০২৬ বিধানসভা নির্বাচনের আগে মালদা জেলা থেকে প্রচার শুরু করে কংগ্রেস স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেএকসময়কার শক্ত ঘাঁটিতে ফের পা জমাতে চায় তারা। তবে রাজনৈতিক সমীকরণ বলছে, বহুমুখী লড়াইয়ে বিজেপি-বিরোধী ভোট ভাঙার সম্ভাবনাই বেশি।

লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী-র মালদা থেকে প্রচার শুরু করা কংগ্রেসের কৌশলগত পদক্ষেপ বলেই মনে করা হচ্ছে। একসময় কংগ্রেসের গড় হিসেবে পরিচিত এই জেলা গত এক দশকে দ্রুত রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়েছে।

এই প্রেক্ষিতে কংগ্রেস এখনও ভরসা রাখছে দলের প্রাক্তন শক্তিশালী নেতা আবু বরকত গনি খান চৌধুরী-র উত্তরাধিকারকে কেন্দ্র করে। 'বারকদা' নামে পরিচিত এই নেতা আজও মালদার মানুষের মনে গভীর প্রভাব রেখে গেছেন।

২০০৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পরও তাঁর পরিবার রাজনৈতিকভাবে প্রভাবশালী রয়ে গেছে। তাঁর ভাই আবু হাসেম খান চৌধুরী মালদহ দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্র থেকে একাধিকবার জিতেছেন। পরবর্তীতে তাঁর ছেলে ইশা খান চৌধুরীও সেই আসনে জয়ী হন। মালদহ উত্তর কেন্দ্রে তাঁর আত্মীয়া মৌসুম নূর ২০০৯ ও ২০১৪ সালে কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়ী হলেও পরে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দেন। ২০১৯ সালে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি)-র খগেন মুর্মুর কাছে পরাজিত হন। সম্প্রতি তিনি ফের কংগ্রেসে ফিরে এসেছেন এবং মালতিপুর বিধানসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হচ্ছেন।

বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মালদায় ত্রিমুখী বা বহুমুখী লড়াইয়ের সম্ভাবনা প্রবল। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস (তৃণমূল), কংগ্রেস এবং বিজেপি ছাড়াও বামফ্রন্ট-আইএসএফ জোট, অল ইন্ডিয়া মজলিস-ই-ইত্তেহাদুল মুসমীন (এআইএমআইএম) এবং জনতা উন্নয়ন পার্টিও লড়াইয়ে রয়েছে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই বহুমুখী লড়াই বিশেষ করে সংখ্যালঘু ভোটে বিভাজন ঘটাতে পারে, যার ফলে বিজেপি কিছুটা সুবিধা পেতে পারে।পরিসংখ্যান বলছে, ২০২৪ লোকসভা নির্বাচনে মালদা জেলার ১২টি বিধানসভা আসনের মধ্যে কংগ্রেস ও বিজেপি সমানভাবে ৬টি করে আসনে এগিয়ে ছিল, তৃণমূল কোনও আসনেই এগোতে পারেনি। তবে ২০২১ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলই এগিয়ে ছিল।২০১৬ সালে এই জেলায় কংগ্রেস ১২টির মধ্যে ৮টি আসন জিতেছিল, তৃণমূল পেয়েছিল ৩টি এবং বিজেপি ১টি।জেলার জনসংখ্যাগত বৈশিষ্ট্যও রাজনৈতিক সমীকরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। ২০১১ সালের জনগণনা অনুযায়ী, মালদায় মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৫১.২৭ শতাংশ এবং হিন্দু জনসংখ্যা প্রায় ৪৭.৯৯ শতাংশ।

উল্লেখ্য, প্রথম দফায় ২৩ এপ্রিল মালদায় ভোটগ্রহণ হবে এবং ৪ মে গণনা নির্ধারিত রয়েছে।

রাজস্থানে পলাতক মাদক পাচারকারীর ৫.৫ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

জয়পুর, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজস্থানের ঝালাওয়ার জেলায় 'অপারেশন দিব্য প্রহার ২.০'-এর আওতায় বড় পদক্ষেপ নিল পুলিশ। পলাতক মাদক পাচারকারী বাবলু তনওয়ার ও তাঁর সহযোগীদের প্রায় ৫.৫ কোটি টাকার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ফ্রিজ করা হয়েছে।

ঝালাওয়ার পুলিশের তরফে জানানো হয়েছে, অভিযুক্ত বাবলু তনওয়ার ঘাটোলি থানার পালখান্ডা এলাকার বাসিন্দা এবং বর্তমানে পলাতক। তাঁর মাথার উপর পুরস্কারও ঘোষণা করা রয়েছে।

জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ভগচন্দ মীনা জানান, মাদক চক্রের বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপ নিতে ২০২৬ সালের জানুয়ারিতে এই অভিযান শুরু করা হয়। শুধু মাদক পাচারকারীদের গ্রেফতার করাই নয়, বেআইনি ব্যবসা থেকে গড়ে ওঠা তাদের আর্থিক সাম্রাজ্য ভেঙে দেওয়াই এই অভিযানের মূল লক্ষ্য।

গত তিন মাসে এনডিপিএস আইন-এর অধীনে বাবলু তনওয়ারের বিরুদ্ধে বিস্তারিত প্রস্তাব তৈরি করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অনুমোদনের পর তাঁর বাড়ি, কৃষিজমি এবং বিভিন্ন যানবাহনসহ সম্পত্তি স্থায়ীভাবে ফ্রিজ করার নির্দেশ জারি করা হয়েছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে একই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। জেলা পুলিশ সুপারের দফতরের মোডাস অপারেন্ডি ব্যুরো শাখা তাঁর সম্পত্তির একটি গোপন ডাটাবেস তৈরি করে, যা ঘাটোলি থানার ওসিকে দেওয়া হয়।

এরপর সেই তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ দ্রুত পদক্ষেপ নিয়ে অবৈধ আয়ের সঙ্গে যুক্ত সম্পত্তি শনাক্ত করে।

জেলা শাসক অজয় সিং রাঠোড-এর নির্দেশে রাজস্ব ও পূর্ত দফতরের কর্মকর্তারা সম্পত্তির নথি যাচাই ও বাজারমূল্য নির্ধারণে সহায়তা করেন। তাঁদের রিপোর্টের ভিত্তিতে আইনি প্রক্রিয়া দ্রুত সম্পন্ন হয়।

ফলে বাবলু তনওয়ার ও তাঁর সহযোগীরা এখন এই সম্পত্তি বিক্রি বা ব্যবহার করতে পারবেন না। তবে পলাতক অভিযুক্তকে ধরতে পুলিশি তল্লাশি এখনও জারি রয়েছে।

আফগানিস্তানে যক্ষ্মা প্রতিরোধে শিশু টিকাকরণ কর্মসূচিতে ভারতের ভ্যাকসিন সহায়তা

কাবুল, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): আফগানিস্তানের শিশুদের যক্ষ্মা (টিবি) প্রতিরোধে টিকাকরণ কর্মসূচিকে শক্তিশালী করতে ১৩ টন বিসিজি ভ্যাকসিন ও সংশ্লিষ্ট উপকরণ পাঠাল ভারত।

ভারতের বিদেশ মন্ত্রক-এর মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ জানান, এই ভ্যাকসিন আফগানিস্তানের জনস্বাস্থ্য মন্ত্রকের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে, যাতে টিবি প্রতিরোধে শিশু টিকাকরণ কর্মসূচি আরও জোরদার হয়।

এর আগে, ৫ এপ্রিল সাম্প্রতিক বন্যা ও ভূমিকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত আফগানিস্তানের মানুষের জন্য মানবিক সহায়তা ও ত্রাণ সামগ্রী পাঠিয়েছিল ভারত। ওই সহায়তার মধ্যে ছিল রান্নার সামগ্রী, স্বাস্থ্যবিধি কিট, প্লাস্টিক শিট, ত্রিপল, স্লিপিং ব্যাগ-সহ বিভিন্ন প্রয়োজনীয় জিনিস।

মুখপাত্র জানান, কঠিন সময়ে আফগান জনগণের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে ভারত এবং ভবিষ্যতেও মানবিক সহায়তা অব্যাহত থাকবে।

এর আগে মার্চ মাসে কাবুলে একটি হাসপাতালে হামলায় আহতদের চিকিৎসার জন্য ভারত ২.৫ টন জরুরি ওষুধ, চিকিৎসা সরঞ্জাম ও কিট পাঠায়।

উল্লেখ্য, কাবুলের পুল-ই-চরখি এলাকায় অবস্থিত ওমিদ অ্যাডিকশন ট্রিটমেন্ট হাসপাতালে হামলায় বহু মানুষের মৃত্যু ও আহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছিল। এই হামলার তীব্র নিন্দা জানিয়ে ভারত একে "নৃশংস ও অগ্রহণযোগ্য" বলে অভিহিত করে।

ভারত জানায়, এই ধরনের হামলা শুধু বেসামরিক মানুষের উপর আঘাত নয়, আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্বের উপরও সরাসরি আক্রমণ এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি। আইএএনএস

পশ্চিম এশিয়া পরিস্থিতি ও হরমুজ প্রণালী নিয়ে আলোচনা এস জয়শঙ্কর-এর সঙ্গে ইসরায়েলি বিদেশমন্ত্রীর

তেল আভিভ/নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিম এশিয়ার ক্রমবর্ধমান উত্তেজনা এবং কৌশলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ হরমুজ প্রণালী নিয়ে ফোনে আলোচনা করলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর এবং ইসরায়েলের বিদেশমন্ত্রী গিডিয়ন সা'র।

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ জয়শঙ্কর জানান, "আজ বিকেলে ইসরায়েলের বিদেশমন্ত্রী গিডিয়ন সা'র-এর সঙ্গে টেলিফোনে কথা হয়েছে। আলোচনায় পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতির বিভিন্ন দিক উঠে এসেছে।"

ইসরায়েলি বিদেশমন্ত্রী জানান, আলোচনায় ইরান প্রসঙ্গও উঠে আসে। তিনি বলেন, ইরান যাতে পারমাণবিক অস্ত্র অর্জন করতে না পারে, সে জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কঠোর অবস্থান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরও অভিযোগ করেন, হরমুজ প্রণালীতে নৌ চলাচলের স্বাধীনতা ব্যাহত করার মাধ্যমে ইরান বিশ্ব অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে এবং এই পরিস্থিতি মোকাবিলায় পদক্ষেপ নেওয়া জরুরি।

উল্লেখ্য, হরমুজ প্রণালী পারস্য উপসাগরকে ওমান উপসাগর ও আরব সাগরের সঙ্গে যুক্ত করে এবং এটি বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ তেল পরিবহণ পথবিশ্বের প্রায় এক-পঞ্চমাংশ তেল এই পথ দিয়ে পরিবাহিত হয়।

এই আলোচনা এমন সময়ে হল, যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইরানের মধ্যে পারমাণবিক চুক্তি সংক্রান্ত আলোচনা কোনও সমঝোতায় পৌঁছাতে পারেনি এবং অঞ্চলে নিরাপত্তা পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।

গত কয়েক সপ্তাহ ধরে এস জয়শঙ্কর বিভিন্ন দেশের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন। সোমবার তিনি কুয়েতের বিদেশমন্ত্রী শেখ জাররাহ জাবের আল-আহমদ আল-সাবাহ-এর সঙ্গে কথাও বলেন, যেখানে পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি ও ভারতীয় সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে আলোচনা হয়।

এর আগে ১১-১২ এপ্রিল সংযুক্ত আরব আমিরশাহিতে সরকারি সফরে গিয়ে তিনি রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি-র শুভেচ্ছা পৌঁছে দেন। বৈঠকে পশ্চিম এশিয়ার সংঘাতের সময় ভারতীয়দের সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্য সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে ধন্যবাদ জানান তিনি।

জাতীয় সড়কে অতিরিক্ত বোঝাই গাড়ির ফি নিয়ে নতুন নিয়ম জারি, আজ থেকে কার্যকর

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): জাতীয় সড়কে অতিরিক্ত বোঝাই গাড়ির উপর ফি নির্ধারণ ও আদায়ে নতুন নিয়ম জারি করল সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক মন্ত্রক। 'ন্যাশনাল হাইওয়েজ ফি (ডিটারমিনেশন অব রেটস অ্যান্ড কালেকশন) চতুর্থ সংশোধনী বিধি, ২০২৬' নামে এই সংশোধিত নিয়ম ১৫ এপ্রিল ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে।

নতুন বিধির মূল লক্ষ্য হল নির্ধারিত বোঝাই সীমা মেনে চলা নিশ্চিত করা, সড়ক নিরাপত্তা বৃদ্ধি করা এবং মহাসড়কের পরিকাঠামো রক্ষা করা।

সংশোধিত ফি কাঠামো অনুযায়ী ১০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত বোঝাই থাকলে কোনও অতিরিক্ত ফি নেওয়া হবে না, ১০ শতাংশের বেশি থেকে ৪০ শতাংশ পর্যন্ত অতিরিক্ত বোঝাই হলে বেস রেটের দ্বিগুণ ফি ধার্য হবে, ৪০ শতাংশের বেশি বোঝাই হলে বেস রেটের চারগুণ ফি দিতে হবে।

নিয়মে বলা হয়েছে, টোল প্লাজায় স্থাপিত স্বীকৃত ওজন মাপার যন্ত্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত বোঝাই নির্ধারণ করা হবে। তবে যেখানে এই ধরনের যন্ত্র নেই, সেখানে অতিরিক্ত বোঝাইয়ের ফি নেওয়া যাবে না।

অতিরিক্ত বোঝাই সংক্রান্ত ফি শুধুমাত্র ফাস্টট্যাগ-এর মাধ্যমে আদায় করা হবে। সংশ্লিষ্ট গাড়ির তথ্য জাতীয় যানবাহন নিবন্ধন ব্যবস্থা বাহন-এ নথিভুক্ত করা হবে।

যে সমস্ত গাড়ির বৈধ ফাস্টট্যাগ নেই, তাদের ক্ষেত্রে বিদ্যমান নিয়ম অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে। এছাড়া, পূর্বে বেসরকারি বিনিয়োগে নির্মিত কিছু প্রকল্পে এই নতুন নিয়ম তখনই প্রযোজ্য হবে, যদি সংশ্লিষ্ট কনসেশনেয়াররা তা গ্রহণ করে।

নিয়মে বিভিন্ন শ্রেণির গাড়ির ক্ষেত্রে কীভাবে অতিরিক্ত ফি গণনা করা হবে, তার বিস্তারিত উদাহরণও দেওয়া হয়েছে, যাতে বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা বজায় থাকে।

সরকারের আশা, এই নতুন নিয়ম চালুর ফলে অতিরিক্ত বোঝাই কমবে, সড়কের ক্ষয়ক্ষতি হ্রাস পাবে এবং পণ্য পরিবহণ আরও নিরাপদ ও কার্যকর হবে। পাশাপাশি 'ওয়েই-ইন-মোশন' প্রযুক্তির সঙ্গে সমন্বয় রেখে নজরদারি আরও জোরদার করা হবে।

সদভাবনা সামাজিক সংস্থার উদ্যোগে রাধাগোবিন্দ বৃদ্ধাশ্রমে বস্ত্র বিতরণ। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম

হরেকরকম হরেকরকম

কোন বয়স থেকে সচেতন থাকবেন মহিলারা হার্ট অ্যাটাক থেকে

পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি দ্বিগুণ বেশি। ইন্ডিয়ান হার্ট অ্যাসোসিয়েশনের ২০২০-২১ সালের রিপোর্ট বলছে, সে বছর দেশে হার্টের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকে মৃত্যুর সংখ্যাই বেশি ছিল। এমন আরও গবেষণা রয়েছে, যেখানে দেখা গিয়েছে, মহিলাদের মধ্যে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি বেশি। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যায়, মহিলারা হৃদরোগের উপসর্গগুলো এড়িয়ে যান। বুকে চিনচিনে ভাব থেকে হাই ব্লাড প্রেশারহার্টের সমস্যা নিয়ে খুব সচেতন নন তাঁরা। অথচ এই অবহেলাই তাঁদেরকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয়।

মহিলাদের মধ্যে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেশি কেন?--- মেনোপজের পরে নারীদেহে ইস্ট্রোজেন হরমোনের ক্ষরণ কমে যায়। এই হরমোন রোগ প্রতিরোধের কাজ করে। কিন্তু এই হরমোনের নিঃসরণ কমে গেলে হৃদরোগের ঝুঁকিও বাড়ে। ইস্ট্রোজেন হরমোনের নিঃসরণ বন্ধ হয়ে গেলে উচ্চ রক্তচাপ, কোলেস্টেরল সমস্যা এবং ডায়াবিটিসের মতো একাধিক ক্রনিক অসুখ হানা দেয়। এই রোগগুলোর জেরেও রক্তনালি সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং হৃদরোগের ঝুঁকি বাড়ে। মহিলাদের মধ্যে হৃদরোগের ঝুঁকি বৃদ্ধির অন্যতম কারণ হলো মানসিক চাপ। দীর্ঘ দিনের মানসিক চাপ, রাতের পর রাত ঘুম না হওয়া ইত্যাদি বিষয়গুলোও হার্টকে দুর্বল করে তোলে।

মহিলারা কোন কোন উপসর্গ এড়িয়ে যাবেন না?--- উপসর্গগুলো এড়িয়ে যাওয়ার কারণেই বিপদ ঘটে। উপসর্গ চিনে রাখলে সময় থাকলে বিপদ এড়ানো যায়। তাই প্রাথমিক উপসর্গগুলো চিনে রাখুন। হঠাৎ করে বুকে চাপ অনুভব করা বুকের মাঝখানে দমবন্ধ করা ব্যথা বুকে অস্বস্তি বা চিনচিনে ভাব বাঁ হাতে ব্যথা --- চোয়াল এবং ঘাড়ে ব্যথা পিঠে ব্যথা, বিশেষ করে দু'কাঁধের মাঝখানে

লাইফস্টাইল বজায় রেখে কি হার্ট অ্যাটাক এড়ানো সম্ভব? সাধারণত হেলদি লাইফস্টাইল মেনে চললে হার্ট অ্যাটাক এড়ানো যায়। সুষম আহার, শরীরচর্চা, পর্যাপ্ত ঘুম, স্ট্রেস কমানোএমন ছোট ছোট বিষয়গুলোই সুস্থ থাকতে সাহায্য করে।

কিন্তু মেনোপজের পরে হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকি বেড়ে যায়। এই সময়ে শুধু হেলদি লাইফস্টাইল মেনে চলা যথেষ্ট নয়। নিয়মিত চেকআপ করাতে হবে। কোলেস্টেরল, সুগার, প্রেশার স্বাভাবিক আছে কি না, দেখতে হবে। তাই মেনোপজের দোরগোড়ায় পৌঁছলে আরও বেশি করে সচেতন থাকুন।

নিত্যনতুন প্রসাধনীর চাপে ত্বক হয়ে উঠছে স্পর্শকাতর

প্রসাধনী দ্রব্যের ছড়াছড়ি। কোনওটা ত্বক এক্সফোলিয়েট করে, আবার কোনওটা আর্দ্রতা জোগায়। কোনওটা শুধু চোখের তলায় মাখা যায়, আবার কোনও পণ্য শুধু ঠোঁটের জন্য। বেশিরভাগ প্রসাধনীই ত্বকের উপরিতলে প্রয়োগ করা হয়। আর ওখানেই থাকে ত্বকের উপরে সুরক্ষামূলক স্তর। যে স্তর ত্বককে ক্ষতিকর উপাদান, দূষণ, ব্যাকটেরিয়া ইত্যাদির হাত থেকে বাঁচায়। এই স্তর যদি কোনও ভাবে আঘাত পায় বা নষ্ট হয়ে যায়, তখনই ত্বকেরও সমস্যা বাড়তে থাকে। এটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে ত্বক সংবেদনশীল হয়ে পড়ে এবং নানা সমস্যার ঝুঁকি বাড়ে। কোন কোন কারণে ত্বকের সুরক্ষামূলক স্তর নষ্ট হয়ে যায়?

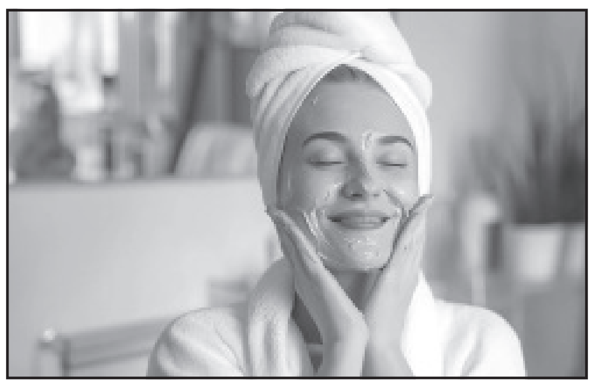

অত্যধিক পরিমাণে প্রসাধনী ব্যবহার নামীদামি পণ্য ব্যবহার করতে গিয়েও ত্বকের বারোটা বাজে। চারিদিকে এত রকমের প্রসাধনী, কোনটা ছেড়ে কোনটা মাখা উচিত, সেটাই অনেকে বুঝতে পারেন না। বাজারে নতুন পণ্য এলেই সেটাই মাখা শুরু করে দেন। তা ছাড়া এক্সফোলিয়েটিং অ্যাসিড, রেটিনয়েড, ভিটামিন সিএত প্রসাধনীর ভিড়ে ত্বকের জন্য কোনটা উপযুক্ত সেটাই অনেকেই বুঝতে পারেন না। আর এত রকম প্রসাধনী মাখতে গিয়েই ত্বক সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। ত্বকের প্রাকৃতিক তেলের স্তর একেবারে নষ্ট হয়ে যায়। ঘন ঘন মুখ ধোয়াগরমকাল এলেই ঘন ঘন মুখ ধোয়ার প্রবণতা বাড়ে। শুধু জল দিয়ে নয়, রীতিমতো ক্লিনজার, ফেসওয়াশ দিয়ে মুখ পরিষ্কার করেন। এ ছাড়া সপ্তাহে ২-৩ বারের বেশি স্ক্রাব ব্যবহার করেন। অনেকক্ষণ করে ত্বকে স্ক্রাবার বা ফেসওয়াশ ঘষতে থাকেন। এই অভ্যাসের জেরে ত্বক শুষ্ক এবং সংবেদনশীল হয়ে যায়। ব্রেকআউটের সমস্যা বাড়ে।

সমান দায়ী পরিবেশ দূষণ রোদ, মোবাইল-ল্যাপটপের নীলচে আলো, ধুলো-ধোঁয়ায় ত্বকের অবস্থা বেহাল হয়ে যায়। দিনের পর দিন এমন অবস্থায় থাকতে থাকতে ত্বকে প্রদাহ বাড়তে থাকে এবং ত্বক সংবেদনশীল হয়ে পড়ে। যে কারণে চিকিৎসকেরা বলেন, ইউভি রশ্মির হাত থেকে বাঁচতে সানস্ক্রিন মাখা জরুরি। তার সঙ্গে স্ক্রিনটাইম কমানোও দরকার।

এই সমস্যা এড়াবেন কী ভাবে?

পাঁচ রকমের প্রসাধনী ব্যবহার না করে, এক ধরনের উপাদান বেছে নিন, যা ত্বকের জন্য উপযুক্ত। ত্বকের উপর কোনও রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবেন না। বরং, চিকিৎসকের পরামর্শ মেনে স্কিন কেয়ার প্রডাক্ট বেছে নিন। পাশাপাশি ঘন ঘন প্রডাক্ট বদলাবেন না। এ ছাড়া ডায়েট ও হাইড্রেশনের উপর নজর দেবেন।

গরমে টক হবে না দই, কড়কড়ে পনিরও হবে তুলতুলে! হেঁশেলের জাদুকরী টিপস

গরমের দিনে দই বেশিক্ষণ বাইরে থাকলেই তা অতিরিক্ত টক হয়ে যায়, ফলে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। দইয়ের স্বাদ ও মিষ্টতা বজায় রাখতে একটি ছোট নারকেলের টুকরো দইয়ের পাত্রে ফেলে রাখুন। এটি দইকে দীর্ঘক্ষণ টাটকা রাখবে এবং টক হতে দেবে না।

গরমের দিনে রান্নাঘরের ছোট ছোট সমস্যা মাঝেমধ্যেই বড় মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিশেষ করে দুগ্ধজাত খাবার নষ্ট হওয়া বা কড়াইতে খাবার লেগে যাওয়ার মতো বিড়ম্বনা তো লেগেই আছে। এই সমস্যাগুলো থেকে মুক্তি পেতে এবং রান্নার পরিশ্রম কমাতে কিছু কার্যকরী ঘরোয়া পদ্ধতি রয়েছে। গরমের দিনে দই বেশিক্ষণ বাইরে থাকলেই তা অতিরিক্ত টক হয়ে যায়, ফলে খাওয়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে। দইয়ের স্বাদ ও মিষ্টতা বজায় রাখতে একটি ছোট নারকেলের টুকরো দইয়ের পাত্রে ফেলে রাখুন। এটি দইকে দীর্ঘক্ষণ টাটকা রাখবে এবং টক হতে দেবে না অনেক সময় ফ্রিজে রাখা পনির রান্নার পর রাবারের মতো শক্ত বা ছিবড়ে হয়ে যায়। এই সমস্যা এড়াতে রান্নার কিছু সময় আগে পনিরের টুকরোগুলোকে হালকা গরম নুন-জলে ভিজিয়ে রাখুন। এতে পনির একদম তুলতুলে হবে এবং রান্নার মশলাও ভেতরে ভালোভাবে ঢুকবে।

রান্না করতে গিয়ে কড়াইয়ের তলা পুড়ে যাওয়া খুব সাধারণ সমস্যা। এটি ঘষে পরিষ্কার করা অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। তবে কড়াইতে কিছুটা জল এবং বেকিং সোডা দিয়ে কিছুক্ষণ ফুটিয়ে নিন। দেখবেন পোড়া অংশগুলো আলগা হয়ে উঠে আসছে। এরপর সাধারণভাবেই ধুয়ে ফেললে কড়াই নতুনের মতো ঝকঝকে হয়ে যাবে। লঙ্কা কাটার পর অনেকেরই হাতের আঙুল বা তালু জ্বালা করে। এই জ্বালাভাব এড়াতে লঙ্কা কাটার আগেই হাতে সামান্য সরষের তেল বা দই মেখে নিতে পারেন। এটি হাতে একটি সুরক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করবে এবং লঙ্কার ঝাল সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে আসতে দেবে না। অসাবধানতাবশত অনেক সময় তরকারিতে বেশি তেল পড়ে যায়। এই বাড়তি তেল সরাতে তরকারির মধ্যে দুই-তিনটি বরফের টুকরো ফেলে দিন। বরফ তেলের সান্নিধ্যে এলে তেলের ওপরের স্তরটি জমাট বেঁধে যায়।

গরমের আগেই নিন প্রস্তুতি নিজেকে সুস্থ রাখাতে

ড. কিরণ গুপ্তের মতে, সকালে খালি পেটে হালকা গরম জলে সামান্য লেবুর রস এবং এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে খেলে শরীর ভেতর থেকে শুদ্ধ হয়। এছাড়া ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে ডাব বা নারকেলের জল অত্যন্ত উপকারী। তবে ডায়েটিশিয়ান সুরভি পারীকের মতে, যাঁদের গ্যাস বা মারাত্মক অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে, তাঁদের খালি পেটে ডাবের জল এড়িয়ে চলাই ভালো।

আয়ুর্বেদ শাস্ত্র অনুযায়ী, শরীরকে সুস্থ রাখতে গেলে বাত, কফ এবং পিত্তএই তিন দোষের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখা অত্যন্ত জরুরি। গরমের মরসুমে মূলত পিত্ত দোষের প্রাবল্য দেখা যায়। যার মতে, যাঁদের গ্যাস বা মারাত্মক অ্যাসিডিটির সমস্যা আছে, তাঁদের খালি পেটে ডাবের জল এড়িয়ে চলাই ভালো।

তীব্র গরমে মশলাদার বা তেল-ঝাল খাবার আপনার শরীরের তাপমাত্রা বাড়িয়ে দিতে পারে। আয়ুর্বেদ বলছে, এই সময়ে এমন খাবার বেছে নেওয়া উচিত যা মরসুমি এবং সহজে হজম হয়। গরমের দিনে মুগ ডাল পেটের জন্য আশীর্বাদ স্বরূপ। বেশি করে মরসুমি ফল ও সবজি ডায়েটে রাখুন, যা প্রাকৃতিকভাবেই শরীরকে ঠান্ডা রাখবে।

গরমের দিনে শরীরের অভ্যন্তরীণ সিস্টেমকে শীতল রাখতে শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম বা ব্রিদিং এক্সারসাইজ জাদুর মতো কাজ

জেরে বদহজম, অ্যাসিডিটি, বমি ভাব বা পেটের গণ্ডগোল লেগেই থাকে। এই সমস্যাগুলি এড়াতে আজ থেকেই জীবনযাত্রায় নিয়ে আসুন সামান্য কিছু পরিবর্তন।

দিনের শুরুটা হওয়া চাই পর্যাপ্ত জল দিয়ে। জয়পুরের আয়ুর্বেদ বিশেষজ্ঞ ড. কিরণ গুপ্তের মতে, সকালে খালি পেটে হালকা গরম জলে সামান্য লেবুর রস এবং এক চিমটি হলুদ মিশিয়ে খেলে শরীর ভেতর থেকে শুদ্ধ হয়। এছাড়া ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় রাখতে ডাব বা নারকেলের জল অত্যন্ত উপকারী। তবে ডায়েটিশিয়ান সুরভি পারীকের করে। বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রাণায়াম শরীরকে ঠান্ডা রাখার জন্য সেরা। এছাড়া 'অনুলোম-বিলোম' শরীরের ভারসাম্য বজায় রাখে। প্রতিদিন অন্তত ১০ মিনিট এই অভ্যাস করলে কেবল শারীরিক নয়, মানসিক স্বাস্থ্যও ভালো থাকে। শরীরকে সচল রাখতে প্রতিদিন 'বালাসন' করারও পরামর্শ দিচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা। গরম আসার আগেই যদি আপনি এই আয়ুর্বেদিক পদ্ধতিগুলো অভ্যেস করতে শুরু করেন, তবে হিটওয়েভ বা প্রবল দাবদাহের মধ্যেও আপনি থাকবেন সতেজ ও রোগমুক্ত।

পায়ের ওপর পা তুলে বসা কি সত্যিই ক্ষতিকর

'ক্রস লেগ' পজিশন নিয়ে অনেককেই সতর্ক করতে শোনা যায়। বলা হয়, এভাবে বসলে শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা হয় কিংবা ভেরিকোজ ভেইনস-এর মতো জটিলতা দেখা দেয়। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের মতামতে উঠে আসছে অন্য এক সত্য।

বসার ভঙ্গিমা নিয়ে আমাদের সমাজে নানা বিধিনিষেধ প্রচলিত আছে। বিশেষ করে এক পায়ের ওপর অন্য পা তুলে বসা বা 'ক্রস লেগ' পজিশন নিয়ে অনেককেই সতর্ক করতে শোনা যায়। বলা হয়, এভাবে বসলে শিরদাঁড়া বেঁকে যায়, রক্ত সঞ্চালনে সমস্যা হয় কিংবা ভেরিকোজ ভেইনস-এর মতো জটিলতা দেখা দেয়। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণা ও বিশেষজ্ঞদের মতামতে উঠে আসছে অন্য এক সত্য।

এ কথা ঠিক যে, এক পায়ের ওপর অন্য পা তুলে বসলে স্নায়ুর ওপর কিছুটা চাপ পড়ে। যার ফলে সাময়িকভাবে পায়ে ঝিঁঝিঁ ধরা, অবশ ভাব বা হালকা ফোলাভাব দেখা দিতে পারে। তবে এটি দীর্ঘস্থায়ী কোনও ক্ষতির কারণ কি না, তা নিয়ে যথেষ্ট দ্বিমত রয়েছে। বিজ্ঞানীরা বলছেন, পায়ের ওপর পা তুলে বসা মানেই শরীর খারাপ হওয়াএমন দাবির সপক্ষে জোরালো কোনও বৈজ্ঞানিক প্রমাণ মেলেনি।

অনেকেই মনে করেন ক্রস লেগ পজিশন মানেই 'ভুল ভঙ্গিমা'। কিন্তু আধুনিক চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে, মানুষের শিরদাঁড়া যথেষ্ট মজবুত এবং নমনীয়। এটি বিভিন্ন ধরনের শারীরিক ভঙ্গি অনায়াসেই সহ্য করতে পারে। পিঠ বা কোমরের ব্যথার জন্য কেবল বসার ভঙ্গিমা দায়ী নয়; বরং দীর্ঘক্ষণ নড়াচড়া না করে একইভাবে বসে থাকাই আসল সমস্যা। শরীর যখন একঘেয়েমি অনুভব করে, তখনই সে ব্যথার মাধ্যমে সংকেত দেয় যে এবার ভঙ্গি বদলানো প্রয়োজন। সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নামা, দৌড়ানো বা ওজন তোলার সময় আমাদের হাঁটু ও হিপ জয়েন্ট যে পরিমাণ চাপ সহ্য করে, তার তুলনায় পায়ের ওপর পা তুলে বসার চাপ অতি সামান্য। তাই অল্প সময়ের জন্য এভাবে বসলে জয়েন্টের স্থায়ী কোনও ক্ষতি হয় না বললেই চলে। শিরা ফুলে যাওয়ার সমস্যা বা ভেরিকোজ ভেইনস-এর জন্য অনেকেই ক্রস লেগ পজিশনকে দায়ী করেন। তবে চিকিৎসকদের মতে, এই সমস্যার মূল কারণ হল শিরার ভালভ ঠিকমতো কাজ না করা। এর পেছনে মূলত বয়স, বংশগতি, স্থূলতা, গর্ভাবস্থা বা দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার মতো কারণগুলো বেশি দায়ী। শুধুমাত্র বসে থাকার ভঙ্গিমা এই রোগ সৃষ্টি করে না।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ হল, আপনি যেভাবেই বসুন না কেন, দীর্ঘ সময় ধরে একই ভঙ্গিতে বসে থাকবেন না। শরীরের রক্ত সঞ্চালন সচল রাখতে এবং পেশির উপর ক্রমাগত চাপ কমাতে মাঝেমধ্যেই বসার পজিশন বদলান। প্রয়োজনে কাজ চলাকালীন অল্প বিরতি নিয়ে একটু হেঁটে নিন। পরিশেষে বলা যায়, যদি পায়ের ওপর পা তুলে বসলে আপনি আরাম বোধ করেন, তবে অযথা দুশ্চিন্তার কারণ নেই। শরীরকে সচল রাখা এবং নিয়মিত বিরতিতে ভঙ্গি পরিবর্তন করাই সুস্থ থাকার আসল চাবিকাঠি।

বয়স বাড়লেও চামড়ায় ভাঁজ পড়বে না, রোজ খান এই সাধারণ খাবার

ত্বকের জেল্লা, তারুণ্য ধরে রাখতে, চামড়া টানটান রাখতে কোলাজেনের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই প্রোটিন ত্বক ও চুলের স্বাস্থ্য বজায় রাখতে সাহায্য করে। এর গুরুত্ব বোঝার পরে মানুষজন কোলাজেন পাউডার, ড্রিঙ্কস খাওয়াও শুরু করে দিয়েছেন। সোশ্যাল মিডিয়া ও ইনফ্লুয়েন্সরদের হাত ধরে রমরমিয়ে ব্যবসা হচ্ছে কোলাজেন প্রডাক্টগুলোর। কিন্তু ত্বক ভালো রাখলে বাজারচলতি এ সব ওয়েলনেস প্রডাক্টের সাহায্য নেওয়ার দরকার নেই। বরং, ৫ ধরনের খাবার রোজ খেলেই ত্বক নিখুঁত থাকবে।

টম্যাটো রাখুন রোজের পাতে

ত্বকের জেল্লা বাড়াতে কাঁচা টম্যাটোর জুড়ি মেলা ভার। টম্যাটোর মধ্যে লাইকোপেন রয়েছে, যা এক ধরনের শক্তিশালী অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট। এটি ইউভি রশ্মির হাত থেকে ত্বককে সুরক্ষিত রাখে। তা ছাড়া নিয়মিত টম্যাটো খেলে ব্রণ ও দাগছোপের হাত থেকেও মুক্তি পাওয়া যায়।

কোলাজেন বাড়ায় বাদাম ও বীজ

আখরোট, আমন্ড, কাজু, চিয়া সিড, ফ্ল্যাক্স সিডস, কুমড়োর দানা ইত্যাদি স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এই ধরনের বাদাম ও বীজে ভিটামিন ই, জিঙ্ক, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের মতো পুষ্টি রয়েছে, যা ত্বকের যত্ন নেয়। এগুলো কোলাজেনকে ভাঙতে দেয় না এবং ত্বককে ক্ষয়ের হাত থেকে সুরক্ষিত রাখে।

ভিটামিন সি-তে ভরপুর ফল ও সব্জি ভিটামিন সি কোলাজেন গঠন বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এই ভিটামিন ফ্রি র‌্যাডিকেলের সঙ্গে লড়াই করে এবং কোলাজেনকে ভাঙতে দেয় না। এর জেরে ত্বকের জেল্লা অটুট থাকে। আমলকি, কমলালেবু, পাতিলেবু, বেলপেপার, ব্রকোলি ইত্যাদি ফল ও সব্জিতে ভরপুর মাত্রায় ভিটামিন সি পাওয়া যায়।

পুষ্টিতে ভরপুর শাক— ত্বক ভালো রাখতে হলে দুপুরের পাতে শাক রাখা দরকার। শাকের মধ্যে ক্লোরোফিল নামের উপাদান রয়েছে, কোলাজেন গঠনে সাহায্য করে। তা ছাড়া শাকের মধ্যে আয়রন রয়েছে, যা ত্বকে রক্ত ও অক্সিজেন সঞ্চালন বাড়াতে সাহায্য করে। যে কোনও ধরনের শাক খেলেই ত্বকের সমস্যা থেকে মুক্তি পাবেন।

ত্বকের যত্ন নেয় বেরিজাতীয় ফল স্ট্রবেরি, ব্লুবেরি, র‌্যাশবেরির মতো অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট সমৃদ্ধ ফলও কোলাজেন গঠন সাহায্য করে। এই ধরনের ফল প্রদাহ প্রতিরোধ করে এবং ত্বকের টেক্সচার উন্নত করে। টকদই, ওটস, স্মুদি ইত্যাদি খেবারের সঙ্গে বেরিজাতীয় ফল রাখতে পারেন।

দাগছোপ কমাতে কি একাই আলুই যথেষ্ট? কে জানত একদিন আলুই ত্বকের সমস্যার সমাধান হয়ে উঠবে! স্কিন কেয়ারে প্রাকৃতিক উপায়ের কদর বরাবরই ছিল। কিন্তু সেখানে আলুর স্থান ছিল না কোনও কালেই। তবে আজকাল ত্বকের যত্নে এই আনাজেরই চাহিদা বেশি। আসলে আলুর মধ্যে ভিটামিন সি, বি-কমপ্লেক্স ভিটামিন, পটাশিয়াম এবং অ্যান্টিঅক্সিডেন্টের মতো উপাদান রয়েছে। এগুলো ত্বকের একাধিক সমস্যা দূর করতে সাহায্য করে। তা ছাড়া আলু ব্যবহারে কোনও পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। এটি সহজলভ্য এবং দৈনন্দিন স্কিন কেয়ার রুটিনে সহজেই রাখা যায়।

দাগছোপ দূর করে আলুর রস

আলুর রসকে অনেকেই স্কিন ব্রাইটনার হিসেবে ব্যবহার করেন। এটি ত্বকের পিগমেন্টেশন, ট্যান, ডার্ক স্পট এবং স্ট্রেচ মার্ক হালকা করতে সাহায্য করে। আলুতে থাকা ভিটামিন সি কোলাজেন উৎপাদনে সহায়তা করে, যা চামড়াকে টানটান ও উজ্জ্বল রাখে। নিয়মিত ব্যবহারে ত্বক আরও উজ্জ্বল, মসৃণ এবং সতেজ হয়ে উঠে। কমায় চোখের নীচের কালো দাগ— ঘুমের অভাব, মানসিক চাপ বা দীর্ঘ সময় স্ক্রিনের সামনে বসে কাজ করার কারণে অনেকের চোখের নীচে কালো দাগ বা ফোলাভাব দেখা দেয়। আলুর রসের শীতল ও প্রশান্তিদায়ক প্রভাব ক্লান্ত চোখে আরাম এনে দেয়। তুলোর বলে সামান্য আলুর রস নিয়ে চোখের নীচে ১০---১৫ মিনিট লাগিয়ে রাখুন। এতে ত্বক সতেজ দেখাবে এবং ডার্ক সার্কেল দূর হবে।

ব্রণ ও তৈলাক্ত ভাব নিয়ন্ত্রণ করে

যাঁদের তৈলাক্ত ত্বক, তাঁরাও আলুর রস মাখতে পারেন। এটি ত্বকে অতিরিক্ত তেল উৎপাদন নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। পাশাপাশি রোমকূপের মুখগুলো পরিষ্কার রাখে। এর জেরে ব্রণ হওয়ার ঝুঁকি কমে। ত্বক অনেক বেশি সতেজ দেখায়। কী ভাবে মাখবেন? একটা আলু নিয়ে গ্রেটার কুড়ে নিন বা পেস্ট করে নিন। তার পরে আলুর রস ছেঁকে নিন। এই আলুর রস সরাসরি মুখে মাখতে পারেন।

পায়ের পাতা ও গোড়ালির কালো ছোপ দূর করবেন কী ভাবে?

পায়ের পাতা ও গোড়ালির কালো ছোপ দূর করবেন কী ভাবে?

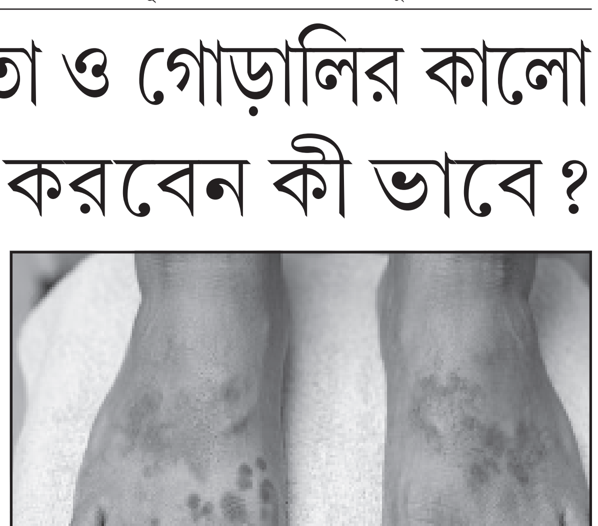

কাজে লাগান টম্যাটোর রস

টম্যাটোর মধ্যে ভিটামিন সি রয়েছে, যা দাগছোপ পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। টম্যাটোর রসের সঙ্গে দুধের সর মিশিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। দুধের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে, যা ত্বক এক্সফোলিয়েট করতে সাহায্য করে। ২ চামচ দুধের সরের সঙ্গে ১ চামচ টম্যাটোর রস মিশিয়ে নিন। এই মিশ্রণটি পায়ে মেখে নিন। আধ ঘণ্টা পরে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ দিন এটা ব্যবহার করতে পারেন।

স্নানের আগে এই কাজ করুন

বাড়ি ফিরেই সাবান দিয়ে হাত-পা পরিষ্কার করেন। কিন্তু তার পরেও পায়ে অজস্র মৃত কোষ ও ময়লা জমে থাকে। তাই স্নানের আগে পায়ে টকদই মেখে নিন। টকদইয়ের মধ্যে ল্যাকটিক অ্যাসিড রয়েছে, যা মৃত কোষের স্তর পরিষ্কার করে দেয়। পায়ে টকদই মেখে ১০ মিনিট বসে থাকুন। তার পরে স্নান সেরে নিন। টানা ১ মাস এই নিয়ম মানলে কালো ছোপ ধীরে ধীরে দূর হয়ে যাবে। পা ধোয়ার পরে এটি মাখুন স্নানের পর বা পা ধোয়ার পরে ময়েশ্চারাইজার মাখা জরুরি। তবে ময়েশ্চারাইজারের সঙ্গে অ্যালোভেরা জেল মিশিয়ে মাখলে ভালো উপকার মেলে। অ্যালোভেরা জেল ত্বকের আর্দ্রতা ধরে রাখার পাশাপাশি কালচে ছোপ দূর করে দেয়। সময় বাঁচাতে পারে বেকিং সোডা বেকিং সোডা শুধু রান্নাঘরেই কাজে আসে না। ত্বকের কড়া দাগ তুলতেও এই উপাদান দারুণ উপযোগী। সমান পরিমাণ বেকিং সোডা এবং জল একসঙ্গে মিশিয়ে নিন। মিশ্রণটি স্নানের আগে পায়ে মেখে নিন। মিনিট পনেরো রেখে পা ধুয়ে নিন। সপ্তাহে দু'দিন এই কাজ করলেই দেখবেন কালচে দাগ উঠে গিয়েছে। দাগছোপ তুলে দিতে পারে হলুদও হলুদ গুঁড়োর সঙ্গে অলিভ অয়েল মিশিয়ে নিন। পায়ে এই পেস্টটা লাগিয়ে নিন। ১০ মিনিট রেখে ধুয়ে ফেলুন। সপ্তাহে ২-৩ দিন এই মিশ্রণটি ব্যবহার করলেই দাগ দূর যাবে।

সংবিধানের ভিত্তিতেই শক্তিশালী ভারতের গণতন্ত্র মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল

মুম্বই, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): সংবিধান শুধু একটি আইনি দলিল নয়, বরং এটি সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী হাতিয়ারএমনটাই মন্তব্য করলেন মহারাষ্ট্রের রাজ্যপাল জিষ্ণু দেব বর্মা।

মঙ্গলবার দাদরের চৈত্যভূমি-তে বি. আর. আম্বেদকর-এর ১৩৫তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে শ্রদ্ধা জানাতে গিয়ে তিনি বলেন, আম্বেদকরের চিন্তাধারা সমাজের বঞ্চিত ও দুর্বল অংশকে আত্মমর্যাদা, সমান সুযোগ এবং ন্যায়ের পথ দেখিয়েছে।

এই অনুষ্ঠানে স্মৃতিসৌধের উপর হেলিকপ্টার থেকে পুষ্পবৃষ্টি করা হয় এবং একাধিক বক্তৃতার মাধ্যমে আম্বেদকরের বহুমুখী অবদান তুলে ধরা হয়।

রাজ্যপাল আরও বলেন, মহিলাদের অধিকার প্রতিষ্ঠায় আম্বেদকরের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের প্রজাতন্ত্র হওয়ার পর থেকেই মহিলাদের সমান ভোটাধিকার ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে তাঁর অবদান ছিল উল্লেখযোগ্য।

এছাড়াও মহাড় চাভদার ট্যাঙ্ক সত্যাগ্রহের শতবর্ষ উপলক্ষে তিনি জাতপাত ও বৈষম্যহীন সমাজ গঠনের আহ্বান জানান।

এদিন মহারাষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফড়নবী আম্বেদকরের অর্থনৈতিক চিন্তাধারার গুরুত্ব তুলে ধরেন। তিনি জানান, লন্ডন স্কুল অফ ইকোনমিকসে তাঁর গবেষণা ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক গঠনের পথ প্রশস্ত করে, যার ফলশ্রুতিতে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপমুখ্যমন্ত্রী একনাথ শিন্ডে আম্বেদকরকে ''মানবতার স্থপতি'' বলে উল্লেখ করে বলেন, সংবিধানই আমাদের ''রাষ্ট্রধর্ম''।

অনুষ্ঠানে উপমুখ্যমন্ত্রী সুনেত্রা অজিত পাওয়ারও উপস্থিত ছিলেন এবং তিনি চৈত্যভূমিকে চিন্তাধারার এক ''শক্তিকেন্দ্র'' বলে উল্লেখ করেন।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন একাধিক মন্ত্রী ও বিশিষ্ট ব্যক্তি। সমাজকল্যাণ মন্ত্রী সঞ্জয় শিরসাটের এক বছরের কাজের রিপোর্ট নিয়ে 'সমাজনায়ক সঞ্জয় শিরসাট' নামে একটি বইও প্রকাশ করা হয়।

রাজ্যপাল অনুষ্ঠানে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 'চীবরদান' করেন এবং বৃহন্মুম্বই পুরসভার আয়োজিত একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীও পরিদর্শন করেন।

সচিন পাইলটের সর্বদলীয় বৈঠকের দাবি, সংবিধানের প্রাসঙ্গিকতার উপর জোর

জয়পুর, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): কংগ্রেস নেতা শচীন পাইলট মঙ্গলবার সংবিধানের চিরস্থায়ী প্রাসঙ্গিকতার উপর জোর দিয়ে মহিলাদের সংরক্ষণ ইস্যুতে সর্বদলীয় বৈঠকের আহ্বান জানিয়েছেন।

রাজস্থান কংগ্রেস দফতরে বি. আর. আম্বেদকর-এর জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পাইলট বলেন, দেশের প্রতি আম্বেদকরের অবদান অতুলনীয়। প্রতিকূল সামাজিক পরিস্থিতির মধ্যেও তিনি দীর্ঘ অধ্যয়ন ও নিষ্ঠার মাধ্যমে এমন একটি সংবিধান রচনা করেছেন, যা আজও দেশকে পথ দেখাচ্ছে।

তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, বর্তমান সময়ে সংবিধানের চেতনা ও বিধান অনেক ক্ষেত্রেই উপেক্ষিত হচ্ছে। ক্ষমতায় থাকা ব্যক্তিদের কাছে তিনি প্রশ্ন তোলেন, তাঁরা আদৌ সংবিধানের মূল্যবোধ মেনে চলছেন কি না।

পাইলট বলেন, শুধুমাত্র প্রতীকী শ্রদ্ধা প্রদর্শন যথেষ্ট নয়, বরং কার্যকলাপে সংবিধানের আদর্শ প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন, তবেই বাবাসাহেব আম্বেদকরের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হবে।

মহিলা সংরক্ষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, সোনিয়া গান্ধী-র নেতৃত্বে এবং প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং-এর আমলে ইউপিএ সরকার এক-তৃতীয়াংশ সংরক্ষণের বিল এনেছিল, কিন্তু তা পাস হয়নি।

বর্তমান ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) সরকারের আনা বিলের উদ্দেশ্যকে স্বাগত জানালেও পাইলট প্রক্রিয়াগত স্বচ্ছতার উপর গুরুত্ব দেন। তিনি জানান, জনগণনা ও সীমা পুনর্নির্ধারণ (ডিলিমিটেশন) প্রক্রিয়ার কারণে বিল বাস্তবায়নে বিলম্ব হতে পারে।

এই প্রেক্ষিতে তিনি সর্বদলীয় বৈঠকের মাধ্যমে বিষয়টি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা ও ঐকমত্য গড়ে তোলার আহ্বান জানান।

একইসঙ্গে তিনি প্রশাসনিক বিভিন্ন ইস্যুতেও কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করেন। পঞ্চায়েত নির্বাচন বিলম্ব, মনরেগা কাজের ব্যাঘাত এবং স্থানীয় স্তরে প্রশাসনিক শূন্যপদ নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন তিনি। মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন তুলে পাইলট বলেন, যদি জয়পুরেই এমন ঘটনা ঘটে, তাহলে অন্যান্য জেলার পরিস্থিতি সহজেই অনুমেয়। তিনি আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় রাজ্য সরকারের আরও সক্রিয় ভূমিকার দাবি জানান।

এছাড়াও প্রশাসনিক স্বায়ত্তশাসনের উপর জোর দিয়ে তিনি বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ ছাড়া কাজ করার সুযোগ দেওয়া উচিত।

চারটি রাজ্য ও একটি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিধানসভা নির্বাচনের প্রসঙ্গ টেনে পাইলট জানান, কেরলে উচ্চ ভোটদান পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। পাশাপাশি অসমেও কংগ্রেসের ভালো ফলের আশা প্রকাশ করেন তিনি।

বেঙ্গল কয়লা পাচার কাণ্ডে ইডির তলব আই-প্যাক সহ-প্রতিষ্ঠাতার স্ত্রী ও ভাইকে

কলকাতা, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের বহুল আলোচিত কয়লা পাচার মামলায় তদন্ত জোরদার করে মঙ্গলবার আই-প্যাক-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা প্রতীক জৈন-এর স্ত্রী বার্বি জৈন ও ভাই পুলকিত জৈনকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করল এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)।

ইডি সূত্রে জানা গেছে, তাঁদের ১৫ এপ্রিল নয়াদিল্লিতে সংস্থার সদর দফতরে হাজিরা দিতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, এর ঠিক একদিন আগেই সোমবার রাতে এই মামলায় আই-প্যাকের আর এক সহ-প্রতিষ্ঠাতা ভিনেশ চান্ডেল-কে গ্রেফতার করে ইডি। দিল্লিতে তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চালানোর পর তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। মঙ্গলবার সকালে দিল্লির পাটিয়ালা হাউস কোর্টের অতিরিক্ত সেশন বিচারক তাঁকে ইডি হেফাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন।

ইডি আদালতে জানায়, চন্দেল আই-প্যাকের ৩৩ শতাংশ শেয়ারহোল্ডার এবং ২০২০ সাল থেকে সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস-এর ভোটকৌশল সংস্থা হিসেবে কাজ করেছে আই-প্যাক। চন্দেলের গ্রেফতারির পর তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ও লোকসভার এক সাংসদ এই পদক্ষেপের কড়া সমালোচনা করেন। তিনি দাবি করেন, রাজ্যের গুরুত্বপূর্ণ দুই দফার বিধানসভা নির্বাচনের মাত্র ১০ দিন আগে এই ধরনের পদক্ষেপ ''সমান সুযোগের পরিবেশ''-কে প্রশ্নের মুখে ফেলছে।

প্রসঙ্গত, চলতি বছরের ৮ জানুয়ারি ইডি কলকাতার সল্টলেকে আই-প্যাকের অফিস এবং মধ্য কলকাতার লাউডন স্ট্রিটে প্রতীক জৈনের বাসভবনে তল্লাশি চালায়। সেই সময় তল্লাশি চলাকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী নিজে সেখানে উপস্থিত হয়ে কিছু নথি ও ইলেকট্রনিক ডিভাইস, এমনকি জৈনের মোবাইল ফোনও নিয়ে যান বলে অভিযোগ।এই ঘটনায় তদন্তে বাধা দেওয়া হয়েছে অভিযোগ তুলে ইডি সুপ্রিম কোর্ট -এর দ্বারস্থ হয়। তবে এই সংক্রান্ত মামলার শুনানি মঙ্গলবার হওয়ার কথা থাকলেও তা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করা হয়েছে।

পলাতক আসামী

উপরের ছবিটি পলাতক আসামী শ্রী বিশাল চক্রবর্তী (২১) পিতা- শী বসুদেব চক্রবর্তী সাং- সাধুটিলা, প্রতাপগড়, থানা — পূর্ব আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা। গত ১১.০১.২০২৪ এবং ২৩.০২.২০১৪ ইং তারিখে ভারতীয় দন্ড বিধি আইনের ৪১৭/৩৬৩/৩৭৬(২)(এন)/৫০৬ ধারা ও পক্সো আইনের ০৪ ধারা এবং ভারতীয় দন্ড বিধি আইনের ৩৬৬/৫০৬/৩৪২ ধারা মোতাবেক উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কৈলাশহর মহিলা থানাতে দুইটি মামলা রুজু করা হয় যাহার নাম্বার:-০৩/২০২৪ তাং:-১১.০১.২০২৪ এবং ০৮/২০২৪ তাং:-২৩.০২.২০২৪। উপরিউক্ত পলাতক আসামীর ছবিটির কোনও সন্ধান জানিলে নিম্নোক্ত ঠিকানায় সংবাদ প্রেরনের অনুরোধ রহিল।

যোগাযোগের ঠিকানা:-
১. এস পি ঊনকোটি কৈলাশহর কনট্রোল রুম ফোন নং — 6909356385
২. ও সি কৈলাশহর মহিলা থানা ফোন নং — 986224299

ICA/D-47/26

'মুক্তিযুদ্ধবিরোধী শক্তি'কে নিশানা হাসিনার

ঢাকা, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা অভিযোগ করলেন, 'মুক্তিযুদ্ধবিরোধী ও অসাংবিধানিক শক্তি' বারবার এই উৎসবকে খর্ব করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।সোমবার এক বিবৃতিতে তিনি বলেন, ''পহেলা বৈশাখ বাঙালির জাতীয় ঐতিহ্যের প্রধান উৎসব। নবজাগরণের বার্তা নিয়ে মানুষ এই দিনে আনন্দে মেতে ওঠে, দুঃখ-হতাশা দূরে সরিয়ে নতুনভাবে শুরু করে।''তিনি উল্লেখ করেন, মুঘল আমলে কৃষিভিত্তিক পঞ্জিকা হিসেবে শুরু হলেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এটি সমগ্র বাঙালি সমাজের অন্যতম প্রধান সাংস্কৃতিক উৎসবে পরিণত হয়েছে। ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে এটি এখন বিশ্বজুড়ে বাঙালিদের উৎসব।পূর্ব পাকিস্তান আমলের প্রসঙ্গ টেনে শেখ হাসিনা বলেন, ''তৎকালীন পাকিস্তানি শাসকরা বাঙালিদের সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পহেলা বৈশাখ উদযাপন বাধাগ্রস্ত করেছিল। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জন্মশতবর্ষ উদযাপনও বন্ধ করার চেষ্টা হয়েছিল।''তিনি আরও বলেন, স্বাধীন বাংলাদেশের পর পহেলা বৈশাখ জাতীয় চেতনা, ঐক্য ও সম্প্রীতির প্রতীক হয়ে উঠেছে।

ঐতিহ্যবাহী 'মঙ্গল শোভাযাত্রা'-র কথাও উল্লেখ করে তিনি জানান, আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে ইউনেস্কো এই শোভাযাত্রাকে বিশ্ব ঐতিহ্যের স্বীকৃতি দেয়। পাশাপাশি তাঁর সরকার পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বৈশাখী ভাতা' চালু করেছিল বলেও জানান তিনি।তবে উদ্বেগ প্রকাশ করে তিনি বলেন, ''এই উৎসবকে বাধাগ্রস্ত করতে এখনও চেষ্টা চলছে। এমনকি মঙ্গল শোভাযাত্রার নাম পরিবর্তনের চেষ্টাও হয়েছে।''ধর্মকে হাতিয়ার করে এই উৎসবকে বিভক্ত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করে তিনি বলেন, এটি বাঙালির সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অংশ।শেষে তিনি আশা প্রকাশ করেন, পহেলা বৈশাখের এই উৎসবের ধারাবাহিকতা বাংলাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ চেতনার পুনরুত্থানে সহায়ক হবে।

পশ্চিমবঙ্গ ভোটে লড়াইয়ে ২,৯২৬ প্রার্থী: নির্বাচন কমিশন

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাহার প্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর মোট ২,৯২৬ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন বলে জানিয়েছে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই)।

ইসিআই সূত্রে জানা গেছে, দ্বিতীয় দফার ভোট (ফেজ-জ্জজ্জ) অনুষ্ঠিত হবে ২৯ এপ্রিল। এই দফার জন্য মনোনয়ন জমার শেষ দিন ছিল ৯ এপ্রিল, ১০ এপ্রিল হয় যাচাই (স্ক্রুটিনি) এবং ১৩ এপ্রিল বিকেল ৩টা পর্যন্ত মনোনয়ন প্রত্যাহারের সুযোগ ছিল।

প্রথম দফায় (ফেজ-জ্জ) ১৫২টি বিধানসভা কেন্দ্রে মোট ১,৪৭৮ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। দ্বিতীয় দফায় (ফেজ-জ্জজ্জ) ১৪২টি কেন্দ্রে লড়ছেন ১,৪৪৮ জন প্রার্থী। দুই দফা মিলিয়ে মোট প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২,৯২৬।

কমিশন জানিয়েছে, প্রতিটি কেন্দ্রে রিটার্নিং অফিসাররা চূড়ান্ত প্রার্থীদের তালিকা সরকারি গেজেটে প্রকাশ করবেন, যা নির্বাচন বিধি অনুযায়ী বাধ্যতামূলক।

এছাড়া মনোনয়ন, যাচাই এবং প্রত্যাহার সংক্রান্ত সমস্ত নথি সুরক্ষিতভাবে সংরক্ষণ করা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ভোটারদের সুবিধার জন্য ইসিআই 'আপনার প্রার্থীকে জানুন শিরোনামে ইসিআইনেট অ্যাপ-এ প্রার্থীদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, অপরাধমূলক রেকর্ড, সম্পত্তি, দায়-দায়িত্বসহ বিস্তারিত তথ্য দেখার ব্যবস্থা করেছে। প্রার্থীদের হলফনামাও ডাউনলোড করা যাবে।

ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) প্রার্থীদের নাম, সিরিয়াল নম্বর, প্রতীক এবং রঙিন ছবি বড় অক্ষরে প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এরই মধ্যে ১১ এপ্রিল রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদলের নির্দেশ দিয়েছে ইসিআই। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের মোট ৩০ জন আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ডিআইজি থেকে শুরু করে ইনস্পেক্টর স্তরের আধিকারিকও রয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য বদলির মধ্যে, কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) পদে রূপেশ কুমারের পরিবর্তে সোমা দাস মিত্রকে আনা হয়েছে। একইভাবে যুগ্ম কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স) মিরাজ খালিদের জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছেন সুদীপ সরকার।

উল্লেখ্য, ১৫ মার্চ ইসিআই অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করেছিল, পাশাপাশি ছয়টি রাজ্যে উপনির্বাচনের কথাও জানানো হয়।

PNIeT-01/E.E/Div.-IV/AMC/26-27 Date:09/04/2026

Online single bid percentage rate e-tender are invited for the following works:

Sl No.	Name of the Work ID	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion	Last date and time for document downloading and bidding	Time and date of Opening of Bid	Document downloading and biding at Application	Class of Bidder
1	DNIe-T No:01/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID -2026_SAMC_71974_1	Rs. 7,39,841	Rs. 14,797	60(Sixty) Days	17/04/2026 Time 15.00 Hrs	17/04/2026 Time 16.00 Hrs	https://tripuratenders.gov.in	Enlisted Contractor/ Appropriate Class
2	DNIe-T No:02/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID -2026_SAMC_71977_1	Rs. 12,31,429	Rs. 24,629					
3	DNIe-T No:03/DIV-IV/AMC/26-27 Tender ID -2026_SAMC_71978_1	Rs. 22,39,262	Rs. 44,785					

Other necessary details information can be seen in the Division Office of the Executive Engineer PWD-IV, AMCat city Centre 4th floor in the office hour.

NB: This detailed press notice & hid diciments for the work can be seen on website **https://tripuratenders.gov.in** at free of cost. But the bid can only be submitted after uploading the mandatory scanned documents as specified in this tender document on the e-procurement website, by the eligible bidders.

Executive Engineer
P.W. Division No-IV
Agartala Municipal Corporation

হৃত্বিকা মজুমদারের মিস গ্র্যান্ড ত্রিপুরা হিসেবে মুকুট জয়

আগরতলা।। রাজ্যের জন্য গর্বের এক উল্লেখযোগ্য মুহূর্তে, ত্রিপুরার প্রতিভাবান ও সফল তরুণী হৃত্বিকা মজুমদার মিস গ্র্যান্ড ত্রিপুরা হিসেবে মুকুট অর্জন করেছেন এবং এখন তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে মিস গ্র্যান্ড ইন্ডিয়া ২০২৬ ফাইনালিস্ট। বুদ্ধিমত্তা, সৌন্দর্য ও দৃঢ়তার অনন্য সমন্বয়ে তিনি দেশের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ মঞ্চে ত্রিপুরার প্রতিনিধিত্ব করতে প্রস্তুত। National Institute of Technology Agartala থেকে কেমিস্ট্রিতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী হৃত্বিকা কাডেমিক ও সহশিক্ষামূলক ক্ষেত্রে ধারাবাহিকভাবে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার যাত্রা মেধা ও সৌন্দর্যের এক অনন্য মিশ্রণতিনি পূর্বে Femina Miss India ২০২২- ত্রিপুরার স্টেট ফাইনালিস্ট হিসেবে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং "Beauty with Brain" খেতাব অর্জন করেন। সৌন্দর্য প্রতিযোগিতার জগতে তার পথচলা অধ্যবসায়, শৃঙ্খলা এবং ধারাবাহিক আত্মোন্নয়নের মাধ্যমে গড়ে উঠেছে। প্রাথমিক স্বপ্ন থেকে প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চে পৌঁছানো পর্যন্ত, হৃত্বিকা নিজের ব্যক্তিত্ব বিকাশ, আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি এবং নিজের রাজ্যকে গর্বের সাথে উপস্থাপনে নিরলস পরিশ্রম করেছেন। রাজ্যস্তরের অভিজ্ঞতা তার মঞ্চ উপস্থাপনা দক্ষতা বৃদ্ধি করার পাশাপাশি বিভিন্ন শ্রোতার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ক্ষমতাও শক্তিশালী করেছে।ঢ়পেজেন্টের বাইরে, হৃত্বিকা উদীয়মান প্রতিভাদের গড়ে তুলতেও সক্রিয় ভূমিকা পালন করছেন। তিনি বর্তমানে নিজের পেজেন্ট কোচিং উদ্যোগ The Vision পরিচালনা করছেন, যেখানে তিনি তরুণদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তোলা এবং প্রতিযোগিতামূলক মঞ্চের জন্য প্রস্তুত হতে দিকনির্দেশনা দেন। পাশাপাশি, তিনি AI-এর সঙ্গে পেশাগতভাবে যুক্ত, যা তার অভিজ্ঞতা ও শিল্পক্ষেত্রে উপস্থিতিকে আরও প্রসারিত করেছে। নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে বলতে গিয়ে হৃত্বিকা জানান, তিনি শুধু মুকুট জয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চান না, বরং সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনতে চান। বিশেষ করে নারীদের স্বপ্নপূরণে অনুপ্রাণিত করা, শিক্ষা, আত্মনির্ভরতা ও সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধিতে কাজ করাই তার প্রধান লক্ষ্য। দীর্ঘমেয়াদে তিনি তার প্ল্যাটফর্মকে ব্যবহার করে সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন ও ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে চান। Miss Grand India ২০২৬-এর সঙ্গে তার সংযুক্তি তার যাত্রার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক, যা তাকে জাতীয় পর্যায়ে নিজের প্রতিভা তুলে ধরার সুযোগ দিচ্ছে এবং ত্রিপুরার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য ও সম্ভাবনাকে দেশের সামনে তুলে ধরতে সাহায্য করছে। এই প্ল্যাটফর্ম শুধুমাত্র সৌন্দর্য নয়, বরং নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস এবং সামাজিক দায়বদ্ধতাকেও গুরুত্ব দেয়। তার এই যাত্রায় শুরু থেকেই পাশে রয়েছে Totell Fashion, আগরতলা-ভিত্তিক একটি ট্যালেন্ট এজেন্সি, যারা তাকে কৌশলগত দিকনির্দেশনা, শিল্পক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা এবং ধারাবাহিক সমর্থন প্রদান করে আসছে। এই ধরনের জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের জন্য প্রয়োজন ব্যাপক প্রস্তুতি ও আর্থিক সহায়তাযার মধ্যে রয়েছে পেশাদার প্রশিক্ষণ, ভ্রমণ, আবাসন এবং উপস্থাপনার খরচ। সমস্ত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, হৃত্বিকা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ত্রিপুরাকে মর্যাদা, আত্মবিশ্বাস ও উৎকর্ষতার সঙ্গে জাতীয় মঞ্চে উপস্থাপন করতে। মিস গ্র্যান্ড ইন্ডিয়া ফাইনালিস্ট হিসেবে তার এই যাত্রা তাকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, দৃঢ়তা এবং আধুনিক ভারতীয় নারীর প্রতীক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তার এই সাফল্য বহু তরুণ-তরুণীকে অনুপ্রাণিত করছে এবং ত্রিপুরার গর্ব আরও বৃদ্ধি করছে।

রাজস্থানের জল জীবন মিশন দুর্নীতি মামলায় ১০ অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল

জয়পুর, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): রাজস্থানে জল জীবন মিশন (জেজেএম) সংক্রান্ত দুর্নীতি মামলায় দুর্নীতি দমন ব্যুরো (এসিবি) তদন্তের ভিত্তিতে সোমবার ১০ জন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে।

এসিবি সূত্রে জানা গেছে, গ্রেফতার হওয়া এবং বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে থাকা অভিযুক্তদের মধ্যে রয়েছেন দীনেশ গোয়েল (প্রধান প্রকৌশলী, প্রশাসন), কে. ডি. গুপ্ত (তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী, গ্রামীণ), শুভাংশু দীক্ষিত (তৎকালীন সচিব, আরডব্লিউএসএসএম এবং অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, জয়পুর জোন-জ্জজ্জ), সুশীল শর্মা (তৎকালীন আর্থিক উপদেষ্টা, নবায়নযোগ্য শক্তি), নিরিল কুমার (তৎকালীন প্রধান প্রকৌশলী, চুরু), বিশাল সাক্সেনা (কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী, বর্তমানে বরখাস্ত)।

এছাড়া অভিযুক্তদের তালিকায় রয়েছেন অরুণ শ্রীবাস্তব (অবসরপ্রাপ্ত অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী), ডি. কে. গৌর (অবসরপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিগত সদস্য), মহেন্দ্র প্রকাশ সোনি (অবসরপ্রাপ্ত সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার) এবং মুকেশ পাঠক (ব্যক্তিগত ব্যক্তি)।

এসিবি জানিয়েছে, প্রসিকিউশনের জন্য প্রয়োজনীয় অনুমোদন পেতে সংশ্লিষ্ট দফতরে একটি রিপোর্ট পাঠানো হবে। এই মামলায় জড়িত অন্যান্য ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত এখনও চলছে।

এদিকে, এসিবি দল জিতেন্দ্র শর্মা (কার্যনির্বাহী প্রকৌশলী), মুকেশ গোয়েল (সুপারিনটেনডিং ইঞ্জিনিয়ার) এবং সঞ্জীব গুপ্ত (ব্যক্তিগত ব্যক্তি)-র বিরুদ্ধে জারি থাকা গ্রেফতারি পরোয়ানা কার্যকর করতে বিভিন্ন স্থানে ধারাবাহিক অভিযান চালাচ্ছে। তাদের সম্পত্তির বিবরণ সংগ্রহ করে আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে এবং শীঘ্রই সম্পত্তি সংযুক্তির প্রক্রিয়া শুরু হবে।

সোমবার অবসরপ্রাপ্ত আইএএস আধিকারিক সুবোধ আগরওয়ালকে আদালতে হাজির করা হলে, তদন্তকারী আধিকারিক মহাবীর শর্মার বক্তব্য শোনার পর আদালত তাকে দু'দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেয়। এই মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত ১১টি রিট পিটিশনের পরবর্তী শুনানি ২১ এপ্রিল ২০২৬ নির্ধারিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর গত বৃহস্পতিবার সুবোধ আগরওয়ালকে এসিবি গ্রেফতার করে। তাকে দিল্লি থেকে জয়পুরে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়।

এসিবি-এর মহাপরিচালক গোবিন্দ গুপ্ত জানিয়েছেন, ২০২৪ সালে শুরু হওয়া এই তদন্তে এখনও পর্যন্ত ১১ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আরও তিনজন পলাতক রয়েছে। আগরওয়ালের গ্রেফতারিকে তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি হিসেবে দেখা হচ্ছে।

তদন্তে উঠে এসেছে যে, জেজেএম টেন্ডার প্রক্রিয়ায় গুরুতর অনিয়ম হয়েছে। গণপতি টিউবওয়েল ও শ্যাম টিউবওয়েলসহ একাধিক সংস্থা জাল শংসাপত্র জমা দিয়ে চুক্তি পেয়েছিল বলে অভিযোগ। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ এই অনিয়ম সম্পর্কে অবগত থাকা সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ নেয়নি।

ফলে প্রায় ৯০০ কোটি টাকার টেন্ডার নির্দিষ্ট কিছু সংস্থাকে সুবিধা পাইয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে বরাদ্দ করা হয়। এছাড়া, ৫০ কোটির বেশি মূল্যের প্রকল্পে বাধ্যতামূলক সাইট পরিদর্শনও করা হয়নি, যা সরকারি ক্ষমতার অপব্যবহারের স্পষ্ট প্রমাণ বলে মনে করা হচ্ছে।

নয়ডা অশান্তির পর ন্যূনতম মজুরি বাড়াল উত্তরপ্রদেশ, ৩০০ জন গ্রেফতার: পুলিশ

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): নয়ডায় শ্রমিক বিক্ষোভ ও অশান্তির পর ন্যূনতম মজুরি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। সংশোধিত মজুরি ১ এপ্রিল থেকে কার্যকর হবে বলে জানানো হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ইতিমধ্যেই প্রায় ৩০০ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

পুলিশ জানিয়েছে, মঙ্গলবার পরিস্থিতি অনেকটাই স্বাভাবিক হয়েছে। তবে স্পর্শকাতর এলাকাগুলিতে এখনও কড়া নজরদারি চলছে।

নতুন মজুরি কাঠামো অনুযায়ী, গৌতম বুদ্ধ নগর ও গাজিয়াবাদ জেলায় অদক্ষ শ্রমিকদের মাসিক বেতন ১১,৩১৩ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৩,৬৯০ টাকা। অর্ধদক্ষ শ্রমিকদের বেতন ১২,৪৪৫ টাকা থেকে বেড়ে ১৫,০৫৯ টাকা এবং দক্ষ শ্রমিকদের বেতন ১৩,৯৪০ টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১৬, ৮৬৮ টাকা।

অন্যান্য পৌর এলাকায় অদক্ষ শ্রমিকদের জন্য ১৩,০০৬ টাকা, অর্ধদক্ষদের জন্য ১৪,৩০৬ টাকা এবং দক্ষ শ্রমিকদের জন্য ১৬,০২৫ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। রাজ্যের বাকি জেলাগুলিতে অদক্ষদের জন্য ১২,৩৫৬ টাকা, অর্ধদক্ষদের জন্য ১৩,৫৯১ টাকা এবং দক্ষদের জন্য ১৫,২২৪ টাকা মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। এই সংশোধিত মজুরির মধ্যে মূল বেতন ও মহার্ঘ ভাতা (ডিএ) অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

উল্লেখ্য, সোমবার নয়ডার ফেজ-২ শিল্পাঞ্চলে কম বেতন ও বেতন বৃদ্ধির দাবিতে ব্যাপক বিক্ষোভ দেখান শ্রমিকরা। বিক্ষোভের জেরে একাধিক জায়গায় ভাঙচুর, পাথর ছোঁড়া এবং রাস্তা অবরোধের ঘটনা ঘটে।

এর ফলে নয়ডা লিঙ্ক রোড ও চিলা সীমান্ত-সহ একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় তীব্র যানজট সৃষ্টি হয়, যার জেরে দিল্লি-নয়ডা যাতায়াত ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়। পরিস্থিতি নিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুগ্ম পুলিশ কমিশনার রাজীব নারায়ণ মিশ্র জানান, ''এখন পরিস্থিতি স্বাভাবিক। সর্বত্র পুলিশ মোতায়েন রয়েছে এবং নিয়মিত টহল চলছে। গতকাল প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিক ৮০০-র বেশি জায়গায় জড়ো হয়েছিলেন। পুলিশ ৮০টিরও বেশি স্থানে পৌঁছে তাঁদের সঙ্গে কথা বলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।''

তিনি আরও জানান, ''প্রায় ৩০০ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আরও কয়েকজনকে চিহ্নিত করা হয়েছে।''

বর্তমানে শিল্প সংস্থাগুলির সঙ্গে সমন্বয় রেখে প্রশাসন পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে, যাতে ভবিষ্যতে আর কোনও অশান্তি না ঘটে।

ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনে আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ, উত্তর ত্রিপুরায় ক্ষোভে ফুঁসছেন কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশন (টিআরএলএম)-এর অধীনে উত্তর ত্রিপুরা জেলার বিভিন্ন ব্লক ইউনিটে দীর্ঘদিন ধরে আর্থিক অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে। যদিও রাজ্যের অন্যান্য জেলায় এই মিশনের কার্যক্রম যথেষ্ট সক্রিয়তা ও গুরুত্বের সঙ্গে পরিচালিত হচ্ছে এবং বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়িত হচ্ছে, সেখানে উত্তর ত্রিপুরায় বারংবার আর্থিক কেলেঙ্কারি, টেন্ডার দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক গাফিলতির অভিযোগ সামনে আসছে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমেও এই সংক্রান্ত একাধিক অভিযোগ প্রকাশ্যে এসেছে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও দৃশ্যমান শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ।

এই মিশনের মূল লক্ষ্য গ্রামীণ মহিলাদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলা। কিন্তু বাস্তবে দেখা যাচ্ছে, ব্লক স্তরে কর্মরত বহু মহিলা কর্মী তাঁদের প্রাপ্য অনারিয়াম পেতে বাধ্য হচ্ছেন আন্দোলনে নামতে। এমনকি কিছু ক্ষেত্রে ব্লক অফিসে তালা ঝুলিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনাও ঘটেছে।

অভিযোগের কেন্দ্রে রয়েছেন ব্লক ইউনিটের কিছু দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মী, যাদের বিরুদ্ধে আর্থিক লেনদেনে অনিয়ম, দায়িত্বে অবহেলা এবং অফিসে অনুপস্থিত থাকার মতো অভিযোগ উঠেছে। কর্মীদের দাবি, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা নিজেদের মতো করে অফিস পরিচালনা করছেন এবং সাধারণ কর্মীদের সমস্যার প্রতি কোনও গুরুত্ব দিচ্ছেন না।

মাঠপর্যায়ে কর্মরত সহকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। তাঁদের অভিযোগ, তাঁরা দিনরাত পরিশ্রম করে মিশনের কাজ এগিয়ে নিয়ে গেলেও, বছরের শেষে প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে অপমানের শিকার হতে হচ্ছে। উপর মহলের সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের যোগসূত্র থাকার আশঙ্কায় অনেকেই মুখ খুলতে সাহস পাচ্ছেন না বলেও জানা গেছে।

এছাড়াও, ব্লক স্তরে টেন্ডার, কোটেশন এবং সাপ্লাই অর্ডার বণ্টন নিয়েও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, পরিকল্পিতভাবে নির্দিষ্ট কিছু ব্যক্তিকে বাজারদরের চেয়ে বেশি মূল্যে কাজ পাইয়ে দেওয়া হচ্ছে, যার মাধ্যমে ব্যক্তিগত লাভবান হওয়ার অভিযোগ রয়েছে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, দশদা ব্লকের একটি টেন্ডার দুর্নীতির ভিডিও ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হলেও, এখনও পর্যন্ত কোনও তদন্ত শুরু হয়নি বলে অভিযোগ। একাধিকবার লিখিত অভিযোগ জমা পড়লেও প্রশাসনের তরফে কার্যকর পদক্ষেপের অভাব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে ত্রিপুরা গ্রামীণ জীবিকা মিশনের মূল উদ্দেশ্য ব্যাহত হবে এবং গোটা প্রকল্প ভেঙে পড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্ট মহল।

'বিশ্বের ফার্মেসি' থেকে ইনোভেশন হাবে ভারত, ফার্মা খাতে জোর নরেন্দ্র মোদি-র

নয়াদিল্লি, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): ভারতের ফার্মাসিউটিক্যাল খাত 'বিশ্বের ফার্মেসি' পরিচিতি ছাড়িয়ে এখন উদ্ভাবনের কেন্দ্রে পরিণত হচ্ছে বলে মন্তব্য করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

মঙ্গলবার সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি পোস্টে তিনি জানান, দেশ এখন সস্তায় ওষুধ সরবরাহকারী থেকে গবেষণাভিত্তিক ও উদ্ভাবননির্ভর ফার্মা শক্তিতে রূপান্তরিত হচ্ছে।

কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জগৎ প্রকাশ নাড্ডা-র লেখা একটি নিবন্ধ শেয়ার করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, "ভারতের ফার্মা সেক্টর ভ্যালু চেইনে উপরের দিকে এগোচ্ছে 'ফার্মেসি অব দ্য ওয়ার্ল' থেকে ইনোভেশন হাবে রূপান্তর হচ্ছে।"

তিনি আরও বলেন, বর্তমান সরকারের অধীনে গবেষণা ও উন্নয়ন, বায়োলজিক্স, বায়োসিমিলার এবং অত্যাধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতিতে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

কংগ্রেস ভবনে ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: ভারতীয় সংবিধানের প্রধান প্রণেতা, প্রখ্যাত আইনবিদ, অর্থনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক ও রাজনৈতিক নেতা ডক্টর বি. আর. আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করল ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের তপশিলি জাতি বিভাগ।

এই উপলক্ষে এদিন আগরতলায় কংগ্রেস ভবনের সামনে এক সংক্ষিপ্ত কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে বাবাসাহেব আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেসের তপশিলি জাতি বিভাগের রাজ্য চেয়ারম্যান নিরঞ্জন দাস সহ দলের অন্যান্য বিশিষ্ট নেতৃত্ব ও কর্মীরা।

পরবর্তীতে আয়োজিত আলোচনাসভায় বক্তারা ড. আম্বেদকরের জীবন, সংগ্রাম এবং সমাজে তাঁর অসামান্য অবদান নিয়ে বিস্তারিত আলোকপাত করেন। বক্তারা বলেন, ড. আম্বেদকরের আদর্শ ও চিন্তাধারা আজও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক এবং সমাজে সমতা ও ন্যায় প্রতিষ্ঠায় তাঁর অবদান চিরস্মরণীয়।

ত্রিপুরায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য ইনকিউবেটর প্রোগ্রাম চালু, আবেদন পোর্টাল উন্মোচন

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: আইআইএম কলকাতা ইনোভেশন পার্ক এবং ত্রিপুরা রুরাল লাইভলিহুড মিশন (টিআরএলএম) "এর যৌথ উদ্যোগে ত্রিপুরায় নারী উদ্যোক্তাদের জন্য একটি ইনকিউবেটর প্রোগ্রাম চালু হয়েছে। আগরতলার প্রজ্ঞা ভবনে সম্প্রতি আয়োজিত এক রাজ্যস্তরের কর্মশালায় এই কর্মসূচির আওতায় আবেদন পোর্টাল উন্মোচন করা হয়।

এই উদ্যোগটি দীনদয়াল অন্ত্যোদয় যোজনা - ন্যাশনাল রুরাল লাইভলি হুড মিশন"এর অধীনে বাস্তবায়িত হচ্ছে। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রাজ্যের গ্রামীণ উন্নয়ন দপ্তরের সচিব অভিষেক সিং। উপস্থিত ছিলেন বিভিন্ন জেলার আধিকারিক ও স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যরা।

প্রকল্পের লক্ষ্য আগামী তিন বছরে ত্রিপুরার সব জেলায় উৎপাদন ও পরিষেবা ক্ষেত্রে অন্তত ১৫০টি নারী-নেতৃত্বাধীন উদ্যোগকে চিহ্নিত করে প্রশিক্ষণ, পরামর্শ ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা। উদ্যোগগুলির বার্ষিক আয় কমপক্ষে ১৫ শতাংশ বৃদ্ধির পাশাপাশি স্থানীয় কর্মসংস্থান তৈরির উপর জোর দেওয়া হবে।

আই.আই.এম.সি.আই.পি"র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নির্বাচিত উদ্যোক্তাদের ৬৪ ঘণ্টার প্রশিক্ষণ, ১৮ মাসের মেন্টরিং, বাজার সংযোগ, ব্র্যান্ডিং ও প্যাকেজিং সহায়তা দেওয়া হবে। পাশাপাশি একটি 'চ্যালেঞ্জ ফান্ড'-এর মাধ্যমে প্রকল্প ব্যয়ের সর্বোচ্চ ৭৫ শতাংশ পর্যন্ত আর্থিক সহায়তাও প্রদান করা হবে। রাজ্য সরকারের মতে, এই উদ্যোগ গ্রামীণ নারীদের আর্থিকভাবে স্বনির্ভর করে তোলার পাশাপাশি ত্রিপুরার গ্রামীণ অর্থনীতিকে আরও শক্তিশালী করবে।

বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে বৃদ্ধাশ্রমে নতুন কাপড় বিতরণ, মায়েদের মুখে হাসি ফোটাল সদভাবনা সামাজিক সংস্থা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: আগামীকাল বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে মানবিক উদ্যোগে এগিয়ে এল সদভাবনা সামাজিক সংস্থা। মঙ্গলবার সংস্থার উদ্যোগে আমতলী বাইপাস রোডের রবীন্দ্রনগর ঘোষপাড়ায় অবস্থিত রাধাগোবিন্দ বৃদ্ধাশ্রমে বসবাসকারী মায়েদের হাতে নতুন বস্ত্র তুলে দেওয়া হয়।

এদিন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে সংস্থার চেয়ারম্যান চিরঞ্জিত দাশগুপ্ত জানান, এই বৃদ্ধাশ্রমের সঙ্গে তাদের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক রয়েছে। আশ্রমে বসবাসকারী মায়েদের নিত্যপ্রয়োজনীয় চাহিদা পূরণে সংস্থা সর্বদা সচেষ্ট এবং ভবিষ্যতেও এই ধরনের মানবিক উদ্যোগ অব্যাহত থাকবে।

উল্লেখযোগ্যভাবে, ২০২৩ সাল থেকে রাধাগোবিন্দ বৃদ্ধাশ্রমটি সমাজের অবহেলিত ও অসহায় মায়েদের আশ্রয়স্থল হিসেবে কাজ করে আসছে। বর্তমানে এখানে মোট ১২ জন মা বসবাস করছেন। তাঁদের সার্বিক দেখভাল ও দায়িত্ব পালন করছে 'আশার আলো' নামে একটি সামাজিক সংস্থা।

বাংলা নববর্ষের প্রাক্কালে এই উদ্যোগে আশ্রমের বাসিন্দাদের মধ্যে উৎসবের আনন্দ ছড়িয়ে পড়ে। নতুন কাপড় পেয়ে তাঁদের মুখে ফুটে ওঠে আনন্দের হাসি, যা এই উদ্যোগকে আরও তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে।

কাঞ্চনপুরে সপ্তম রাজ্যভিত্তিক বিউ উৎসবের শুভ সূচনা, বর্ণাঢ্য আয়োজনে মুখর উত্তর ত্রিপুরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঞ্চনপুর, ১৪ এপ্রিল: উত্তর ত্রিপুরার কাঞ্চনপুরে শুরু হলো সপ্তম রাজ্যভিত্তিক বিউ উৎসব। সোমবার রাত প্রায় আটটায় বর্ণাঢ্য আয়োজনের মধ্য দিয়ে এই উৎসবের শুভ উদ্বোধন করেন স্থানীয় বিধায়ক যাদব লাল নাথ।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন লালজুরী পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান অজন্ত চৌধুরী, বিউ পরব কমিটির চেয়ারম্যান কমলকৃষ্ণ নাথ, এমডিসি শৈলেন্দ্রনাথ ও স্বপ্না দাস এবং বড়ুয়া সম্প্রদায়ের রাজ্য সম্পাদক টাবলু বড়ুয়া সহ আরও অনেকে। এছাড়াও এলাকার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও বড়ুয়া সমাজের বিশিষ্ট সদস্যরা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানের সূচনায় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে উৎসবের উদ্বোধন করেন বিধায়ক যাদব লাল নাথ। পরে তিনি একে একে বিভিন্ন স্টল ও 'ভবচক্র'-এর উদ্বোধন করেন ফিতা কেটে।

বড়ুয়া সম্প্রদায়ের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে তুলে ধরার লক্ষ্যেই এই বিউ উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এবছর উৎসবটি সপ্তম বর্ষে পদার্পণ করল। শুধু বড়ুয়া সমাজ নয়, বাঙালি, চাকমা, মগ ও রিয়াং সহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর নৃত্য, সঙ্গীত ও সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় উৎসব প্রাঙ্গণ হয়ে উঠেছে প্রাণবন্ত।

এই উৎসব সোমবার থেকে শুরু হয়ে বাংলা নববর্ষ পর্যন্ত, অর্থাৎ বুধবার পর্যন্ত চলবে। আয়োজক কমিটির আশা, স্থানীয় মানুষের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকে আগত দর্শনার্থীদের ভিড়ে আগামী কয়েকদিন উৎসব প্রাঙ্গণ মুখরিত থাকবে। সংস্কৃতির বন্ধনে বিভিন্ন সম্প্রদায়কে একত্রিত করার এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই বিভিন্ন মহলে প্রশংসা কুড়িয়েছে। উৎসবের শেষ দিনে বিশেষ আকর্ষণ হিসেবে থাকছে মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও সমাপনী পর্ব।

উত্তরাখণ্ডে মহিলা সংরক্ষণ বিলের পক্ষে সমর্থনের আবেদন প্রধানমন্ত্রীর

দেহরাদুন, ১৪ এপ্রিল (আইএএনএস): মহিলা সংরক্ষণ বিলের পক্ষে সর্বদলীয় সমর্থনের আহ্বান জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। মঙ্গলবার উত্তরাখণ্ডে দিল্লি-দেহরাদুন ইকোনমিক করিডর উদ্বোধনের মঞ্চ থেকে তিনি এই আবেদন জানান।

প্রায় ১২,০০০ কোটি টাকার এই করিডর প্রকল্প উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'ডাবল ইঞ্জিন' সরকার 'দেবভূমি' উত্তরাখণ্ডের দ্রুত উন্নয়নে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। পাশাপাশি তিনি ৩৩ শতাংশ মহিলা সংরক্ষণের পক্ষে জোর সওয়াল করেন। প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি দেশের সব বোনদের উদ্দেশে একটি চিঠি লিখেছেন এবং তাঁদের সেই চিঠি পড়ার অনুরোধ করেন। একইসঙ্গে সমস্ত রাজনৈতিক দলকে মহিলা সংরক্ষণ সংক্রান্ত সংশোধনী বিলকে সর্বসম্মতভাবে সমর্থনের আহ্বান জানান।

"সংবিধান বাঁচাও, দেশ বাঁচাও" স্লোগানে ড. বি. আর. আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী পালন ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: "সংবিধান বাঁচাও, দেশ বাঁচাও" এই স্লোগানকে সামনে রেখে যথাযোগ্য মর্যাদায় ড. বি. আর. আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করল ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির ত্রিপুরা রাজ্য কমিটি।

এই উপলক্ষে এদিন আগরতলার সিটি সেন্টারের সামনে এক গম্ভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে সংবিধান প্রণেতা বাবাসাহেব ড. বি. আর. আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন সংগঠনের সদস্যরা।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতির সাধারণ সম্পাদক সুধন দাস, সিপিআই(এম)-এর পশ্চিম জেলা সম্পাদক রতন দাস সহ অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ও সংগঠনের কর্মী-সমর্থকরা।

পরবর্তীতে আয়োজিত সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুধন দাস ড. আম্বেদকরের জীবন, সংগ্রাম এবং সমাজ সংস্কারে তাঁর অবদানের উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেন। তিনি বলেন, বাবাসাহেবের চিন্তাধারা ও আদর্শ শুধু অতীতেই সীমাবদ্ধ নয়, বর্তমান সময়েও তা সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। দেশের সংবিধান রক্ষা এবং সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তাঁর ভাবধারা আজও পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করে চলেছে।

বক্তারা আরও উল্লেখ করেন, সমাজে সমতা, ন্যায় ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ড. আম্বেদকরের অবদান চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং তাঁর আদর্শ অনুসরণ করেই একটি শক্তিশালী ও ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব।

পশ্চিম এশিয়ার পরিস্থিতি নিয়ে

● প্রথম পাতার পর

একবিংশ শতাব্দীর নির্ধারক কৌশলগত অংশীদারিত্বে পরিণত করার লক্ষ্য রয়েছে।

তিনি আরও উল্লেখ করেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রধানমন্ত্রী মোদিকে "একজন সত্যিকারের বন্ধু" হিসেবে বিবেচনা করেন, যা দুই দেশের সম্পর্ককে আরও শক্তিশালী করছে।

রাষ্ট্রদূতের মতে, প্রতিরক্ষা সহযোগিতাই ভারত-মার্কিন সম্পর্কের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। বর্তমানে চলমান 'মেজর ডিফেন্স পার্টনারশিপ' এবং নতুন ১০ বছরের কাঠামোর মাধ্যমে প্রতিরক্ষা উৎপাদন, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি এবং যৌথ কার্যক্রমে সহযোগিতা আরও সম্প্রসারিত হচ্ছে।

চড়ক গাছ ভেঙে পড়ে আহত

● প্রথম পাতার পর

দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হন রাজু সেন (৪০) এবং শ্যামল মজুমদার (৫৫)। উপস্থিত স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত আহতদের উদ্ধার করে জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, আহতদের মধ্যে একজনের শারীরিক অবস্থা অত্যন্ত সংকটজনক।

ঘটনার পর গোটা এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। উৎসবের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় গাফিলতির অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা এই ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্ত ও ভবিষ্যতে এমন দুর্ঘটনা এড়াতে কঠোর নিরাপত্তা ব্যবস্থার দাবি জানিয়েছেন।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী

● প্রথম পাতার পর

-এর কাছে পদত্যাগপত্র জমা দেন এবং মন্ত্রিসভা ভেঙে দেওয়ার সুপারিশ করেন।

সম্প্রতি রাজ্যসভার সদস্য হিসেবে শপথ নেওয়ার পর নীতীশ কুমারের এই পদত্যাগ তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক অধ্যায়ের আনুষ্ঠানিক ইতি টানল এবং নতুন সরকার গঠনের পথ প্রশস্ত করল।

এখন সম্রাট চৌধুরীর শপথগ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। শীঘ্রই আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হওয়ার পর নতুন সরকার বিহারের দায়িত্ব নেবে।

বুথ হামলার ঘটনায়

● প্রথম পাতার পর

বক্সনগরের আনোয়ার হোসেন বোমা নিক্ষেপ করে বলে অভিযোগ। একই সময়ে কাউসার আহম্মেদ, ফরহাদ হোসেন, জয়নাল হোসেন এবং রাসেল মিয়াকে পিস্তল থেকে গুলি ছুড়তে দেখা গেছে বলেও অভিযোগ করা হয়েছে।

এই ঘটনায় পুলিশের এসআই রাম কৃশানসহ বেশ কয়েকজন স্থানীয় ভোটার আহত হন। পরবর্তীতে তিপ্রা মথার কর্মীরা প্রতিরোধ গড়ে তুললে এবং পুলিশের হস্তক্ষেপে দুষ্কৃতীরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

তিপ্রা মথার অভিযোগ, ভোটকেন্দ্রে রেগিং করার উদ্দেশ্যেই এই হামলা চালানো হয়েছে এবং পুরো ঘটনায় বিধায়ক তোফাজ্জল হোসেন সরাসরি নেতৃত্ব দিয়েছেন।

ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এখন দেখার, প্রকাশ্যে ঘটে যাওয়া এই গুরুতর অভিযোগের প্রেক্ষিতে প্রশাসন কী পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

পশ্চিমবঙ্গে ভোট লড়াইয়ে

● প্রথম পাতার পর

প্রক্রিয়াকে আরও সহজ করতে ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনে (ইভিএম) প্রার্থীদের নাম, সিরিয়াল নম্বর, প্রতীক এবং রঙিন ছবি বড় অক্ষরে প্রদর্শনের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

এরই মধ্যে ১১ এপ্রিল রাজ্য পুলিশে বড়সড় রদবদলের নির্দেশ দিয়েছে ইসিআই। পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ ও কলকাতা পুলিশের মোট ৩০ জন আধিকারিককে বদলি করা হয়েছে, যাঁদের মধ্যে ডিআইজি থেকে শুরু করে ইনস্পেক্টর স্তরের আধিকারিকও রয়েছেন।

উল্লেখযোগ্য বদলির মধ্যে, কলকাতা পুলিশের যুগ্ম কমিশনার (ক্রাইম) পদে রূপেশ কুমারের পরিবর্তে সোমা দাস মিত্রকে আনা হয়েছে। একইভাবে যুগ্ম কমিশনার (হেডকোয়ার্টার্স) মিরাজ খালিদের জায়গায় দায়িত্ব পেয়েছেন সুদীপ সরকার।

উল্লেখ্য, ১৫ মার্চ ইসিআই অসম, কেরল, পুদুচেরি, তামিলনাড়ু এবং পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের সূচি ঘোষণা করেছিল, পাশাপাশি ছয়টি রাজ্যে উপনির্বাচনের কথাও জানানো হয়।

বাংলা ভাগ নয় ঃ শাহ

● প্রথম পাতার পর

দাবি মেনে না নিয়েও এই স্থায়ী সমাধান সম্ভব, সে বিষয়ে বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।

উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য একাধিক প্রতিশ্রুতিও দেন শাহ। তাঁর ঘোষণার মধ্যে রয়েছে একটি আইআইটি, একটি আইআইএম, একটি স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি, একটি ট্রাইবাল ইউনিভার্সিটি, একটি ইকো-অ্যাডভেঞ্চার হাব এবং ৬০০ শয্যার একটি ক্যানসার হাসপাতাল স্থাপন।

এছাড়াও তিনি জানান, উত্তরবঙ্গে বহুল প্রচলিত রাজবংশী ভাষাকে সংবিধানের অষ্টম তফসিলে অন্তর্ভুক্ত করা হবে।

এদিন তিনি মমতা ব্যানার্জী-র নেতৃত্বাধীন রাজ্য সরকারের সমালোচনা করে অভিযোগ তোলেন, বাংলাদেশ সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়ার জন্য বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স (বিএসএফ)-কে ৬০০ একর জমি বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।

শাহ বলেন, "বিজেপি ক্ষমতায় এলে ৪৫ দিনের মধ্যে বিএসএফ-কে জমি দেওয়া হবে। পাশাপাশি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের রাজ্য ও দেশ থেকে বের করে দেওয়া হবে।"তিনি আরও দাবি করেন, এই অনুপ্রবেশকারীরা দেশের নিরাপত্তার জন্য হুমকি এবং যুবকদের কর্মসংস্থান কেড়ে নিচ্ছে।

১০ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধার, তদন্তে পুলিশ

● প্রথম পাতার পর

আইনি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে মাদকদ্রব্যগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়। তবে এগুলির কোনো দাবিদার পাওয়া যায়নি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এদিকে, এই বিপুল পরিমাণ অবৈধ ইয়াবা ট্যাবলেটের মালিক কে, তা খতিয়ে দেখতে তদন্ত শুরু করেছে সোনামুড়া থানার পুলিশ। পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, উদ্ধার হওয়া ইয়াবা ট্যাবলেটগুলির বাজারমূল্য আনুমানিক প্রায় ৫ লক্ষ টাকা। ঘটনার সঙ্গে জড়িতদের শনাক্ত করতে তদন্ত জোরদার করা হয়েছে।

ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য চুক্তি

● প্রথম পাতার পর

শ্রমিক এবং ছোট ব্যবসায়ীদের স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হবে। তিনি আরও বলেন, "যদি আমেরিকার পণ্য সুনামির মতো ভারতে ঢুকে পড়ে, তাহলে দেশের ছোট ও মাঝারি শিল্প কারখানাগুলি বন্ধ হয়ে যাবে।" তাঁর দাবি, সরকার ইতিমধ্যেই ৯.৫ লক্ষ কোটি টাকার মার্কিন পণ্য কেনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে।

এছাড়াও তিনি অভিযোগ করেন, ভারতের কৃষিক্ষেত্র আমেরিকার জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে, যার ফলে দেশীয় কৃষি ব্যবস্থা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। পাশাপাশি দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা ও তথ্য নিরাপত্তাও বিপন্ন হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

এই সভা থেকে তিনি পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জী-র নেতৃত্বাধীন সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকেও আক্রমণ করেন। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যে 'সিন্ডিকেট রাজ' চলছে এবং সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন পরিষেবা পেতে গেলে তৃণমূলের দুষ্কৃতীদের টাকা দিতে হয়।

তিনি দাবি করেন, রাজ্যে একপ্রকার স্বৈরাচার চলছে এবং দুর্নীতির নিরিখে তৃণমূল ও ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) একে অপরের থেকে আলাদা নয়।

রাহুল গান্ধী আরও বলেন, তৃণমূল কংগ্রেসই বাংলায় বিজেপির উত্থানে সাহায্য করছে। তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় সরকার বাংলার জন্য বরাদ্দ অর্থ কমিয়ে দিয়েছে এবং মনরেগা প্রকল্পেও অর্থছাঁটাই করেছে।

শারদা ও রোজ ভ্যালি চিটফান্ড কেলেঙ্কারি, কয়লা পাচার এবং অবৈধ খনন নিয়েও তৃণমূল সরকারকে নিশানা করেন তিনি। তাঁর দাবি, এসব ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষ কোনও লাভ পাচ্ছেন না, বরং দলীয় সিন্ডিকেটই সব সুবিধা ভোগ করছে।

মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার ঃ চাঞ্চল্য

● প্রথম পাতার পর

মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতা বাসন্তী রিয়াং, কেদারছড়া এলাকার মনাচড়া গ্রামের বাসিন্দা এবং বনমালী রিয়াং-এর স্ত্রী। জানা গেছে, স্ত্রী-রোগজনিত সমস্যার কারণে গত ১২ এপ্রিল তাকে ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এরপর থেকেই তার চিকিৎসা চলছিল হাসপাতালে।

পরিবারের দাবি, ১৩ এপ্রিল রাত প্রায় ১০টা নাগাদ হঠাৎই হাসপাতালের বেড থেকে নিখোঁজ হয়ে যান বাসন্তী রিয়াং। অনেক খোঁজাখুঁজির পরও তার কোনো সন্ধান না মেলায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন স্বামী বনমালী রিয়াং। পরবর্তীতে মঙ্গলবার সকালে হাসপাতালের শৌচালয় থেকে তার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ধর্মনগর মহিলা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠায়।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পর মৃত্যুর প্রকৃত কারণ স্পষ্ট হবে। এরপর মৃতদেহ পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে।

এই ঘটনাকে ঘিরে হাসপাতাল চত্বরে ব্যাপক চাঞ্চল্য সৃষ্টি হয়েছে। কীভাবে একজন ভর্তি রোগী হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে শৌচালয়ে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেলেন, তা নিয়ে উঠছে একাধিক প্রশ্ন। পুরো ঘটনাই আপাতত রহস্যে ঘেরা, এবং তদন্তের পরই প্রকৃত সত্য সামনে আসবে বলে মনে করছে পুলিশ।

মহিলা সংরক্ষণে সংশোধনী

● প্রথম পাতার পর

অনুচ্ছেদের (৩) ধারা সংশোধন করে প্রস্তাব করা হয়েছে যে, "জনসংখ্যা" বলতে সেই জনগণনাকে বোঝানো হবে, যা সংসদ আইন দ্বারা নির্ধারণ করবে এবং যার তথ্য আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

সম্প্রতি কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা এই বিল অনুমোদন করেছে, যার লক্ষ্য লোকসভা ও বিধানসভাগুলিতে মহিলাদের জন্য ৩৩ শতাংশ সংরক্ষণ দ্রুত কার্যকর করা, পাশাপাশি লোকসভার আসন সংখ্যা বৃদ্ধি করা।

এছাড়াও ৮২ অনুচ্ছেদে সংশোধন এনে "প্রতিটি জনগণনা শেষ হওয়ার পর আসন বন্টন" বাক্যাংশের পরিবর্তে "আসন বন্টন" শব্দ ব্যবহার করার প্রস্তাব রাখা হয়েছে। এর ফলে ২০২৭ সালের জনগণনার সঙ্গে সংরক্ষণ কার্যকর করার শর্ত শিথিল করে ২০১১ সালের জনগণনার ভিত্তিতে তা ২০২৯ সালের সাধারণ নির্বাচনের আগেই কার্যকর করার পথ সুগম করা হবে।

বিলে ডিলিমিটেশন কমিশনের ভূমিকাও স্পষ্ট করা হয়েছে। সংশোধনী অনুযায়ী, আসন বন্টন নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এবং নির্দিষ্ট জনগণনার ভিত্তিতে ডিলিমিটেশন কমিশনের মাধ্যমে সম্পন্ন হবে।

এছাড়াও লোকসভা ও বিধানসভায় ঘূর্ণায়মান পদ্ধতিতে সংরক্ষিত আসন নির্ধারণ এবং সংরক্ষণের মেয়াদ সংক্রান্ত বিধান রাখা হয়েছে, যা সংসদ প্রয়োজনে বাড়াতে পারবে।

এদিন কেন্দ্রীয় সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, প্রস্তাবিত সংশোধনী বিলে কোনও বিতর্কিত বিষয় নেই এবং সব রাজনৈতিক দলকে বিষয়টি রাজনৈতিক রং না দিয়ে সমর্থন করার আহ্বান জানান।

তিনি আরও বলেন, "মহিলা সংরক্ষণের বিষয়টিকে রাজনৈতিক করা উচিত নয়। এতে নারীদের প্রতি অন্যায় হবে।" তিনি উল্লেখ করেন, নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম সর্বসম্মতভাবে পাস হয়েছিল এবং এবার তা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বিশেষ অধিবেশন ডাকা হয়েছে।

সরকার ১৬ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত তিন দিনের বিশেষ সংসদ অধিবেশন ডেকেছে, যেখানে এই বিল নিয়ে আলোচনা ও পাস করার পরিকল্পনা রয়েছে।

এদিকে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) তাদের সাংসদদের জন্য তিন লাইনের হুইপ জারি করেছে, যাতে তাঁরা ওই সময় সংসদে উপস্থিত থাকেন।

অবাধ ও শান্তিপূর্ণ

● প্রথম পাতার পর

এলাকাগুলিতে নিয়মিত টহলদারি চালু করা প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি, বুথগুলিতে ওয়েবকাস্টিং এবং স্ক্যানার ব্যবস্থা চালুর প্রস্তাব দেওয়া হলেও তা বাস্তবায়ন করা হয়নি বলে অভিযোগ।

এদিকে, ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হলেও এখন নজর ভোট গণনার দিকে। এই প্রেক্ষাপটে গণনাপর্বকে ঘিরে স্বচ্ছতা ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের কাছে একটি লিখিত আবেদনও জমা দিয়েছে বামফ্রন্ট। কমিশনার মনোজ কুমারের কাছে দেওয়া ওই স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, নির্বাচন চলাকালীন যেসব অনিয়ম ও অশান্তির অভিযোগ উঠেছে, তা মাথায় রেখে গণনাপর্বে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা জরুরি।

বামফ্রন্টের পক্ষ থেকে গণনাপর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে একাধিক প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে, সমস্ত গণনাকেন্দ্রে ভিতরে ও বাইরে কেন্দ্রীয় আধাসামরিক বাহিনীর কড়া নিরাপত্তা ব্যবস্থা, সর্বত্র সিসি ক্যামেরা নজরদারি চালু রাখা, গণনা এজেন্টদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে যাতায়াতের সময় পুলিশি সুরক্ষা প্রদান, গণনাকেন্দ্রে পর্যাপ্ত বসার ব্যবস্থা রাখা এবং ইভিএমের কন্টোল ইউনিটে প্রদর্শিত ফলাফল স্পষ্টভাবে দেখার সুযোগ ও তা নথিভুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত সময় দেওয়া।

পাশাপাশি, নির্বাচন পরবর্তী সময়েও বিরোধী দলের উপর সম্ভাব্য প্রতিহিংসামূলক হামলা রুখতে রাজ্যে মোতায়েন কেন্দ্রীয় বাহিনীকে অন্তত এক মাস ধরে রাখার দাবিও জানানো হয়েছে।

অঙ্গন

সমীরন চক্রবর্তী মেমোরিয়াল টি-২০ লিগে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ আগামীকাল

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আজ খেলা ছিল না। আগামীকালও বিরতি। পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে কোনও ম্যাচ রাখা হয় নি। ত্রিপুরা ক্রিকেট এসোসিয়েশন আয়োজিত টি-টোয়েন্টি টুর্নামেন্টের ছয়টি ভাইটাল ম্যাচ ১৬ এপ্রিল অনুষ্ঠিত হচ্ছে। তিন মাঠে দুই বেলায় ছয়টি ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। টিআইটি গ্রাউন্ডে সকাল সাড়ে আটটায় চলমান সংঘ খেলবে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাবের বিরুদ্ধে। একই সময়ে এমবিবি স্টেডিয়ামে ব্লাড মাউথ ক্লাব এবং ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস পরস্পরের মুখোমুখি হবে। পুলিশ ট্রেনিং একাডেমি গ্রাউন্ডে কসমোপলিটন ক্লাব খেলবে ইউনাইটেড বি এস টি-র বিরুদ্ধে। এমবিবি স্টেডিয়ামে বেলা একটায় হার্ভে ক্লাব ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব, পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে ওল্ড প্লে সেন্টার ও শতদল সংঘ, টিআইটি গ্রাউন্ডে বিসিসি বা বনমালীপুর ক্রিকেট ক্লাব এবং পোলস্টার ক্লাব পরস্পরের বিরুদ্ধে খেলবে। উল্লেখ্য, গ্রুপে এ-তে এখন পর্যন্ত শতদল সংঘ ও ব্লাড মাউথ ক্লাব পরপর তিনটি ম্যাচে জয়ী হয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। ওল্ড প্লে সেন্টার দুটি, পোলস্টার ক্লাব ও সংহতি ক্লাব একটি করে ম্যাচে জয় পেয়েছে। গ্রুপ বি থেকে জয়নগর ক্রিকেট ক্লাব ও স্ফুলিঙ্গ ক্লাব পরপর তিনটি ম্যাচে জয়ী হয়ে জয়ের হ্যাটট্রিক করে নিয়েছে। কসমোপলিটন ও হার্ভে ক্লাব জয় পেয়েছে দুইটি করে ম্যাচে। চলমান সংঘ জয় পেয়েছে একটি ম্যাচে। উল্লেখ্য, ১৪ টি ক্লাব দলের মধ্যে সাতটি করে দল নিয়ে গঠিত দুটি গ্রুপের লীগ পর্যায়ের খেলা চলবে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত। দুটি গ্রুপের সেরা চারটি করে দল নিয়ে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচ হবে ২৩ ও ২৪ এপ্রিল। ২৬ এপ্রিল সেমিফাইনালের পর ২৮ এপ্রিল ফাইনাল ম্যাচ অনুষ্ঠিত হবে। কোয়ার্টার ফাইনালে পৌঁছার লক্ষ্যে বিজয়ী দলগুলো জয়ের ধারা অব্যাহত রাখতে চাইছে।

ম্যাচ খেলে ফেরার সময় মুখোশধারীদের এলোপাথাড়ি গুলি ! বিশ্বকাপের আগে প্রয়াত তরুণ ফুটবলার

ম্যাচ খেলে ফিরছিল দল। সেই সময়ই গাড়িতে সশস্ত্র ডাকাত দলের আক্রমণ। পালিয়েও বাঁচতে পারলেন না ঘানার ফুটবলার। ঘানার প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব বেরেকুম চেলসির উইঙ্গার ডমিনিক ফ্রিমপংয়ের অকাল মৃত্যুতে শোকের ছায়া ফুটবল মহলে। ঘানার ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনও বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। ২০ বছর বয়সি ফুটবলারকে অনেকেই ঘানার ভবিষ্যৎ তারকা বলে মনে করছিলেন।

ঘানার দক্ষিণ অঞ্চলের শহর সামরেবোইয়েতে সামারটেক্সের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে ফিরছিল বেরেকুম চেলসি। ফেরার পথে গোয়াসো-বিবিয়ানি সড়কে ডাকাত দলের কবলে পড়ে তাদের বাস। ডাকাতরা রাস্তা আটকে দিতেই চালক বাসটি পিছনোর চেষ্টা করে। সেই সময় মুখোশধারী ডাকাতরা রাইফেল থেকে বাস লক্ষ্য এলোপাথাড়ি গুলি ছুড়তে থাকে। প্রাণ বাঁচাতে খেলোয়াড় ও স্টাফরা নেমে পাশের ঝোপঝাড়ে আশ্রয় নেওয়ার চেষ্টা করেন। সেই সময় ডাকাতদের গুলিতে গুরুতর আহত হন ফ্রিমপং। পরে হাসপাতালে যাওয়ার সময় প্রাণ হারান। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তবে এখনও কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

ঘানার ফুটবলে এই ধরনের ঘটনা নতুন নয়। ২০২৩ সালেও এই সামারটেক্সের বিপক্ষে ম্যাচ খেলে ফেরার পথে লেগন সিটিসের বাসে হামলা চালিয়েছিল ডাকাতরা। সেই যাত্রায় কেউ হতাহত হননি। এবার প্রাণ গেল ফ্রিমপংয়ের। তারপরই হুঁশ ফিরেছে ঘানা ফুটবল সংস্থার। তারা জানিয়েছে, ঘরোয়া টুর্নামেন্টের ম্যাচ খেলতে যাতায়াতের সময় ক্লাবগুলোর নিরাপত্তাব্যবস্থা আরও জোরদার করা হবে।

আদুনা স্টার্সের হয়ে কেরিয়ার শুরু হয় ফ্রিমপংয়ের। সেখান থেকে লোনে চলে আসেন বেরুকুম চেলসিতে। বিশ্বকাপের দলেও ফ্রিমপং সুযোগ পেতে পারতেন বলে অনেকে মনে করছিলেন। বিশ্বকাপে ঘানা 'এল' গ্রুপে আছে। তাদের গ্রুপে রয়েছে ইংল্যান্ড, ক্রোয়েশিয়া ও পানামা। ঘানার ফুটবল সংস্থা জানিয়েছে, 'ডমিনিক ফ্রিমপংয়ের মৃত্যু শুধু বেরেকুম চেলসির জন্যই নয়, পুরো ঘানা ফুটবলের জন্য এক বিশাল ক্ষতি। ডমিনিক এক উজ্জ্বল প্রতিভা ছিলেন; ফুটবলের প্রতি তাঁর নিষ্ঠা ও আবেগ ছিল আমাদের লিগের প্রাণশক্তি।'

থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন রাজ্যের চার অভিজ্ঞ অ্যাথলেট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আন্তর্জাতিক ক্রীড়াঙ্গনে ফের একবার ত্রিপুরার নাম উজ্জ্বল করতে থাইল্যান্ডের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছেন রাজ্যের চার অভিজ্ঞ অ্যাথলেট। আগামী ১৭ থেকে ২১ এপ্রিল থাইল্যান্ডের ব্যাংককে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে 'ওয়ার্ল মাস্টার্স চ্যাম্পিয়নশিপ-২০২৬'। এই মেগা ইভেন্টে ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে অংশ নেবেন ত্রিপুরার প্রিয় লাল সাহা, আশিস কর, নারায়ণ ঘোষ এবং মালু মিয়া।

মঙ্গলবার এই চার কৃতি খেলোয়াড়কে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানিয়ে এক বর্ণাঢ্য সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল।"প্রজাপিতা ব্রহ্ম কুমারী ঈশ্বরীয় বিশ্ববিদ্যালয়"-এর অধীনস্থ "মাস্টার্স স্পোর্টস উইং"-এর পক্ষ থেকে এই সংবর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছিল।

রাজ্য দলের এই অ্যাথলেটদের ট্র্যাক রেকর্ড অত্যন্ত প্রশংসনীয়। উল্লেখ্য, এই দলের অধিকাংশ সদস্যই বিগত দিনে ফিলিপিনস এবং নেপালে অনুষ্ঠিত মাস্টার্স ওয়ার্ল চ্যাম্পিয়নশিপে পদক জয় করে রাজ্যের জন্য গৌরব বয়ে এনেছিলেন। সেই অভিজ্ঞতাকে পাথেয় করেই এবার ব্যাংককের আন্তর্জাতিক ট্র্যাকেও তারা সফল হবেন বলে আশা করা হচ্ছে। আজ, ত্রিপুরার এই চার সদস্যের দল ব্যাংককের উদ্দেশ্যে রওনা হয়েছেন। ১৭ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া এই প্রতিযোগিতায় ভারতের হয়ে পদক জয়ের লড়াইয়ে নামবেন তারা। রাজ্যের ক্রীড়া প্রেমীরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাদের সাফল্যের খবর শোনার জন্য।

চোটের জায়গায় স্ক্যান হল রোহিতের, পঞ্জাব ম্যাচে শর্মার খেলা নিয়ে জল্পনা, দিতে হবে ফিটনেস পরীক্ষা

বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোট পেয়েছিলেন তিনি। ব্যাট করার সময় মাঝপথেই উঠে যান। আর নামেননি। এ বার পঞ্জাব ম্যাচে রোহিত শর্মার খেলা নিয়ে জল্পনা তৈরি হল। তাঁকে ফিটনেস পরীক্ষা দিতে হবে। পাশ করলে তবেই খেলতে পারবেন। রবিবার ১৩ বলে ১৯ রান করে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে যান রোহিত। তার আগেই মাঠে এক বার চিকিৎসক ডেকে শুশ্রূষা করান। তার পরেও ইনিংস এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। সোমবার সকালে মুম্বইয়ের একটি হাসপাতালে তাঁর চোটের জায়গায় স্ক্যান করা হয়। মুম্বইয়ের ফিজিয়ো নীতীন পটেল রোহিতের সঙ্গে ছিলেন। এই প্রতিবেদন লেখা পর্যন্ত স্ক্যানের রিপোর্ট আসেনি।

'রেভস্পোর্টজ'কে মুম্বই দলের এক সূত্র বলেছেন, "রোহিতের চোটের দিকে কড়া নজর রাখছেন ফিজিয়ো। আমরা জানি এখন প্রত্যেকটা ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে ঘরের মাঠের ম্যাচ। তবে রোহিতকে নিয়ে কোনও ঝুঁকি নেওয়া হবে না।"

মঙ্গলবার রোহিতকে নির্দিষ্ট কিছু ফিটনেস ড্রিল করানো হতে পারে। সেখানে রোহিত কেমন পারফর্ম করেন তার উপরে নির্ভর করছে মঙ্গলবারের ম্যাচে তিনি খেলবেন তিনি। ওই সূত্রের দাবি, "আমাদের হাতে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার নিয়ম রয়েছে। যদি রোহিত ব্যাট করতে পারে তা হলে ওকে গত বছরের মতোই ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হিসাবে খেলানো হতে পারে।"

নির্বাচকদের তালিকায় বৈভব ! দু'মাসের মধ্যেই দেশের হয়ে খেলার সম্ভাবনা

অপেক্ষা আর দু'মাসের। তার পরেই সচিন তেন্ডুলকরের রেকর্ড ভেঙে দিতে পারে বৈভব সূর্যবংশী। আইপিএল শেষ হওয়ার পর জুনে আয়ারল্যান্ড সফরে ভারতের টি-টোয়েন্টি দলে ১৫ বছরের বৈভবকে রাখা হবে বলেই মনে করা হচ্ছে।

যদি সত্যিই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় বৈভবের, তবে সবচেয়ে কম বয়সে ভারতের হয়ে খেলার রেকর্ড গড়বে বৈভব। ভেঙে দেবে সচিনের ৩৭ বছরের পুরনো রেকর্ড। ১৯৮৯ সালে ১৬ বছর ২০৫ দিন বয়সে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে টেস্ট খেলেছিলেন সচিন।

'দ্য ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' সংবাদপত্রের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আয়ারল্যান্ড সফরের জন্য বৈভবকে ইতিমধ্যেই সম্ভাব্য তালিকায় রাখা হয়েছে। ২৬ এবং ২৮ জুন ভারতের দুটি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে। বিসিসিআই-এর একটি সূত্র জানিয়েছেন, "আয়ারল্যান্ড সফরের জন্য বৈভব বিবেচনায় রয়েছে এবং নির্বাচকেরা তার নাম সম্ভাব্য তালিকায় রেখেছেন।"

আয়ারল্যান্ডে ভাল খেলতে পারলে পরবর্তী জিম্বাবোয়ে সফরের দলেও বৈভবকে রাখা হবে বলে খবর। সেখানে ২৩ থেকে ২৬ জুলাইয়ের মধ্যে ভারতের তিনটি ম্যাচ খেলার কথা রয়েছে। যেহেতু আয়ারল্যান্ড এবং জিম্বাবোয়ের মতো তুলনায় দুর্বল দু'টি দলের সঙ্গে ভারতের খেলা রয়েছে, নির্বাচকেরা এই সুযোগ হাতছাড়া করতে চাইছেন না।

বিভিন্ন মহল থেকে দাবি উঠেছে, আর অপেক্ষা না করে বৈভবকে এখনই জাতীয় দলে খেলানো হোক।

বোর্ডেরই প্রাক্তন কোষাধ্যক্ষ এবং বর্তমান আইপিএল চেয়ারম্যান অরুণ ধুমল কিছু দিন আগেই সামাজমাধ্যমে লিখেছিলেন, "এ বারের আইপিএলে বৈভব সূর্যবংশীর কী অসাধারণ ব্যাটিং প্রদর্শনী! ওর পারফরম্যান্স বিবেচনা করলে এই বলতেই হয়, এই বিস্ময়কর প্রতিভা অবশ্যই সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড় হিসেবে ভারতের হয়ে অভিষেকের দাবি রাখে। এত কম বয়সে এমন প্রতিভাবান কাউকে খুঁজে পাওয়া বিরল। ভারতের সর্বকনিষ্ঠ অভিষেককারী হিসেবে ওর খেলার সুযোগ পাওয়া উচিত।"

ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক মাইকেল ভন বিসিসিআই-এর কাছে বৈভবকে বিবেচনা করার আহ্বান জানান। এ বারের আইপিএলে রাজস্থান রয়্যালসের প্রথম ম্যাচেই চেন্নাই সুপার কিংসের বিরুদ্ধে বৈভব ১৭ বলে ম্যাচ জেতানো ৫২ রান করে। তার পরেই ভন এই মন্তব্য করেন। এর পর ইরফান পাঠান, হরভজন সিংহ-সহ আরও অনেক প্রাক্তন ক্রিকেটার বিসিসিআইকে বলেছেন, আইপিএলের পরেই বৈভবকে ভারতীয় দলে নেওয়া হোক।

অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি অবশেষে এই আবেদনে সাড়া দিচ্ছে বলে মনে করা হচ্ছে।সোমবারের আগে ভারতের ঘরোয়া ক্রিকেটের কয়েক জন বাদে কেউই চিনতেন না তাঁকে। আইপিএলের জগতে তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ অপরিচিত। নিলামে ৩০ লক্ষ টাকা দামে বিক্রি হওয়া ক্রিকেটারকে যে কেউ মাথায় রাখবে না সেটাই স্বাভাবিক। সোমবার সব হিসাব বদলে দিলেন প্রফুল হিঙ্গে। আইপিএলের অভিষেকে প্রথম ওভারেই তিনটি উইকেট, ম্যাচে চারটি উইকেট! স্বপ্নের অভিষেক একেই বলে। আইপিএলের অভিষেকে যে এমন কাণ্ড করবেন, এই স্বপ্ন আগে থেকেই না কি দেখে রেখেছিলেন প্রফুল। ম্যাচের পর সে কথাই বলেছেন।

নাগপুরের ক্রিকেটার প্রফুলের কথায়, "এটা আগেই ভেবে রেখেছিলাম। গত বছর কোথাও একটা লেখা ছিল যে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামলে নিশ্চিত ভাবে চার-পাঁচ উইকেট নেব। পাওয়ার প্লে-তে যতটা সম্ভব বিপক্ষকে শাসন করতে চেয়েছিলাম। আমি ভাগ্যে বিশ্বাস করি। বাকিদের কথা জানি না। আমি করি।"

প্রফুল কে, কোথা থেকে উঠে এসেছেন এ নিয়ে ম্যাচের মাঝেই শুরু হয়ে যায় আলোচনা। সঞ্চালক মুরলী কার্তিকই জানিয়েছেন, টেনিস বল ক্রিকেট খেলে উত্থান প্রফুলের। জোরে বোলার নিজে বলেছেন, "আমি ১৩ বছর বয়সে ক্রিকেট খেলা শুরু করি। তখন চামড়ার বলে ক্রিকেটের ব্যাপারে জানতামই না। ওই বয়সেই আমি বাবাকে বলেছিলাম যে, কোনও একটা ক্লাবে যোগ দিতে চাই। বারদুয়েক বাবা বারণ করেছিল। বলেছিল আমি খুব ছোট। তার পর এক দিন রাজি হয়ে গিয়ে একটা ক্লাবে ভর্তি করায়। সেখান থেকেই সব শুরু হয়। তার পর থেকে নিয়মিত খেলা শুরু করি। এই জায়গায় আজ দাঁড়িয়ে খুব ভাল লাগছে। এই পুরস্কার পরিবারকে উৎসর্গ করতে চাই। আমার জন্য অনেক আত্মত্যাগ করেছে। ওদের কঠোর পরিশ্রম এবং আত্মত্যাগই আমাকে সাফল্য এনে দিয়েছে।"

এ দিন দ্বিতীয় বলেই বৈভব সূর্যবংশীকে করেন আউট করেন প্রফুল। সেটাকেই সেরা উইকেট বেছেছেন। বলেছেন, 'বৈভব ছন্দে ছিল। তাই প্রথম উইকেটটাই সেরা। দু'-একজনকে বলেওছিলাম যে, প্রথম বলেই বৈভবকে বাউন্সার বা কোনও কঠিন বল করব। প্রথম বলেই ওর উইকেট নিতে চেয়েছিলাম। আমাদের বোলিং কোচ বরুণ ভাইও (অ্যারন) অনেক সাহায্য করেছেন। যাঁরাই আমার পাশে থেকেছেন তাঁদের সকলকে ধন্যবাদ।"

অতীতে চোট-আঘাতের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে প্রফুলকে। এখন সে সব সারিয়ে সুস্থ তিনি। বলেছেন, "এখন পুরো ফিট। এমআরএফ অ্যাকাডেমিতে থাকার সময় নবীন স্যর, ফিজিয়ো আমার খেয়াল রেখেছিলাম। এই পর্যায়ে পৌঁছনোর পিছনে ওঁদেরও হাত রয়েছে।"

শেষ মুহূর্তে পরিত্রাতা কামিংস, দু'বার পিছিয়ে পড়েও পঞ্জাবকে হারিয়ে দু'নম্বরে উঠল মোহনবাগান

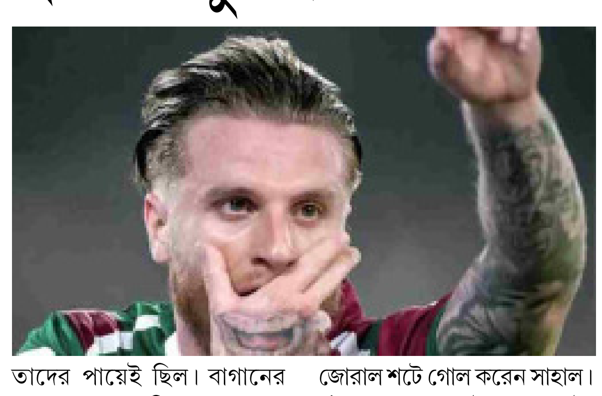

সুযোগ কাজে লাগাতে পারলে দু'দলই অসংখ্য গোল করতে পারত। কিন্তু পাল্লা দিয়ে গোল মিস্ করলেন মোহনবাগান ও পঞ্জাব এফসির ফুটবলারেরা। শেষ পর্যন্ত মোহনবাগানের পরিত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন জেসন কামিংস। সংযুক্তি সময়ে ফ্রি কিক থেকে গোল করলেন তিনি। দু'বার পিছিয়ে পড়েও শেষ পর্যন্ত ৩-২ গোলে জিতল বাগান। পর পর তিন ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার পর জয়ে ফিরল তারা। পয়েন্ট তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে উঠে এল সবুজ-মেরুন। ২৪ ঘণ্টা আগেই মোহনবাগানকে টপকে গিয়েছিল ইস্টবেঙ্গল। এ বার আবার লাল-হলুদকে টপকাল সবুজ-মেরুন। তবে এক ম্যাচ বেশি খেলেছে মোহনবাগান।লিগের দৌড়ে থাকা দল ঘরের মাঠে কোথায় বাড়তি তাগিদ দেখাবে, তা না, খেলার শুরু থেকে চাপ বাড়াতে শুরু করে পঞ্জাব এফসি। ড্যানি র‍্যামিরেজ, এফিয়ং সুনগুসি, ওসুজিদের পায়ে আক্রমণে উঠছিল তারা। চাপ বাড়ানোর ফলও পায় পঞ্জাব। ১২ মিনিটের মাথায় এগিয়ে যায় তারা। বাঁ প্রান্তে বল ধরে বক্সে ক্রস দেন উবেইস। পা বাড়িয়েও বলের নাগাল পাননি এফিয়ং। কিন্তু র‍্যামিরেজ ভুল করেননি। বিশাল কাইথকে পরাস্ত করে পঞ্জাবকে এগিয়ে দেন তিনি।গোল খাওয়ার পর বাগানের খেলায় কিছুটা বাড়তি তাগিদ দেখা যায়। বলের দখল নিয়ে আক্রমণে উঠছিলেন দিমিত্রি পেত্রাতোস, লিস্টন কোলাসোরা। কিন্তু পঞ্জাবের রক্ষণ সতর্ক ছিল। ২৭ মিনিটের মাথায় লিস্টনের শট ভাল বাঁচান অর্শদীপ সিংহ। অবশ্য দু'মিনিট পরেই বাগানের হয়ে সমতা ফেরান জেমি ম্যাকলারেন। রবসন রবিনহোর ক্রস ধরে বক্সে ঢুকে প্রথম পোস্ট দিয়ে অর্শদীপকে পরাস্ত করে গোল করেন তিনি। চলতি আইএসএলে সবচেয়ে বেশি ৮ গোলের মালিক হলেন তিনি।প্রথমার্ধের বাকি সময়ে আক্রমণ প্রতি-আক্রমণের খেলা চলছিল। অ্যাওয়ে ম্যাচ হলেও পঞ্জাবকে দেখে মনে হয়নি, চাপে রয়েছে তারা। বিরতির আগে ম্যাকলারেনের পাস থেকে বল জালে জড়িয়ে দেন পেত্রাতোস। কিন্তু অফসাইডে ছিলেন তিনি। ফলে গোল বাতিল হয়। ১-১ গোলে বিরতিতে যায় দু'দল।দ্বিতীয়ার্ধের শুরু থেকে আক্রমণের ঝাঁজ অনেক বেশি ছিল পঞ্জাবের। মাঝমাঠের দখল তাদের পায়েই ছিল। বাগানের রক্ষণ ভুল করছিল। বার বার বিশালের গোল লক্ষ্য করে র‍্যামিরেজ, ওসুজিরা শট মারছিলেন। ৫৯ মিনিটের মাথায় গোল করা সহজ সুযোগ পান এফিয়ং। বক্সের মধ্যে থেকে মারা তাঁর শট ভাল বাঁচান বিশাল। যদিও পরের মিনিটেই বাগানের রক্ষণের ভুলে আবার এগিয়ে যায় পঞ্জাব।র‍্যামিরেজ ও ওসুজি নিজেদের মধ্যে পাস খেলেন। বল বার করার সুযোগ ছিল অভিষেক মিতেইয়ের কাছে। কিন্তু তাঁর পায়ে লেগে বল যায় এফিয়ংয়ের কাছে। চলন্ত বলে বাঁ পায়ের টোকায় বিশালকে পরাস্ত করেন এফিয়ং। পঞ্জাবের ফুটবলারেরা নিজেদের মধ্যে সুন্দর বোঝাপড়া করে আক্রমণে উঠছিলেন। অন্য দিকে মোহনবাগানকে ছন্নছাড়া দেখাচ্ছিল। মিস্ পাস হচ্ছিল। সুযোগ কাজে লাগাতে পারছিলেন না পেত্রাতোসেরা।৭৩ মিনিটের মাথায় একক দক্ষতায় বাগানকে খেলায় ফেরান সাহাল আব্দুল সামাদ। প্রায় ৩০ গজ দূরে বল পেয়েছিলেন তিনি। সেখান থেকে জোরাল শটে গোল করেন সাহাল। তাঁর ডান পায়ের শট অনেক চেষ্টা করেও বাঁচাতে পারেননি অর্শদীপ। হাঁপ ছেড়ে বাঁচেন কোচ সের্জিয়ো লোবেরা। নইলে বাগান তখন যে ভাবে খেলছিল, তাতে গোল করা কঠিন ছিল।এক বারের জন্যও মনে হয়নি, ১ পয়েন্টের জন্য খেলছে পঞ্জাব। ৭৮ মিনিটের মাথায় বাগানের বক্সে বল পান এফিয়ং। তাঁর শট ভাল বাঁচান বিশাল। নইলে আবার পিছিয়ে পড়ত মোহনবাগান। এই ম্যাচে বিশাল না থাকলে পঞ্জাব অন্তত আরও দু'টি গোল করত। গোল করার জন্য জেসন কামিংসকেও নামিয়ে দেন লোবেরা। কিন্তু বাগানের খেলায় সেই ছন্দ দেখা যাচ্ছিল না।অন্য দিকে গোটা ম্যাচ জুড়ে দাপট দেখায় পঞ্জাব। সেটা পরিসংখ্যান থেকেই স্পষ্ট। ৮৫ মিনিট পর্যন্ত বাগানের গোল লক্ষ্য করে ১৫টি শট মারে পঞ্জাব। তার মধ্যে সাতটি গোলে ছিল। অন্য দিকে মোহনবাগান শট মারে আটটি। তার মধ্যে চারটি ছিল গোলে। ঘরে মাঠে মোহনবাগানের বিরুদ্ধে কোনও দলের এই দাপট অনেক দিন দেখা যায়নি।সময় কমছিল। আরও একটি ম্যাচ ড্রয়ের দিকে এগোচ্ছিল। লোবেরা জানতেন, এই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করলে আইএসএল জেতার দৌড়ে অনেকটাই পিছিয়ে পড়বেন তিনি। কিন্তু যে খেলাটা পেত্রাতোসেরা দেখালেন, তাতে আশাহত হবেন সবুজ-মেরুন সমর্থকেরা। প্রথম চার ম্যাচে কি এই ফুটবলারেরাই খেলছিলেন? প্রশ্ন উঠছে। রোজ রোজ কিন্তু শেষ মুহূর্তে জেতা যাবে না।৮৫ মিনিটের মাথায় বিশালকে একা পেয়েও গোল করতে পারেননি এফিয়ং। তাঁর শট পোস্টের বাইরে দিয়ে বেরিয়ে যায়। পরের মিনিটে একক দক্ষতায় বক্সে ঢুকে শট মারেন অভিষেক মিতেই। সেই বল পান কামিংস। সামনে শুধু গোলরক্ষক একাই ছিলেন। সেখান থেকে গোল করা অপরাধ। কামিংস সেটাই করলেন। গোল করতে পারেননি তিনি।যদিও সেই কামিংসই শেষ পর্যন্ত পরিত্রাতা হয়ে দাঁড়ালেন বাগানের। সংযুক্তি সময়ের প্রথম মিনিটে তাঁর ফ্রি কিকের উচ্চতা বুঝতে পারেননি অর্শদীপ। গোল ছেড়ে বেরিয়ে আসেন তিনি। কিন্তু বলের নাগাল পাননি। বল সরাসরি জালে জড়িয়ে যায়। সেখান থেকে আর ফিরতে পারেনি পঞ্জাব। এই জয়ের ফলে আট ম্যাচে ১৭ পয়েন্ট নিয়ে দ্বিতীয় স্থানে উঠল বাগান। জামশেদপুরকে টপকে গেল তারা। শীর্ষে মুম্বই সিটি এফসি। আট ম্যাচে তাদের পয়েন্ট ১৮।

লাফিয়ে বাড়ল মহিলাদের টি-২০ বিশ্বকাপের পুরস্কার মূল্য, চ্যাম্পিয়ন হলে কত পাবেন স্মৃতি-হরমনরা ?

চলতি বছরের জুন-জুলাই মাসে মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। তার দু'মাস আগে বিরাট ঘোষণা আইসিসি'র। এক ধাক্কায় অনেকটা বাড়ল পুরস্কার মূল্য। গতবারের থেকে অনেকটা বেড়ে এবার মোট পুরস্কার মূল্য হয়েছে প্রায় ৮২ কোটি টাকা। আজ পর্যন্ত মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে এটাই সর্বোচ্চ পুরস্কার মূল্য। যা পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মোট অর্থের অনেকটাই কাছাকাছি। এবার বিশ্বকাপ হবে ১২টি দলের। ইংল্যান্ড ও ওয়েলসের মাটিতে ১২ জুন থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত চলবে মহারণ। গতবার চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল নিউজিল্যান্ড। এই ট্রফি এখনও অধরা ভারতের। ওয়ানডে বিশ্বকাপ জেতার পর এবার অধরা টি-টোয়েন্টি খেতাব জয়ের জন্য ঝাঁপাবেন হরমনপ্রীত কৌর-স্মৃতি মন্ধানারা।

সম্প্রতি আইসিসি থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, বিশ্বকাপের মোট পুরস্কার মূল্য ৮৭ লক্ষ ৬৪ হাজার ৬১৫ মার্কিন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যার পরিমাণ ৮১ কোটি ৮৩ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে চ্যাম্পিয়ন দল পাবে ২১ কোটি টাকা। রানার্সরা পাবে ১০ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। দুই সেমিফাইনালিস্ট পাবে ৬ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা করে। গ্রুপ স্টেজে প্রতি ম্যাচ জয়ে ২৯ লক্ষ টাকা করে পাবে দলগুলো। বিশ্বকাপে শুধু অংশগ্রহণ করলেই ২ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা করে পাবে প্রতিটি দল। সেখানে ২০২৪-এর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মোট পুরস্কার মূল্য ছিল ৭৫ লক্ষ মার্কিন ডলার।

উল্লেখ্য, গতবছর ভারতের মাটিতে মহিলাদের ওয়ানডে বিশ্বকাপের মোট পুরস্কার মূল্য ছিল ১৩.৮৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থাৎ ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১২২ কোটি টাকা। অন্যদিকে পুরুষদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মোট পুরস্কার মূল্য ছিল ১২০ কোটি টাকা। যেখানে চ্যাম্পিয়ন দল ভারত পায় ২৭.৪৮ কোটি টাকা। এবার মহিলাদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের পুরস্কার মূল্য বৃদ্ধি নিয়ে আইসিসি'র সিইও সংযোগ গুপ্ত বলেন, "মহিলদের ক্রিকেট দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এবার ১২ দলের বিশ্বকাপ হবে। তার মধ্যে রেকর্ড পুরস্কার মূল্য বুঝিয়ে দিচ্ছে আমরা ক্রিকেটকে আরও ছড়িয়ে দিতে দায়বদ্ধ।"

ছন্দে ফেরা ইস্টবেঙ্গলে নববর্ষের আগে ধাক্কা বাকি মরসুম থেকে ছিটকে গেলেন মহেশ

ছন্দে ফেরা ইস্টবেঙ্গলে ধাক্কা। নাওরেম মহেশ সিংহ ছিটকে গেলেন গোটা মরসুম থেকেই। চেন্নাইয়িন এফসি ম্যাচে চোট পেয়েছিলেন তিনি। মহেশের ছিটকে যাওয়ার খবর মঙ্গলবার জানিয়েছেন ইস্টবেঙ্গল কর্তৃপক্ষ।নববর্ষের আগের দিন উদ্বেগ বাড়ল লাল-হলুদ শিবিরে। দেশের অন্যতম সেরা ফুটবলারকে ছাড়াই বাকি মরসুমের পরিকল্পনা করতে হবে কোচ অস্কার ব্রুজোকে। চেন্নাইয়িন ম্যাচে চোট পাওয়ার পরই আশঙ্কা তৈরি হয়েছিল লাল-হলুদ মিডফিল্ডারকে নিয়ে। সেই আশঙ্কাই সত্যি হল।চেন্নাইয়িনের বিরুদ্ধে ৫৭ মিনিটে মহেশকে নামিয়ে ছিলেন ব্রুজো। ১০ মিনিট পরেই হাঁটুতে চোট পেয়েছিলেন তিনি। যন্ত্রণা নিয়ে মাঠ ছাড়তে হয় মহেশকে। ইস্টবেঙ্গল বিবৃতিতে বলেছে, "কয়েক দিন আগে চেন্নাইয়িন এফসির বিরুদ্ধে অ্যাওয়ে ম্যাচে চোট পান নাওরেম মহেশ সিংহ। ক্লাবের মেডিক্যাল টিমের তত্ত্বাবধানে রয়েছেন তিনি। মহেশের চোট কতটা গুরুতর, তা নির্ধারণের চেষ্টা করছেন চিকিৎসকেরা। তবে মনে করা হচ্ছে, বাকি মরসুমে আর খেলতে পারবেন না মহেশ। আমরা ওর দ্রুত সুস্থতা কামনা করি। এই কঠিন সময় মহেশকে সবরকম সাহায্য করার জন্য ক্লাব প্রস্তুত।"আগামী বৃহস্পতিবার যুবভারতীতে ইস্টবেঙ্গলের প্রতিপক্ষ সুনীল ছেত্রীর বেঙ্গালুরু এফসি। গুরুত্বপূর্ণ এই ম্যাচের আগে চিন্তা বাড়ল লাল-হলুদ শিবিরের।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021-2023

সাব্রুমে ইভিএম বিতর্ক ঘিরে উত্তেজনা

লাঠিচার্জে আহত তিপ্রা মথার কর্মীরা, এসপির সঙ্গে সাক্ষাৎ বিধায়ক রনজিত দেববর্মার

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: গত ১২ এপ্রিল ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচন রাজ্যজুড়ে অনুষ্ঠিত হলেও, সাব্রুম মহকুমায় ইভিএম বহনকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায়।

অভিযোগ অনুযায়ী, ২৭ পূর্ব মহুরীপুর-ভূরাতলী এবং ২৮ শিলাছড়ি-মনুবনকুল কেন্দ্রের নির্বাচনী আধিকারিকরা সামসিং স্কুল থেকে একটি বাসে করে ইভিএম নিয়ে সাব্রুম মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে স্ট্রং রুমের দিকে যাচ্ছিলেন। সেই সময় তিপ্রা মথার কর্মীরা অভিযোগ তোলেন যে, বাসটিতে বহিরাগত লোকজনকে তোলা হয়েছে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে উত্তেজনা সৃষ্টি হয় এবং বাসে হামলার চেষ্টা করা হয় বলে জানা যায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এতে তিপ্রা মথার বেশ কয়েকজন কর্মী আহত হন। অভিযোগ, লাঠিচার্জ চলাকালীন এক নিরাপত্তারক্ষী তিপ্রা মথার মহিলা সংগঠনের নেত্রী তথা তিপ্রা উইমেন্স ফেডারেশন (টিডব্লিউএফ)-এর দক্ষিণ জেলা সদস্য সুপ্রিয়া চৌধুরীকে পেছন থেকে লাথি মারেন, যা পরিস্থিতিকে আরও উত্তপ্ত করে তোলে।

এ ঘটনার পর আজ, তিপ্রা মথার নেতৃত্বে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা, টিডব্লিউএফ-এর সভানেত্রী মনিহার দেববর্মা এবং অন্যান্য সংগঠনের নেতৃত্বরা দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার (এসপি)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তাঁরা ১২ এপ্রিল সাব্রুম এসডিএম অফিসের সামনে স্ট্রং রুমের বাইরে সুপ্রিয়া চৌধুরীর উপর বেআইনি হামলা, অতিরিক্ত বলপ্রয়োগ এবং নানা ধরনের লঙ্ঘনের অভিযোগ তুলে ধরেন।

এছাড়াও, তাঁরা কলাছড়ায় সুপ্রিয়া চৌধুরীর বাসভবনে গিয়ে তাঁর শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নেন। তাঁদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রের প্রার্থী দেবজিৎ ত্রিপুরা ও মনীন্দ্র ত্রিপুরা।

সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বিধায়ক রঞ্জিত দেববর্মা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, "ঘটনার তিন দিন পার হয়ে গেলেও স্বরাষ্ট্র দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিকদের নীরবতা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।" তিনি আরও জানান, এসপি ও ডিজির সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছে এবং শীঘ্রই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে আশ্বাস পাওয়া গেছে।

খোয়াইয়ে স্ট্রং রুম পরিদর্শনে আইজি

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৪ এপ্রিল: ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ (টিটিএএডিসি) নির্বাচনের ফল ঘোষণাকে সামনে রেখে খোয়াই মহকুমায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করতে সক্রিয় প্রশাসন। সেই প্রেক্ষিতে আজ খোয়াই মহকুমা শাসক কার্যালয়ে স্ট্রং রুম ও গণনা সংক্রান্ত ব্যবস্থাপনা খতিয়ে দেখতে পরিদর্শনে আসেন আইজি (ল' অ্যান্ড অর্ডার) এল. এন. অর্ডার।

জানা গেছে, খোয়াই মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের স্ট্রং রুমে ৯ ও ১২ নম্বর কেন্দ্রের ইভিএম মেশিন সংরক্ষিত রয়েছে। এই মেশিনগুলির নিরাপত্তা ও সার্বিক আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতেই তাঁর এই পরিদর্শন।

পরিদর্শনকালে তিনি পুলিশি নিরাপত্তা, স্ট্রং রুমের সুরক্ষা ব্যবস্থা এবং গণনা কেন্দ্রের প্রস্তুতি নিয়ে বিস্তারিত খোঁজখবর নেন। পাশাপাশি জেলা পুলিশ সুপার সহ অন্যান্য পুলিশ আধিকারিকদের সঙ্গে বৈঠক করে আসন্ন গণনা পর্বে আইনশৃঙ্খলা বজায় রাখার বিষয়ে আলোচনা করেন।

উল্লেখ্য, আগামী ১৭ তারিখ নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা করা হবে। তার আগে যাতে কোথাও কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সে বিষয়েই প্রশাসন বিশেষভাবে সতর্ক রয়েছে।

এদিন আইজি সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বার্তা দিয়ে বলেন, নির্বাচনে জয়-পরাজয় থাকবেই। তাই সকলকে শান্তি-সম্প্রীতি বজায় রেখে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করার জন্য এবং সর্বদলকে সহযোগিতার আহ্বান জানান।

চৈত্র সংক্রান্তি ও নববর্ষের প্রাক্কালে ঢাকায় বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, উপস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা

ঢাকা, ১৪ এপ্রিল : চৈত্র সংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষকে সামনে রেখে ১৩ এপ্রিল ঢাকায় এক বর্ণাঢ্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রী নিতাই রায় চৌধুরী এবং ঢাকাস্থিত ভারতীয় হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা।

বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে 'ইতিহাস ও ঐতিহ্য পরিষদ'-এর উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে বাংলার ঐতিহ্যবাহী সংস্কৃতির এক সমৃদ্ধ উপস্থাপনা দেখা যায়। নৃত্যশিল্পীরা প্রকৃতি ও ঋতু পরিবর্তনের অনুপ্রেরণায় পরিবেশন করেন মনোমুগ্ধকর নৃত্য। পাশাপাশি রবীন্দ্র সঙ্গীত, নজরুল গীতি, আবৃত্তি এবং ঐতিহ্যবাহী জারি সংগীত অনুষ্ঠানটিকে আরও বৈচিত্র্যময় করে তোলে।

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে হাইকমিশনার প্রণয় ভার্মা চৈত্র সংক্রান্তি ও পহেলা বৈশাখ উপলক্ষে বাংলাদেশের জনগণকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানান। তিনি বলেন, এই উৎসবগুলি ভারত ও বাংলাদেশের গভীর ঐতিহ্যবাহী সাংস্কৃতিক বন্ধনের অবিচ্ছেদ্য অংশ, যা দুই দেশের সমাজ ও মানুষের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ককে আরও সুদৃঢ় করে।

উল্লেখ্য, প্রতি বছর এই সময় দুই বাংলায় নানা আয়োজনে চৈত্র সংক্রান্তি ও বাংলা নববর্ষ উদযাপিত হয়, যা বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত।

বিশ্রামগঞ্জে অসহায় মহিলার দোকানে দুঃসাহসিক চুরি, নগদ অর্থ ও সামগ্রী লুট

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: সিপাহিজলা জেলার বিশ্রামগঞ্জ বাজার এলাকায় এক অসহায় মহিলার দোকানে দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটেছে। সোমবার গভীর রাতে হাসপাতাল চৌমুহনী সংলগ্ন জাতীয় সড়কের পাশের একটি দোকানকে লক্ষ্য করে এই চুরি সংঘটিত হয়।

দোকানের মালিক মোনালী দত্ত জানান, দুষ্কৃতীরা দোকানের ক্যাশবাক্স ভেঙে নগদ প্রায় ৫,০০০ টাকা নিয়ে যায়। পাশাপাশি দামী ফ্ল্যাগ সিগারেটসহ আরও বিভিন্ন সামগ্রীও চুরি হয়েছে। সবচেয়ে চাঞ্চল্যকর বিষয়, চোরেরা দোকানের ভিতরে লাইট জ্বালিয়ে আরাম করে চেয়ারে বসে সিগারেট খেয়ে তারপর চুরির ঘটনা ঘটায়। পরে তারা নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়।

ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অসহায় দোকান মালিক এই ঘটনার সঠিক তদন্ত ও দোষীদের দ্রুত গ্রেফতারের দাবি জানিয়েছেন।

আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন বিজেপি কার্যালয়ে

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: যথাযোগ্য মর্যাদায় বিজেপির প্রদেশ কার্যালয়ের সামনে সংবিধান প্রণেতা ভারতরত্ন ডঃ বি. আর. আম্বেদকর-এর ১৩৬তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন করা হয়। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী অধ্যাপক (ডা.) মানিক সাহা, প্রদেশ বিজেপি সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য সহ দলের অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আম্বেদকরের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান। এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যমন্ত্রী আম্বেদকরের সমাজের প্রতি অসামান্য অবদানের কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বর্তমান বিজেপি সরকারের আমলে আম্বেদকরের জন্মজয়ন্তী যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হচ্ছে। তিনি আরও উল্লেখ করেন, এসসি সম্প্রদায়সহ সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের উন্নয়নে আম্বেদকরের অবদান চিরস্মরণীয় এবং তা আজও দেশের গণতান্ত্রিক কাঠামোর ভিত্তি হিসেবে কাজ করছে।

রাজ্যের ৭৫ জন হজযাত্রী ২০ এপ্রিল মক্কার উদ্দেশ্যে

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: আগামী ২০ এপ্রিল ত্রিপুরা থেকে হজযাত্রীরা পবিত্র হজ পালনের উদ্দেশ্যে সৌদি আরবের পথে রওনা দেবেন। এ বছর রাজ্য থেকে মোট ৭৫ জন হজযাত্রী এই ধর্মীয় যাত্রায় অংশ নিচ্ছেন। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এ তথ্য জানান ত্রিপুরা হজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আলম। তিনি জানান, রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত ৭৫ জন যাত্রী প্রথমে কলকাতায় পৌঁছাবেন এবং সেখান থেকে বিমানে সৌদি আরবের উদ্দেশ্যে যাত্রা করবেন।

আমতলী বারুইপাড়ায় উশৃঙ্খল মহিলার তাণ্ডব, এলাকাবাসীর চাপে গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: আমতলী থানার অন্তর্গত বারুইপাড়া এলাকায় এক মহিলার দৌরাত্ম্যে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল স্থানীয় বাসিন্দারা। অবশেষে এলাকাবাসীর তীব্র চাপের মুখে পড়ে অভিযুক্ত কল্যাণী ঘোষ নামে ওই মহিলাকে গ্রেফতার করতে বাধ্য হয় পুলিশ।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, কল্যাণী ঘোষ দীর্ঘদিন ধরেই এলাকায় উশৃঙ্খল আচরণের জন্য পরিচিত। তার বিরুদ্ধে পূর্বেও একাধিক অভিযোগ রয়েছে এবং আমতলী থানায় তার নামে একাধিক মামলাও দায়ের হয়েছে। এমনকি তিনি জেলও খেটেছেন বলে জানা গেছে। অভিযোগ, তিনি প্রায়শই এলাকাবাসীদের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজ করেন এবং কখনও কখনও ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলাও চালান। এতে এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়।

সোমবার বিকেলে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে, যখন অভিযোগ অনুযায়ী, কল্যাণী ঘোষ আচমকা প্রতিবেশী বাসুদেব দত্তের উপর ধারালো দা দিয়ে হামলা চালান। এতে গুরুতরভাবে আহত হন বাসুদেব দত্ত, বিশেষ করে তার হাতে গভীর আঘাত লাগে।

এরপর মঙ্গলবার বিকেলে আহত ব্যক্তি আমতলী থানায় অভিযুক্তের বিরুদ্ধে খুনের চেষ্টার অভিযোগে লিখিত মামলা দায়ের করেন। একই দিন বিকেলে আবারও এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়, যখন কল্যাণী ঘোষ পুনরায় উশৃঙ্খল আচরণ শুরু করেন এবং স্থানীয়দের হুমকি ও গালিগালাজ করতে থাকেন।

এ অবস্থায় ক্ষুব্ধ এলাকাবাসীরা একত্রিত হয়ে প্রতিবাদে সামিল হন এবং পুলিশের কাছে অভিযুক্তের গ্রেফতারের দাবি জানান। খবর পেয়ে আমতলী থানার পুলিশ দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায়।

পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছালে স্থানীয়দের দাবির মুখে কল্যাণী ঘোষকে আটক করে থানায় নিয়ে যায়। পাশাপাশি তার বাড়ি থেকে একটি ধারালো দা উদ্ধার করে পুলিশ।

এলাকাবাসীদের দাবি, এই মহিলার ক্রমাগত তাণ্ডবে এলাকায় স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে। তাই তার বিরুদ্ধে কঠোর আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রশাসনের কাছে জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

ফটিকরায়ে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, রাবার গুদাম পুড়ে ছাই

ফটিকরায়, ১৪ এপ্রিল: ফটিকরায়ের গোকুলনগর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় মঙ্গলবার এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। ৫ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা বিপুল মালাকারের বাড়িতে হঠাৎ আগুন লাগে, যা মুহূর্তের মধ্যে ভয়াবহ রূপ নেয়।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, বাড়ির রাবার গুদাম থেকেই প্রথম আগুনের সূত্রপাত হয়। অল্প সময়ের মধ্যেই আগুন ছড়িয়ে পড়ে গোটা গুদামে এবং সেখানে মজুত থাকা প্রায় ৪ কুইন্টালেরও বেশি রাবার সম্পূর্ণভাবে পুড়ে ছাই হয়ে যায়। স্থানীয় বাসিন্দারা আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা চালালেও তা সম্ভব হয়নি। খবর দেওয়া হয় কুমারঘাট ও কাঞ্চনবাড়ি দমকল বিভাগে, তবে দমকল বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছানোর আগেই গুদামটি সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়ে যায়। ঘটনার খবর পেয়ে এলাকায় ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা এবং গ্রাম প্রধান বিনারাণী দাস। তিনি ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের সঙ্গে কথা বলেন এবং তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেন।জানা গেছে, বিপুল মালাকারের পরিবারের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত দুর্বল। এই অগ্নিকাণ্ডে তাদের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের পক্ষ থেকে সরকারের কাছে দ্রুত আর্থিক সহায়তার দাবি জানানো হয়েছে।অগ্নিকাণ্ডের সঠিক কারণ এখনও স্পষ্ট নয়, তবে প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিটের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। ঘটনাটি নিয়ে এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

সারমেয়কে বাঁচাতে গিয়ে সড়ক দুর্ঘটনা, গুরুতর আহত ৩

শান্তিরবাজার, ১৪ এপ্রিল: সারমেয়কে বাঁচাতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ল একটি মারুতি গাড়ি। ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন তিনজন যাত্রী।

ঘটনার বিবরণে জানা যায়, মঙ্গলবার শান্তির বাজার মহকুমার বীরচন্দ্রমনু জোনাল অফিস সংলগ্ন জাতীয় সড়কে টি আর ০৮ ডি ০৩১০ নম্বরের একটি মারুতি গাড়ি হঠাৎ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে দুর্ঘটনার সম্মুখীন হয়। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, রাস্তায় থাকা একটি কুকুরকে বাঁচাতে গিয়েই চালক গাড়ির নিয়ন্ত্রণ হারান।

দুর্ঘটনায় গাড়িতে থাকা তিনজন যাত্রী গুরুতরভাবে আহত হন। খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় শান্তির বাজার দমকল বাহিনী। দমকল কর্মীরা আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য শান্তির বাজার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যান। বর্তমানে আহতরা সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

এদিকে, দুর্ঘটনার পর মনপাথর ফাঁড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটি উদ্ধার করে থানায় নিয়ে যায়। ঘটনার সঠিক কারণ জানতে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। দুর্ঘটনায় আহতদের নাম সিকান্দার বাদসা (৬৫), ইন্দরজিৎ বৈদ্য (৫২) এবং অলক জ্যোতি বৈদ্য (৬৪)।

বিজু, গড়িয়া, বৈসু ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে কৃষিমন্ত্রীর শুভেচ্ছা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: বিজু উৎসব, গড়িয়া উৎসব, বৈসু উৎসব এবং বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানিয়েছেন কৃষিমন্ত্রী রতন লাল নাথ।

শুভেচ্ছা বার্তায় তিনি বলেন, 'বাংলা নববর্ষ উপলক্ষে সকল রাজ্যবাসীকে আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা। পুরনো বছরের সকল প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে নতুন বছর সকলের জীবনে নিয়ে আসুক সমৃদ্ধি এই কামনা করেন তিনি। তিনি আরো বলেন, নতুন বছর জীবনে বয়ে নিয়ে আসুক নতুন আশার আলো, নতুন স্বপ্নের দিশা। বৈশাখের নতুন সকালে মন ভরে উঠুক ইতিবাচক ভাবনায়। রাজ্যের উন্নয়নে সকলে মিলে শান্তি সম্প্রীতি বজায় রেখে চলার আহ্বান করলেন কৃষিমন্ত্রী। রাজ্যের সর্বস্তরের মানুষের সুখ, সমৃদ্ধি ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন তিনি।

ড. বি আর আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মজয়ন্তী উদযাপন অনুষ্ঠানে শ্রদ্ধার্ঘ্য রাজ্যপালের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: ত্রিপুরা বিধানসভা ভবন প্রাঙ্গণে আজ যথাযোগ্য মর্যাদায় ভারতরত্ন, বাবাসাহেব ড. বি আর আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। ত্রিপুরা বিধানসভা সচিবালয় এবং তপশিলি জাতি কল্যাণ দপ্তর যৌথভাবে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নাল্লু ড. বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। এছাড়া ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া এবং ত্রিপুরা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী ড. বি আর আম্বেদকরের মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন। অনুষ্ঠানে আলোচনায় অংশ নিয়ে রাজাপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু ড. আম্বেদকরকে ভারতের সংবিধানের প্রধান স্থপতি হিসেবে অভিহিত করেন। তিনি বলেন, আইন সভা হচ্ছে ভারতীয় গণতন্ত্রের প্রাণ, যেখানে আইন প্রনয়ণ করা হয় এবং প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর- বিশেষ করে তপশিলি জাতি ও তপশিলি জনজাতির কণ্ঠস্বর সবচেয়ে শক্তভাবে প্রতিফলিত হওয়া প্রয়োজন। তিনি ত্রিপুরায় সমৃদ্ধ জনজাতীয় ঐতিহ্য ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করে বর্ণবাদ, লিঙ্গ এবং অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করতে সম্মিলিত প্রচেষ্টার আহ্বান জানান। তিনি নদী ও বন সহ প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণের পাশাপাশি আদিবাসী সম্প্রদায়ের অধিকার রক্ষার উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি সকল নাগরিক এবং নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে বলেন, ড. বি আর আম্বেদকরের আদর্শকে পাথেয় করে একটি উজ্জ্বল ত্রিপুরা গড়ে তুলতে হবে। যেখানে শিশুদের ভবিষ্যৎ তাদের জন্মের দ্বারা নয়, বরং তাদের স্বপ্ন ও আকাঙ্খার দ্বারা নির্ধারিত হবে। অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার বিরোধী দলনেতা বিধায়ক জিতেন্দ্র চৌধুরী তাঁর বক্তব্যে ড. বি আর আম্বেদকরের অসামান্য অবদানের কথা উল্লেখ করে সমাজের সব স্তরের মানুষের সমান অগ্রগতি ও উন্নয়ন নিশ্চিত করতে তাঁর আদর্শ অনুসরণ করার আহ্বান জানান। ত্রিপুরা বিধানসভার অধ্যক্ষ রামপদ জমাতিয়া আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, ড. বি আর আম্বেদকর তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন সমাজের পশ্চাদপদ ও অবহেলিত জনগোষ্ঠির অধিকার রক্ষা ও তাদের উন্নয়নের জন্য।

অনুষ্ঠানে ত্রিপুরা বিধানসভার সচিব অমিয় কান্তি নাথ সহ বিধানসভা সচিবালয়ের অন্যান্য আধিকারিকগণ ও কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। এদিকে আজ সকালে আগরতলার লোকভবনে ড. বি আর আম্বেদকরের ১৩৬তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে তাঁর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেডি নান্নু। এছাড়াও পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন রাজ্যপালের সচিব ইউ কে চাকমা সহ লোকভবনের অন্যান্য আধিকারিক ও কর্মচারীগণ।

উন্নয়নের ধারা বঞ্চিত রয়ে গেলেন জনজাতি দম্পতি, মেলেনি সরকারি ঘর

চড়িলাম, ১৪ এপ্রিল: উন্নয়নের ধারা বঞ্চিত রয়ে গেলেন জনজাতি দম্পতি, অন্তর্দয় পরিবার হওয়া সত্বেও মেলেনি সরকারি ঘর। উন্নয়নের বাস্তব চিত্র যে সর্বত্র এক নয়, তারই এক করুণ উদাহরণ সামনে এসেছে চড়িলাম ব্লকের সুতার মুড়া ভিলেজের ২ নম্বর ওয়ার্ডে। এখানে বসবাসকারী দরিদ্র জনজাতি দম্পতি নারায়ন দেববর্মা ও চিকন মালা দেববর্মা আজও সরকারি আবাসন সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়ে মানবেতর জীবনযাপন করতে বাধ্য হচ্ছেন।

জানা গেছে, এই দম্পতির কাছে অন্তর্দয় রেশন কার্ড থাকলেও এখনও পর্যন্ত তাঁদের জন্য বরাদ্দ হয়নি কোনো সরকারি ঘর। দীর্ঘদিন ধরে ভাঙাচোরা কাঁচা বাড়িতে বসবাস করছেন তাঁরা, যেখানে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নিরাপত্তাহীনতা আরও বেড়ে যায়। বর্ষাকালে ঘরে জল ঢোকা, ছাউনি চুঁইয়ে জল পড়া এসব যেন তাদের নিত্যসঙ্গী।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, একাধিকবার প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করা হলেও এখনও পর্যন্ত কার্যকর কোনো পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি। ফলে প্রশ্ন উঠছে, প্রকৃত প্রাপকেরা কেন সরকারি প্রকল্পের সুবিধা থেকে বঞ্চিত থাকছেন। এলাকাবাসীর দাবি, দ্রুত এই দম্পতির জন্য একটি পাকা বাড়ির ব্যবস্থা করা হোক এবং বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে খতিয়ে দেখুক প্রশাসন। তাঁদের মতে, উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত সমাজের প্রান্তিক মানুষদের কাছে সরকারি সুবিধা পৌঁছে দেওয়া -যা এখনও অনেক ক্ষেত্রেই অধরাই রয়ে গেছে।

উত্তর ব্রজপুরে মন্দিরে চুরি, অভিযুক্ত আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: উত্তর ব্রজপুরে ফের চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। কালী ও মনসা মন্দিরে হানা দিয়ে দেবীর অলংকারসহ আসবাবপত্র চুরির অভিযোগ উঠেছে এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, মঙ্গলবার ভোররাতে বিশালগড় মহকুমার অন্তর্গত উত্তর ব্রজপুরে অর্চনা দেবনাথের বাড়ির ঠাকুরঘরে ঢুকে চুরি চালায় অভিযুক্ত। মন্দির থেকে বিভিন্ন সামগ্রী নিয়ে পালানোর সময় এলাকাবাসীর সন্দেহ হলে তাকে আটক করা হয়।

এরপর উত্তেজিত জনতা অভিযুক্তকে নাট মন্দিরে বেঁধে রেখে জিজ্ঞাসাবাদ করে এবং পরে তাকে বিশালগড় থানার পুলিশের হাতে তুলে দেয়।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত ব্যক্তি এর আগেও একাধিক চুরির ঘটনায় জড়িত ছিল এবং জেলেও গিয়েছিল। জেল থেকে বেরিয়ে এসে আবারও চুরির সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছে বলে অভিযোগ।

ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে। পুলিশ পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

শহীদদের শ্রদ্ধায় বিশ্রামগঞ্জ অগ্নি নির্বাপক দপ্তরের উদ্যোগে মর্যাদাপূর্ণ অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ এপ্রিল: বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অফিসে যথাযোগ্য মর্যাদা ও গাম্ভীর্যের সঙ্গে পালিত হলো শহীদ স্মরণ দিবস। ১৯৪৪ সালের এই দিনে মুম্বাই ব্লাস্ট ১৯৪৪ -এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে আগুন নেভাতে গিয়ে প্রাণ হারান ৬৬ জন ফায়ার সার্ভিস কর্মী। তাঁদের আত্মত্যাগকে চিরস্মরণীয় করে রাখতে সেই দিনটিকে প্রতি বছর শহীদ স্মরণ দিবস হিসেবে পালন করা হয়।

এই উপলক্ষে বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিস অফিস প্রাঙ্গণে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দমকল বিভাগের আধিকারিক ও কর্মীরা। অনুষ্ঠানের শুরুতেই শহীদদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে নীরবতা পালন করা হয় এবং তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করা হয়। পুরো পরিবেশ ছিল আবেগঘন ও শ্রদ্ধায় পরিপূর্ণ।

বিশ্রামগঞ্জ ফায়ার সার্ভিসের ওসি রূপেন্দ্র রিয়াং এদিন জানান, "১৯৪৪ সালের ১৪ এপ্রিল মুম্বাইয়ের ভিক্টোরিয়া ডকে আগুন নেভাতে গিয়ে ৬৬ জন দমকল কর্মী শহীদ হন। সেই ঘটনার স্মৃতিকে ধরে রাখতে এবং তাঁদের আত্মত্যাগকে সম্মান জানাতে প্রতিবছর এই দিনটি পালন করা হয়। এটি আমাদের কাছে শুধু একটি দিন নয়, বরং দায়িত্ব ও ত্যাগের প্রতীক।"

তিনি আরও বলেন, এই ধরনের অনুষ্ঠান নতুন প্রজন্মের দমকল কর্মীদের মধ্যে দায়িত্ববোধ, সাহস এবং মানবসেবার মানসিকতা জাগিয়ে তোলে। শহীদদের আত্মত্যাগ থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতেও মানুষের সেবায় সর্বদা প্রস্তুত থাকার অঙ্গীকার করেন উপস্থিত কর্মীরা।

উল্লেখ্য, দমকল কর্মীরা প্রতিনিয়ত নিজেদের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে মানুষের জীবন ও সম্পদ রক্ষায় কাজ করে চলেছেন। তাই তাঁদের এই আত্মত্যাগকে স্মরণ করা এবং যথাযথ সম্মান প্রদান করা সমাজের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

বাংলা নববর্ষে এবছরও সরকারি মূল্যে মাছ বিক্রয় করা হবে : মন্ত্রী সুধাংশু

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল : বাংলা নববর্ষে উপলক্ষে মৎস্য দপ্তরের উদ্যোগে সরকারি মূল্যে মাছ বিক্রয় করা হবে। এজন্য রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে মৎস্য বিক্রয় কেন্দ্র খোলা হবে। আজ সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এমনটাই জানিয়েছেন মৎস্যমন্ত্রী সুধাংশু দাস।

এদিন তিনি জানান, মৎস্য দপ্তরের নিজস্ব ফার্ম ও সমবায় সমিতির মৎস্য ফার্মের মাধ্যমে এই মাছ বিক্রয় করা হবে। নববর্ষে দিনে প্রধানত ৪ থেকে ৫ রকমের মাছ বিক্রয় করা হবে। এরমধ্যে রয়েছে রুই, কাতল, কার্প, মৃগেল ও সিলভারকার্প। সাথে তিনি যোগ করেন, নর্ববষ উপলক্ষ্যে ত্রিপুরা এপেক্স ফিসারিজ কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেডের অধীনে মহারাজগঞ্জ বাজারে অতি সুলভ মূল্যে ইলিশ মাছ বিক্রি করা হবে।

বিজু, গড়িয়া, বৈসু ও বাংলা নববর্ষ উপলক্ষ্যে রাজ্যবাসীকে শুভেচ্ছা জানান সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য

আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা রাজ্যসভা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য পক্ষ থেকে ১৪৩৩ বাংলা শুভ নববর্ষ উপলক্ষে সমগ্র রাজ্যবাসীকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। তিনি সকল রাজ্যবাসীর সুস্বাস্থ্য কামনা করেছেন। পাশাপাশি সকল রাজ্যবাসীর সুখ সমৃদ্ধি কামনা করেছেন এই নববর্ষে।

অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র গঠনে নতুন অধ্যায়: নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়মে জোর বিজেপির

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ এপ্রিল: বিধানসভার মুখ্য সচেতক কল্যাণী রায় আজ প্রদেশ বিজেপি কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে "নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম" নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী -এর দূরদর্শী নেতৃত্বে দেশের মহিলারা আজ আর্থ-সামাজিকভাবে আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছেন এবং আত্মনির্ভরতার পথে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছেন।

কল্যাণী রায় তাঁর বক্তব্যে উল্লেখ করেন, "নারী শক্তি বন্দন অধিনিয়ম"-এর মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসে এক স্বর্ণিম অধ্যায়ের সূচনা হতে চলেছে। এই আইন দেশের নারীদের অধিকারকে আরও সুদৃঢ় করবে এবং তাঁদের স্বপ্নের ভারত গঠনে সক্রিয় অংশগ্রহণের পথ প্রশস্ত করবে। তিনি আরও বলেন, এই উদ্যোগ কেবলমাত্র একটি আইন নয়, বরং এটি নারী-নেতৃত্বাধীন উন্নয়নের একটি নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে, যা ভবিষ্যতে একটি শক্তিশালী ও আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক গণতন্ত্র গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। তিনি দাবি করেন, এই যুগান্তকারী পদক্ষেপ দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় নারীদের প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর পাশাপাশি সমাজের প্রতিটি স্তরে তাঁদের ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করবে। ফলে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নারীদের ভূমিকা আরও সুসংহত ও কার্যকর হবে।

এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ বিজেপির সহ-সভানেত্রী পাপিয়া দত্ত এবং সিপাহীজলা জেলা পরিষদের সভাধিপতি সুপ্রিয়া দাস দত্ত সহ দলের একাধিক নেতা-নেত্রী। সম্মেলনটি ঘিরে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের মধ্যেও ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা যায়।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas